নৈষধচরিত।

যে. ভূপালের কথা অর্থাৎ গুণানুবাদ সাদরে শ্রবণ করিয়া বুধগণ সুধারসেও হতাদর হন, তিনিই নলনামে খ্যাত ছিলেন, আর তাঁহার ভূমণ্ডলব্যাপি সুনির্ম্মল যশোমণ্ডলই, শুক্লাতপত্ররূপে প্রকাশিত ছিল, এবং তিনি স্বয়ং অতি তেজঃপুঞ্জ ও উৎসবান্বিত শৃঙ্গাররসবিশিষ্ট ছিলেন ॥ ১ ॥ যে মহাত্মার কথা, সুধাধারাবধীরিণী বলিয়া ধরায় প্রসিদ্ধ আছে, তিনিই নলনামে ধরাপতি ছিলেন, আর ধৈর্য্যগাম্ভী-র্য্যাদি গুণগণদ্বারা মানবগণও তাঁহাকে অতি অদ্ভুত বলিয়া জানেন, আর তাঁহার দেদীপ্যমান প্রতাপাবলি, ও কীর্ত্তিমণ্ডল, সুবর্ণদণ্ড-মণ্ডিত শুক্লাতপত্ররূপে প্রকাশিত ছিল ॥ ২ ॥ ফলতঃ এই কলিযুগে যে নলচরিত শ্রবণ করিলে, নির্ম্মলজলধৌতবৎ জগৎ পবিত্র হয়, সেই নলকথা, নলসেবিনী মলিনী মদ্বাণীকে, কেন না পবিত্র করিবেন ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বে নলরাজার গুণাদ্ভুতত্ব উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অনবদ্যা বিদ্যা বিনা

নিপীয় যস্য ক্ষিতিরক্ষিণঃ কথাং তথাদ্রিয়ন্তে ন বুধাঃ সুধামপি।
নলঃ সিতচ্ছত্রিতকীর্ত্তিমণ্ডলঃ স রাশিরাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ ॥ ১ ॥
রসৈঃ কথা যস্য সুধাবধীরিণী নলঃ স ভূজানিরভূদ্ গুণাদ্ভুতঃ।
সুবর্ণদণ্ডৈকসিতাতপত্রিতজ্বলৎপ্রতাপাবলিকীর্ত্তিমণ্ডলঃ ॥ ২ ॥
পবিত্রমত্রাতনুতে জগদ্যুগে স্মৃতা রসক্ষালনয়েব যৎকথা।
কথং ন সা মদ্গিরমাবিলামপি স্বসেবিনীমেব পবিত্রয়িষ্যতি ॥ ৩ ॥

তদসম্ভব, সুতরাং সেই বিদ্যার প্রসঙ্গ প্রথমে কর্ত্তব্য। নল রাজা শিক্ষা-কল্প প্রভৃতি চতুর্দ্দশবিদ্যা সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, আর তৎ-সমুদায় বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ বোধও জন্মিয়াছিল, এবং প্রস্তাবিত সমগ্র বিদ্যা বিশেষ রূপে আচরণ করত, আবার সুশিষ্যগণেও সমুদায়ই প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যয়ন, বোধ, আচরণ ও প্রচারণ অর্থাৎ শিষ্যগণে দান এই চতুর্ব্বিধ উপাধি দ্বারা, চতুর্দ্দশ বিদ্যায় স্বয়ং চতু-র্দ্দশত্ব অর্থাৎ চতুরবস্থত্ব কি রূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় নাই॥ ৪॥ তিনি কেবল চতুর্দ্দশ বিদ্যাই জ্ঞাত ছিলেন এমত নহে তদতিরিক্তও অবগত ছিলেন, কারণ নলরাজার রসনাগ্রনর্ত্তকী অর্থাৎ জিহ্বাগ্রে সদা নর্ত্তনশীলা বিদ্যা রূপা বাগ্‌দেবী, সপত্নীত্ব হেতু লক্ষ্মীর জয়েচ্ছা কর্ত্তব্যা বিবেচনায়, অষ্টাদশ দ্বীপে পৃথক্ পৃথক্ জয়শ্রীর জয়েচ্ছা জন্যই যেন ত্রয়ী অর্থাৎ ত্রিবেদীর ন্যায় অঙ্গগুণে বিস্তরপ্রাপ্তা হইয়া অষ্টাদশসংখ্যা পাইয়াছিলেন, কিন্তু পৃথিবী সপ্তদ্বীপা প্রসিদ্ধা বটে, তথাপি উপদ্বীপে অষ্টাদশদ্বীপাই বলিতে হইবেক॥ ৫॥ আর নলরাজার শিবাবতারত্ব, ও শাস্ত্রানুসারিত্ব, এ উভ-য়ই বিদ্যমান ছিল, কারণ পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহের ঈশ্বর এই নল-নৃপাল, দিক্‌পাল ইন্দ্রাদি সমূহের অংশে জন্মিয়া, আপনার ত্রিনে-ত্রাবতরত্ব বোধক, দ্বয়াধিক, অর্থাৎ গোলকাধিষ্ঠাতৃ-নয়ন-দ্বয়াতি-রিক্ত, কামপ্রসরাবরোধক, (যথেচ্ছাচরণ প্রতিবন্ধক) ধর্ম্মশাস্ত্রাদি স্বরূপ লোচন ধারণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত মাত্রই অনু-

---

অধীতিবোধাচরণপ্রচারণৈর্দ্দশাশ্চতস্রঃ প্রণয়ন্নুপাধিভিঃ।
চতুর্দ্দশত্বং কৃতবান্ কুতঃ স্বয়ং ন বেদ্মি বিদ্যাসু চতুর্দ্দশস্বয়ং॥ ৪॥
অমুষ্য বিদ্যা রসনাগ্রনর্ত্তকী ত্রয়ীব নীতাঙ্গগুণেন বিস্তরং।
অগাহতাষ্টাদশতাং জিগীষয়া নবদ্বয়দ্বীপপৃথগ্‌জয়শ্রিয়াং॥ ৫॥

ষ্ঠান করিতেন, মহাদেবও কামপ্রসরা-বরোধক, (কন্দর্পবেগের প্রতিবন্ধক) তৃতীয় নেত্রধারী বলিয়া বিখ্যাত আছেন ॥ ৬ ॥ সেই নল-রাজা ধর্ম্মসংস্থাপকত্ব, ও অধর্ম্মনিবারকত্ব গুণ, সদাই রক্ষা করিতেন, কেননা তিনি স্বয়ং চতুষ্পাদ দ্বারা, অর্থাৎ ধ্যান, যজ্ঞ, তপ ও দান রূপ চতুশ্চরণ দ্বারা, বৃষরূপ ধর্ম্মকে স্থিরীকৃত করিলে, সুতরাং ত্রেতায় সত্যযুগই উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব তৎকালীন কোন্ ব্যক্তি তপস্যা না করিয়াছিল, অর্থাৎ সকলেই তপস্যা করিয়াছিল যে হেতুক অধর্ম্মও স্বয়ং এক চরণের দুর্ব্বল কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা, পৃথিবী স্পর্শ করত কৃশ হইয়া তপস্বিত্ব ধারণ করিয়াছিল, অতএব যখন অধর্ম্ম স্বয়ং তপস্বী, তখন অন্যের তপস্বিত্ব সুতরাং সিদ্ধ হই-তেছে ॥ ৭ ॥ রিপুর প্রতি নলরাজার রণযাত্রাকালীন অনুমান হয়, সৈন্য গমনোদ্ধূত রজোরাশি, নলরাজার দেদীপ্যমান প্রতাপানলের ধূমদ্বারা মলিন হওত উড্ডীনভাবে সুধাসমুদ্রে পতিত হইয়া পঙ্কিল হইত, নতুবা সুধাজলধিজাত নিশানাথের অঙ্ক কেনই কলঙ্কিত হইল ॥ ৮ ॥ তিনি শত্রুর প্রতি কেবল প্রয়াণই করিয়াছিলেন এমন নয়, বিগ্রহে তাহাদিগকে পরাজিতও করিয়াছিলেন, কেননা শত শতাধিক শত্রুগণ, সমরে ঘনগভীর-নিনাদযুত-ধনুর্দ্ধর নলরূপ জলধর হইতে বিমুক্ত বাণরূপ প্রাগল্ভ বৃষ্টিপাতে নির্ব্বাপিত নিজ নিজ প্রতাপানলের

দিগীশবৃন্দাংশবিভূতিরীশিতা দিশাং স কামপ্রসরাবরোধিনীং।
বভার শাস্ত্রাণি দৃশং দ্বয়াধিকাং নিজত্রিনেত্রাবতরত্ববোধিকাং ॥ ৬ ॥
পদৈশ্চতুর্ভিঃ সুকৃতে স্থিরীকৃতে কৃতেঽমুনা কে ন তপঃ প্রপেদিরে।
ভুবং যদেকাঙ্ঘ্রিকনিষ্ঠয়া স্পৃশন্ দধাবধর্ম্মোঽপি কৃশস্তপস্বিতাং ॥ ৭ ॥
যদস্য যাত্রাসু বলোদ্ধতং রজঃ স্ফুরৎপ্রতাপানলধূমমঞ্জিম।
তদেব গত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ ॥ ৮ ॥

অঙ্গার সদৃশ অযশোরাশি বিস্তার করিয়াছিল ॥ ৯ ॥ তদনন্তর নল-দিগ্বিজয় সুতরাং সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল, কেননা হতপ্রতিপক্ষনৃপ সেই নৃপ নল, দগ্ধপ্রচুর রিপুপুরের অনল যোগে উজ্জ্বল স্বকীয় প্রতাপানল দ্বারা দীপ্যমান মেদিনীমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া জয়নিমিত্ত নির্ম্মিত নীরাজনায় কি অভূতপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছিলেন, দিগ্বিজয়ানন্তর গুগ্‌গুলানলে ভূপালগণের নীরাজনক্রিয়া প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১০ ॥ নীরাজনানন্তর প্রজাপীড়ক অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিরূপ উপদ্রব নিরাকরণাভিলাষে অখিল মহীতল নলকর্ত্তৃক নিরীতিভাব অর্থাৎ কৃষির ভয়জনক ঈতিশূন্যত্ব প্রাপ্ত হইলে পর, অতি বৃষ্টি নিবারিতা হইয়াও, স্থানান্তরে বিশ্রামস্থান না পাইয়া যেন, প্রতীপভূপালমৃগীনয়নীদিগের নয়নপ্রান্তেই বিশ্রাম করিয়াছিল, অর্থাৎ বিগ্রহে হতবিগ্রহ পতিবিরহে সেই সেই কামিনীগণ সদাই রোদন করিত, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, পতঙ্গপাল, মূষিকশ্রেণী, বিহঙ্গমগণ, সমরোদ্দেশে দেশে দেশে সসৈন্য রাজাগমন এই ষড়্বিধ কৃষির উপদ্রবের নাম ঈতি ॥ ১১ ॥ অনন্তর যুদ্ধবিশারদ নলের যুদ্ধ বিষয়ে চাতুরীরূপ তুরী, (মাকু) বিশাল অস্ত্ররূপ বেমার (তন্তুবায় যন্ত্রবিশেষের) সহকারিণী হইয়া, রণাঙ্গনে অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে অতি পবিত্র ধবল নলগুণ দ্বারা দিগঙ্গনাগণের অঙ্গাভরণ, অর্থাৎ পূর্ব্বাদি দিকরূপ কামিনী-

---

স্ফুরদ্ধনুর্নিস্বনতদ্ঘনাশুগপ্রগল্‌ভবৃষ্টিব্যয়িতস্য সঙ্গরে।
নিজস্য তেজঃশিখিনঃ পরঃশতা বিতেনুরঙ্গারমিবাযশঃ পরে ॥ ৯ ॥
অনল্পদগ্ধারিপুরানলোজ্জ্বলৈ র্নিজঃপ্রতাপৈর্ব্বলয়ং জ্বলদ্ভুবঃ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য জয়ায় সৃষ্টয়া ররাজ নীরাজনয়া স রাজঘঃ ॥ ১০ ॥
নিবারিতাস্তেন মহীতলেঽখিলে নিরীতিভাবং গমিতেঽতিবৃষ্টয়ঃ।
ন তত্যজুর্নূনমনন্যবিশ্রমাঃ প্রতীপভূপালমৃগীদৃশাং দৃশঃ ॥ ১১ ॥

দিগের অবয়বের অলঙ্কারস্বরূপ, যশোরূপ অপূর্ব্ব বসন বয়ন করিয়াছিল, অর্থাৎ সমরে আকুল রিপুকুল সহ সঙ্গ্রাম সময়ে পবিত্র গুণযুত নলের নৈপুণ্যবলে ভূমণ্ডল নির্ম্মল যশোমণ্ডলে পরিপূরিত হইয়াছিল ॥ ১২ ॥ আর নলরাজার তেজস্বিত্ব ও নীতিজ্ঞত্ব অতীব অসম্ভব, কেননা অন্যের কথা দূরে থাকুক পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম বস্তুমাত্রও কি প্রতিকূল ভূপালকুলের ন্যায় নলভয়ে আকুল হইয়া, ভেদজনকতা (বিরোধিতা) পরিত্যাগ করিয়াছিল ? কারণ রাজাধিরাজ নল, স্বয়ং অমিত্রজিৎ হইয়া, আবার মিত্রজিৎ, অথচ বিচারদৃক্ হইয়া, আবার চারদৃক্ ছিলেন, এইরূপ শব্দ শ্লেষ ফলতঃ অমিত্রজিৎ, অর্থাৎ শত্রুজিৎ হইয়া তেজোবাহুল্যে মিত্রজিৎ, অর্থাৎ সূর্য্যবিজয়ী ছিলেন, আবার বিচারদৃক্, অর্থাৎ সদসদ্বিবেকদৃষ্টি হইয়া চারদৃক্, অর্থাৎ চারচক্ষু ছিলেন ॥ ১৩ ॥ আবার এইরূপ বিধিকৃত বিতর্ক যেন সত্যই বোধ হয়, যে নলগত অনলবৎ প্রতাপ বা তদীয় কৌমুদীবৎ অমলকীর্ত্তিকলাপ, এই উভয়ের বিদ্যমানতায় এই পরিদৃশ্যমান সহস্ররশ্মির বা কলানিধির যে বিধি, সে নিতান্তই অবিধি, বিধি যখন যখন স্বহৃদয়ে এইরূপ বিবেচনা করেন, সেই সেই সময়ে চন্দ্র সূর্য্যের মণ্ডলচ্ছল করিয়া, তদুপরি নিষ্প্রয়োজন সূচক বেষ্টন প্রদান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নলীয় যশঃপ্রতাপ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যের কার্য্য সমাধায় বাধা কি আছে, অতএব আমি ভ্রমপ্রমাদেই

সিতাংশুবর্ণৈর্বয়তিস্ম তদ্গুণৈর্মহাসিবেম্নঃসহকৃত্বরীবহুং।
দিগঙ্গনাঙ্গাভরণং রণাঙ্গনে যশঃপটং তদ্ভটচাতুরীতুরী ॥ ১২ ॥
প্রতীপভূপৈরিব কিং ততোভিয়া বিরুদ্ধধর্ম্মৈরপি ভেতৃতোজ্ঝিতা।
অমিত্রজিন্মিত্রজিদোজসা স যদ্বিচারদৃক্ চারদৃগপ্যবর্ত্তত ॥ ১৩ ॥

যৌবন সম্পর্কে নলাঙ্গের সৌন্দর্য্যাধিক্য। নলাঙ্ঘ্রি দেখিয়া কমলেও ঘৃণা জন্মাইত, আর পল্লবে নলকরের সাদৃশ্যলেশও লক্ষিত হয় নাই, আর অধিকন্তু শরৎকালীন পার্ব্বণশর্ব্বরীশ্বর অর্থাৎ পূর্ণিমায় সমুদিত সুধাকর, তদাস্যদাস্যেও অর্থাৎ নলবদনের দাসত্বকার্য্যেও অধিকারিতালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই॥ ২০॥

আর জগৎকর্ত্তা বিধি, শরীরগত লোমপুঞ্জের ছল করিয়া কোটি সংখ্য রেখাদ্বারা নল রাজার গুণগণ কি গণনা করেন নাই? না লোমকূপকদম্বের ছল করিয়া দূষণশূন্য বিন্দুবৃন্দ বিন্যাস করেন নাই? অবশ্যই করিয়াছেন, অর্থাৎ নলের শরীরগত যে লোম সে লোম নয়, কিন্তু গুণগণ গণনার সংখ্যারূপ মসীদণ্ডই মণ্ডিত ছিল, আর রোমকূপও রোমকূপ নয়, কিন্তু দোষ গণনায় তাহার অভাবসূচক শূন্যসমূহই শোভা পাইত॥ ২১॥ নল রাজার বাহুযুগল অরি দুর্গলুণ্ঠনার্থ, অর্থাৎ শত্রুকর্ত্তৃক দুর্গমস্থানস্থাপিত দ্রব্যাপহরণার্থই যেন অর্গলবৎ দীর্ঘতা ও স্থূলতা গ্রহণ করিয়াছিল, এবং বক্ষঃস্থল ও পুরদ্বারশোভিত কবাটের দৃঢ়ত্ব ও তির্য্যগ্বিস্তৃতত্ব লাভ করিয়াছিল॥২২॥ কি রহস্য! স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচরে নলমুখের সাদৃশ্য ত অদৃশ্যই বোধ হইতেছে, কেন না কেলিকালীন নলের আস্যগত সুধাধর অধরের ঈষৎ হাস্য যোগে অতি রমনীয় সুধাকরে ও ঔদাস্য হয়, এবং বদনের একাঙ্গভূত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নেত্র দর্শনে লীন ভ্রমর কমলাকরে ও

অধারি পদ্মেষু তদঙ্ঘ্রিণা ঘৃণা ক্ব তচ্ছয়চ্ছায়লবোপি পল্লবে।
তদাস্যদাস্যেপি গতোঽধিকারিতাং ন শারদঃ পার্ব্বণশর্ব্বরীশ্বরঃ॥ ২০॥

কিমস্য লোম্নাং কপটেন কোটিভি র্বিধির্ন রেখাভিরজীগণদ্গুণাম্।
ন রোমকূপৌঘমিষাজ্জগৎকৃতা কৃতাশ্চ কিং দূষণশূন্যবিন্দবঃ॥ ২১॥

অমুষ্য দোর্ভ্যামরিদুর্গলুণ্ঠনে ধ্রুবং গৃহীতার্গলদীর্ঘপীনতা।
উরঃশ্রিয়া তত্র চ গোপুরস্ফুরৎ কবাটদুর্দ্ধর্ষতিরঃপ্রসারিতা॥ ২২॥

ঘৃণা করে এবং অতি রমণীয় এ উভয় জয় করে, এমন সুন্দরান্তর বস্তুইবা আর কোথায়, কি আশ্চর্য্য! তবে সুতরাং নলাননের সাদৃশ্যলাভে মহীতে মহীয়সী দরিদ্রতাই সহিতে হইল ॥ ২৩॥ নলের বদনগত নেত্রশোভায় শতপত্রে কিছুমাত্রও অনুরাগ নাই, অধরে উদিত ঈষৎ হাস্যশোভায় শশিকান্তির বিশ্রান্তিই উপযুক্ত বটে, তবে সুতরাং এ উভয়ের জয়শীল উপমানভূত মনোরম বস্তু আর কোথায় পাইব। কি আশ্চর্য্য! নলাননের উপমাবিষয়ে অতি মহতী দরিদ্রতাই ভোগ করিতে হইল ॥২৪॥ আবার চমরীচয় নলরাজার উত্তম উত্তমাঙ্গজসহিত তুলনাভিলাষ করায় স্বীয় বালভারের (কেশ সমূহের) অনপরাধ জন্য পুনঃ পুনঃ পুচ্ছচালনছল করিয়া যেন বালচাপল্যই (শিশুর চপলতাই) জানাইয়া থাকে, অর্থাৎ এ অজ্ঞ চঞ্চল শিশু; অতএব ইহার অপরাধ ধর্ত্তব্য নয়, এ বাল না হইলে নলকেশ সহ সাদৃশ্যাভিলাষ কেন করিবে ॥২৫॥ ইদানীং ত্রিভুবন বনিতাগণের নলগত অনুরাগ সহ তদ্গত সৌন্দর্য্যাধিক্য উক্ত হইতেছে। মহীপাল নলের মন্মথসদৃশ কান্তিনিমিত্ত তথা ঐ নলের প্রতি নিজ নিজ চিত্তের ইচ্ছা অর্থাৎ "এই মনোহর নাগর আমারই প্রিয় হউন " এই রূপ আকাঙ্ক্ষাজন্য সেই ভূপাল নলে ত্রিভুবনজাতনতভ্রূ কামিনীগণের মন্মথবিভ্রম দ্বিপ্রকার হইয়াছিল, অর্থাৎ ইনিই সাক্ষাৎ মন্মথ এইরূপ বিশিষ্ট ভ্রান্তি, অথচ

স্বকেলিলেশস্মিতনিন্দিতেন্দুনা নিজাংশদৃক্তর্জ্জিতপদ্মসম্পদঃ।
অতদ্দ্বয়ীজিত্বরসুন্দরান্তরে ন তন্মুখস্য প্রতিমা চরাচরে ॥ ২৩ ॥
সরোরুহং তস্য দৃশৈব তর্জ্জিতং জিতাঃ স্মিতেনৈব বিধোরপি শ্রিয়ঃ।
কুতঃপরং ভব্যমহো মহীয়সী তদাননস্যোপমিতৌ দরিদ্রতা ॥ ২৪ ॥
স্ববালভারস্য তদুত্তমাঙ্গজৈঃ সমঞ্চমর্য্যেব তুলাভিলাষিণঃ।
অনাগসে শংসতি বালচাপলং পুনঃ পুনঃ পুচ্ছবিলোলনচ্ছলাৎ ॥ ২৫ ॥

মন্মথজনিত বিকার বিশেষ উভয়ই হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥ স্বর্গীয় কামিনী-গণ অনিমেষলোচনে সেই নলকে অতিশয় সাদরে অবলোকন করিয়া যেরূপ অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, অধুনাও কি তাহারা নিমেষনিস্ব (নিমেষ বিষয়ে অতি দরিদ্র) নয়নদ্বারা সেই অভ্যাসই প্রকাশ করিতেছে; কেন না অতি অদ্ভুত বস্তু নিমেষশূন্য নয়নেই দেখিতে হয়; অতএব স্বর্গীয় রমণীগণের স্বাভাবিক নয়ননিমেষাভাব সেই অ-ভ্যাসবশতই যেন সম্ভাবিত হইতেছে ॥ ২৭ ॥ পাতালস্ত্রীগণের অনু-রাগ। আমাদিগের এই লোচনযুগল নলীয় অদ্ভুত গুণরাশির শ্রোতা হইয়া অবশ্যই জীবন সফল বোধ করুক, কিন্তু আবার তদীয় অতি মনোহর কান্তিধারা দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় বিফলও জ্ঞান করা উচিত। এই রূপে চক্ষুঃশ্রবঃসমূহের (নাগগণের) রমণীরা নলের শ্রবণ দর্শনবিষয়ে নিজ নিজ লোচনদ্বয়কে প্রতিভয় জন্য মনে মনেই স্তব ও নিন্দা করিয়াছিল। সর্পজাতির কর্ণাভাবে নয়নেই দর্শন শ্রবণ উভয় কার্য্যই সম্পন্ন হয় ॥ ২৮ ॥ মর্ত্ত্যসম্ভবা প্রমদারা নেত্রনিমীলন হইলেও অনবরত ভাবনাবলেই নলকে অবলোকন করিত; সুতরাং নল-দর্শন বিষয়ে নিমেষজনিত বিঘ্নলেশও তাহাদিগের উপলব্ধি হইত না, অর্থাৎ সদাই নলধ্যান নলজ্ঞানজন্য চরাচর তন্ময়ই দর্শন করিত ॥ ২৯ ॥

সখীভূতস্তস্য চ মন্মথশ্রিয়া নিজস্য চিত্তস্য চ তং প্রতীচ্ছয়া।
দ্বিধা নৃপে তত্র জগত্রয়ীভুবাং নতভ্রুবাং মন্মথবিভ্রমোঽভবৎ ॥ ২৬ ॥
নিমীলনভ্রংশজুষা দৃশা ভৃশং নিপীয় তং যস্ত্রিদশীভিরর্জ্জিতঃ।
অমুস্তমভ্যাসভরং বিবৃণ্বতে নিমেষনিস্বৈরধুনাপি লোচনৈঃ ॥ ২৭ ॥
অদস্তদাকর্ণি ফলাঢ্যজীবিতং দৃশোর্দ্বয়ং নস্তদবীক্ষি চাফলং;
ইতি স্ম চক্ষুঃশ্রবসাং প্রিয়া নলে স্তুবন্তি নিন্দন্তি হৃদা তদাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥
বিলোকয়ন্তীভিরজস্রভাবনাবলাদমুং নেত্রনিমীলনেঽপি।
অলম্ভি মর্ত্ত্যাভিরমুষ্য দর্শনে ন বিঘ্নলেশোঽপি নিমেষনির্ম্মিত ॥ ২৯ ॥

অধুনা সর্ব্বরমণীজনের অনুরাগ যুগপৎ উক্ত হইতেছে। বিশেষ কোন্ কামিনী বিভাবরীতে নলকে স্বপ্নগত না দেখিয়াছিল, বা নাম প্রমাদে নলনামটি না উচ্চারণ করিয়াছিল, বা নিধুবনসময়ে স্ব স্ব স্বামীকে নলত্বরূপে ধ্যান করত স্বীয় স্বীয় মনোভবের সমুদ্ভব না করিয়াছিল; অর্থাৎ সকল কামিনীই যামিনীযোগে স্বপ্নে নলদর্শন সদাই নলনামোচ্চারণ ও পতি সহ রতিসময়ে পতিকেই নলত্ব রূপে ধ্যান করিয়া নিজ নিজ রতিপতির উদ্ভাবন করিয়াছিল ॥৩০॥ আর দময়ন্তী ভিন্ন ত্রিলোকস্ত্রীলোকমধ্যে নিরহঙ্কারা সুরূপা কোন্ প্রমদা সেই নলকে নেত্রাতিথি করিয়া, "আমি কি কান্তিপ্রবাহ দ্বারা নলরাজার যোগ্যা পাত্রী" এইরূপ সন্দেহ করত স্বদেহাবলোকনার্থ করে ধৃত মুকুরকে নিশ্বাসরূপ অনিল দ্বারা মলিন না করিয়াছিল, অর্থাৎ সকল কামিনীই আশ্বাস বিরহে নিশ্বাস দ্বারা দর্পণে মলিনতা অর্পণ করিয়াছিল ॥ ৩১ ॥ এক্ষণে দময়ন্তীর মদনবেদনার অনুবাদ হইতেছে। পূর্ব্বকালে মদন, যে রূপে ভোগভোজি, (নাগভক্ষক) বয়ঃ অর্থাৎ গরুড় দ্বারা, উহ্যমান অর্থাৎ বাহ্যমান্ হইয়া, অনলাবরুদ্ধ অর্থাৎ পাবক দ্বারা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত, বাণরাজার শোণিত পুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অধুনা ভোগভোজি, অর্থাৎ সুখোপভোগশীল, বয়ঃ, অর্থাৎ যৌবন দ্বারা, উহ্যমান, অর্থাৎ সখীগণদ্বারা তর্ক্যমাণ হইয়া দময়ন্তীর নলাবরুদ্ধ মনোমধ্যেও হঠাৎ সেইরূপে প্রবেশিলেন। পুরাকালে স্বপ্নাবস্থায় অনিরু-

---

ন কা নিশি স্বপ্নগতং দদর্শ তং জগাদ গোত্রস্খলিতে চ কা ন তং।
তদাত্মতাধ্যাতধবা রতে চ কা চকার বা ন স্বমনোভবোদ্ভবং ॥ ৩০ ॥
শ্রিয়াস্য যোগ্যাহমিতি স্বমীক্ষিতুং করে তমালোক্য সুরূপয়া ধৃতঃ।
বিহায় ভৈমীমপদর্পয়া কয়া ন দর্পণঃ শ্বাসমলীমসঃ কৃতঃ ॥ ৩১ ॥

দ্ধকে দেখিয়া বাণসুতা উষা একান্ত সমুৎসুকা হয়েন, পশ্চাৎ সখী চিত্ররেখা বিদ্যাবলে সেই অনিরুদ্ধকে আনিয়া দেন, অনন্তর ঐ অনিরুদ্ধ উষার সহিত গুপ্তভাবে বিহার করত বাণকর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়া ধৃত ও বদ্ধ হইলেন, তদনন্তর নারদমুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মীনকেতন বলদেবও কৃষ্ণসমভিব্যাহারে গরুড়ে আরূঢ় হইয়া শোণিতপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই পৌরাণিকী বার্ত্তা প্রসিদ্ধ আছে॥ ৩২ ॥ অনন্তর সেই ভীমভূপালসম্ভূতা দময়ন্তী স্বীয় লাবণ্য সম্পত্তির অনুরূপ এবং বন্দিবদনবন্দনায় বারবার শ্রবণবিষয়ীকৃত নলে মীনকেতনাজ্ঞার একান্ত বশম্বদ স্বান্তকে অশান্তভাবে নিতান্তই নিবিষ্ট করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তদনন্তর দময়ন্তী, স্তুতিপাঠকগণের স্তবপাঠ সময়ে পিতার সমীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, পরন্তু উক্ত বন্দিগণ কর্ত্তৃক অন্যান্য নৃপালমধ্যে নলনামটী উক্ত হইবামাত্র দময়ন্তী অতিমাত্র বিনিদ্ররোমা হইতেন, অর্থাৎ নলনাম শ্রবণে তাঁহার শরীরস্থ লোমপুঞ্জ অমনি জাগিয়া উঠিত ॥ ৩৪ ॥ এবং ঐ ক্ষীণাঙ্গী দময়ন্তী পরস্পর আনুসঙ্গিক কথাপ্রসঙ্গে সখীমুখ হইতে তৃণবিশেষপ্রতিপাদক নল এই শব্দটী শুনিলে পর অমনি ত্বরায় কার্য্যান্তর পরিত্যাগ করিয়া "সখীগণ কি মৎপ্রিয়তম নলবার্ত্তা কহিতেছে" এইরূপ বিবেচনায় সানন্দে তদাকর্ণনসজ্জকর্ণা হইতেন, অর্থাৎ সেই তৃণবাচক নলশব্দ শ্রবণে তাঁহার

যথোহ্যমানঃ খলু ভোগভোজিনা প্রসহ্য বৈরোচনিজস্য পত্তনং।
বিদর্ভজায়া মদনস্তথা মনো নলাবরুদ্ধং বয়সৈব বেশিতঃ ॥ ৩২ ॥
নৃপেঽনুরূপে নিজরূপসম্পদাং দিদেশ তস্মিন্ বহুশঃ শ্রুতিং গতে।
বিশিষ্য সা ভীমনরেন্দ্রনন্দনা মনোভবাজ্ঞৈকবশংবদং মনঃ ॥ ৩৩ ॥
উপাসনামেত্য পিতুঃ স্ম রজ্যতে দিনে দিনে সাবসরেষু বন্দিনাং
পঠৎসু তেষু প্রতিভূপতীনলং বিনিদ্ররোমাঽজনি শৃণ্বতী নলং ॥ ৩৪ ॥

শ্রবণ অমনি সজ্জীভূত হইত। এমনই গাঢ়ানুরাগ জন্মিয়াছিল যে, অর্থানুসন্ধান না করিয়াই শব্দমাত্র শ্রবণেও অনুরাগিণী হইতেন ॥ ৩৫ ॥ দময়ন্তী নলোৎকর্ষ শ্রবণলালষায় সখীগণকে কহিতেছেন, হরনয়নানলদগ্ধ, অথচ অনিমেষলোচন, যে স্মর তাঁহার স্মরণেও আমার শঙ্কা হয়, তাই বলি হে সখীগণ! ঐটী ভিন্ন তোমরা সকরুণ হইয়া অন্য কোন তরুণজনের বর্ণন কর, এই উক্তি অনুসারে সেই নলাসক্তচিত্তা দময়ন্তী তরুণস্তাবক সখীজনকে মদনস্থানে নিদর্শন স্বরূপ ছলে নলকেই অভিষিক্ত করাইলেন ॥ ৩৬ ॥ নলগুণ শ্রবণে দময়ন্তীর উৎকণ্ঠা বর্ণন করিতেছেন। দময়ন্তী নিষধদেশাগত দূতগণ বা ভূদেবগণ বা বন্দিগণ বা নটনটীগণ ইহাদিগকে (আপনাদিগের দেশে কে ভূপতি, আর তাঁহার গুণই বা কেমন) এই ছল করিয়া কেবল নলসৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্যাদিই জিজ্ঞাসা করিতেন, অনন্তর ঐ দূতাদিমুখে নলকীর্ত্তি কথা সাদরে শ্রবণ করিয়া দীর্ঘকাল কেবল বিমনায়মানা থাকিতেন ॥ ৩৭ ॥ চিত্রদর্শন দ্বারা দময়ন্তীর স্বযোগ্যতা নির্ণয়। দময়ন্তী সময়ে সময়ে আগত নিপুণতর কারুতরদিগকে এই আদেশ করিতেন যে, তোমরা বিলক্ষণ মনোনিবেশপূর্ব্বক আমার এই লীলালয়ের ভিত্তিপ্রদেশে এমন কোন নায়ক নায়িকা চিত্রিত কর যে, তাহাদিগের অপূর্ব্ব কান্তিপরম্পরায় ত্রিভুবনস্থিত রমণরমণীগণের রমণীয়তা পরাজিতা হইয়াছে, সুচিত্রকরনিকর এইরূপ সুকৌশলদ্বারা

কথাপ্রসঙ্গেষু মিথঃ সখীমুখাত্তৃণেপি তন্ব্যা নলনামনি শ্রুতে।
দ্রুতং বিধুয়ান্যদভূয়তানয়া মুদা তদাকর্ণনসজ্জকর্ণয়া ॥ ৩৫ ॥
স্মরাৎ পরাসোরনিমেষলোচনাদ্বিভেমি তদ্ভিন্নমুদাহরেতি সা।
জনেন যুনস্তুবতা তদাস্পদে নিদর্শনং নৈষধমভ্যসেচয়ৎ ॥ ৩৬ ॥
নলস্য পৃষ্টা নিষধাগতা গুণান্মিষেণ দূতদ্বিজবন্দিচারণাঃ।
নিপীয় তৎকীর্ত্তিকথামথানয়া চিরায় তস্থে বিমনায়মানয়া ॥ ৩৭ ॥

আদিষ্ট হওয়ায় নলদময়ন্তীরই আকার স্বীকার করত স্বকরে অঙ্কিত করিত, কেননা এরূপ অগাধ লাবণ্য মাধুরীযুতা সুকুমার কুমারকুমারী কাহারই নেত্রক্ষেত্রে লক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক তিনি পরমাহ্লাদে ঐ নলীয় ও স্বকীয় চিত্রখানি লোচনগোচর করিয়া স্বযোগ্যতা নিশ্চয় করিতেন ॥ ৩৮ ॥ গাঢ়ানুরাগ হেতু প্রার্থিত বস্তুর শ্রবণ ও দর্শন হয়, অতএব শ্রবণ বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা দর্শন বর্ণন করিতে আরম্ভ করিতেছেন। ইন্দ্রজাল, চিত্র, বা সাক্ষাৎ বা স্বপ্ন এই চতুর্ব্বিধ দর্শন মধ্যে স্বপ্নদর্শন উক্ত হইতেছে। স্বপতী অর্থাৎ শয্যায় শয়ানা সেই দময়ন্তী মনোভিলাষ বশতঃ স্বপতীকৃত সেই নলকে কোন্ বিভাবরীতে দর্শন না করিতেন, অর্থাৎ সকল বিভাবরীতেই দর্শন করিতেন, কারণ সুপ্তি অর্থাৎ স্বপ্ন অদৃষ্ট বস্তুকেও অদৃষ্টপ্রভাবে অর্থাৎ জন্মান্তরীয় শুভাশুভ কর্ম্মবলে জনগণের দর্শনগোচর করায়, অতএব তিনি প্রতি নিশায় স্বপ্নাবস্থায় নলরূপ নয়নাতিথি করিতেন ॥ ৩৯ ॥ নিদ্রা নিমীলিত নয়নযুগল হইতে এবং বহিরিন্দ্রিয়ের মৌনজন্য মুদ্রিত হৃদয় হইতেও সঙ্গোপন করিয়া কোন না কোন সময়েও অলক্ষিত সেই অতি গোপনীয় বস্তু নলকে দময়ন্তীরে দর্শন করাইলেন ॥ ৪০ ॥ স্বপ্নদর্শনানন্তর অনঙ্গাবস্থা। কি আশ্চর্য্য, মীনকেতনপীড়ায় চেতনহীনা অতি দীনা সেই দময়ন্তীর পক্ষে হিমাগমেও অতি ক্ষীণ দিন সকল দীর্ঘায়ুরূপে প্রতীয়মান্ হইতে লাগিল, তথা নিবিড়

প্রিয়ং প্রিয়াঞ্চ ত্রিজগজ্জয়িশ্রিয়ৌ লিখাধিলীলাগৃহভিত্তি কাবপি।
ইতি স্ম সা কারুভরেণ লেখিতং নলস্য চ স্বস্য চ সখ্যমীক্ষতে ॥ ৩৮ ॥
মনোরথেন স্বপতীকৃতং নলং নিশি ক্ব সা ন স্বপতী স্ম পশ্যতি।
অদৃষ্টমপ্যর্থমদৃষ্টবৈভবাৎ করোতি সুপ্তির্জ্জনদর্শনাতিথিং ॥ ৩৯ ॥
নিমীলিতাদক্ষিযুগাচ্চ নিদ্রয়া হৃদোঽপি বাহ্যেন্দ্রিয়মৌনমুদ্রিতাৎ।
অদর্শি সঙ্গোপ্য কদাপ্যবীক্ষিতো রহস্যমস্যাঃ স মহন্মহীপতিঃ ॥ ৪০ ॥

নিদাঘকালীন অতি খর্ব্বা সর্ব্বা সর্ব্বরীও মেদস্বিনীর ন্যায় গতিহীনা বোধ হইতে লাগিল, ফলতঃ কামপীড়ায় দময়ন্তী দিনযামিনী ক্ষেপণে কতই আক্ষেপ করিতেন ॥ ৪১ ॥ পরম্পরানুরাগ নিমিত্ত নলরাজার দময়ন্তীজ্ঞান। নলরাজাও কোন সময়ে কামকিঙ্কর মূঢ় তরুণসমূহের কথা দূরে থাকুক, অতিধীর স্থবির বুধগণেরও ধৈর্য্যলোপী অথচ স্বকীয় সৌন্দর্য্যের যশোরাশিরূপ মুক্তাকলাপের অন্তর্গ্রন্থনা সূত্রস্বরূপ সেই দময়ন্তীর কান্তি পরম্পরারূপ গুণরাশি দূতাদি মুখে শ্রবণ করিলেন ॥ ৪২ ॥ দময়ন্তীর গুণগণ শ্রবণে নলরাজার স্মরদশার আবির্ভাব হইলে কাম তাঁহাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। নলরাজা স্মর-শরীর-শোভা জিতবান্ বলিয়া, জাতদর্প কন্দর্প নলকর্ত্তৃক দময়ন্তীর গুণ শ্রবণানন্তর অবসর পাইয়া, মূর্ত্তিমতী নিজ অমোঘশক্তি অর্থাৎ অব্যর্থ অস্ত্র বিশেষ স্বরূপ, সেই দময়ন্তী দ্বারা নল ভূপালকে পরাভব করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ জয়েচ্ছানন্তর কাম কিরূপ করিলেন তাহাই উক্ত হইতেছে। ভূস্বামী নল ভীমভূপালজালয় অর্থাৎ ভীমরাজতনয়া-গত গুণ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি শ্রবণাতিথি অর্থাৎ কর্ণ-গোচর করিলেন, তৎপরক্ষণেই কন্দর্পও সেই নলরাজার মহৎ ধৈর্য্য নাশার্থ আশু আশুগ যোজনা করত স্বীয় ধনুর্ল্লতাশ্রয় গুণ অর্থাৎ জ্যা শ্রবণাতিথি অর্থাৎ কর্ণসমীপবর্ত্তী করিলেন বা আকর্ণ আকর্ষণ

অহো অহোভির্মহিমা হিমাগমেঽপ্যতি প্রপেদে প্রতি তাং স্মরার্দ্দিতাং।
তপর্ত্তু পূর্ত্তাবপি মেদসাং ভরা বিভাবরীভির্ব্বিভরাম্বভূবিরে ॥ ৪১ ॥
স্বকান্তিকীর্ত্তিব্রজমৌক্তিকস্রজঃ শ্রয়ন্তমন্তর্ঘটনাগুণশ্রিয়ং।
কদাপি তস্যা বুধধৈর্য্যলোপিনং নলোঽপি লোকাদশৃণোৎ গুণোৎকরং ॥ ৪২ ॥
অথ লব্ধাবসরং ততঃ স্মরঃ শরীরশোভাজয়জাতমৎসরঃ।
শক্ত্যা নিজয়েব মূর্ত্তয়া তয়াবিনির্জ্জেতুমিয়েষ নৈষধং ॥ ৪৩ ॥

করিলেন ॥ ৪৪ ॥ কাম কর্ত্তৃক নলরাজার জয় নিতান্ত সুকর নয়, ইহাই কথিত হইতেছে। হরতপোভঙ্গাদি বিষয়ে অতি সাহসী কন্দর্প অতি বীর সেই নলকে তৎকালে পরাজয় করিবেন বলিয়া ইষুর সহিত জ্যা যোজনা করত ত্রিলোকবিজয়ার্জ্জিত নিজ যশোরাশিকে (অর্থাৎ কন্দর্প অদ্বিতীয় ধন্বী এই লোকানুরাগ পরম্পরাকে) একান্ত সংশয়ে নিমগ্ন করিলেন। ইহাতে সুতরাং নলরাজার জিতেন্দ্রিয়ত্ব স্পষ্টই বিদিত হইল ॥ ৪৫ ॥

ফলতঃ তাদৃশ ধীরস্বভাব নল কি রূপে কাম কর্ত্তৃক জিত হইলেন ইহাই উক্ত হইতেছে। কুসুমময় কামবাণে নলরাজার সেরূপ অনির্ব্বচনীয় অভেদ্য ধৈর্য্য-কঞ্চুক (ধৈর্য্যরূপ লৌহময় সাঁজোয়া) যে ভেদ হইয়াছিল, ইহাতে বোধ হয়, পরস্পরানুরাগোৎপাদন পুরঃসর সেই নলের সহিত দময়ন্তীর সংঘটনসম্পাদনাভিলাষী যে বিধি, তাঁহারই ইচ্ছার অবন্ধ্যতা প্রযুক্তই হইয়াছিল, নতুবা বাণ কুসুমময়, ভেত্তা অনঙ্গ, ভেদ্য তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় নলরাজার ধৈর্য্য-কঞ্চুক, অতএব যদ্যপিও ভেদের সর্ব্বথা অসম্ভব তথাপিও যে ভেদ হইয়াছিল, ইহাতে সুতরাং বিধীচ্ছার ফলাবশ্যম্ভাবিতাই প্রধান কারণ বলিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥ কামবাণ একান্তই অনিবার্য্য ইহাই ব্যক্ত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং পিতামহ অর্থাৎ ব্রহ্মা, যে অনঙ্গের অস্ত্রে সন্তাপিত হইয়া অদ্যাপিও বারিজ অর্থাৎ সুস্নিগ্ধ

অকারি তেন শ্রবণাতিথিগুণঃ ক্ষমাভুজা ভীমনরেন্দ্রজালয়ঃ।
তদুচ্চধৈর্য্যব্যয় সংহিতেষুণা স্মরেণ চ স্বাত্মশরাসনাশ্রয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
অমুষ্য ধীরস্য জয়ায় সাহসী তদা খলু জ্যাং বিশিখৈঃ সনাথয়ন্।
নিমজ্জয়ামাস যশাংসি সংশয়ে স্মরস্ত্রিলোকীবিজয়ার্জ্জিতান্যপি ॥ ৪৫ ॥
অনেন ভৈমীং ঘটয়িষ্যতস্তথা বিধেরবন্ধ্যেচ্ছতয়া ব্যলাসি তৎ।
অভেদি তত্তাদৃগনঙ্গমার্গণৈর্যদস্য পৌষ্পৈরপি ধৈর্য্যকঞ্চুকং ॥ ৪৬ ॥

কমল আশ্রয় করিতেছেন, কিন্তু এই রূপ অনুমান হয় যে, নলরাজা কেবল অনাস্থা প্রযুক্তই কামকে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইলেন না, কারণ নলরাজা কন্দর্পকে আত্মাপেক্ষা তনুচ্ছায় অর্থাৎ অল্প শোভা-বিশিষ্ট বলিয়াই জানেন, সুতরাং এই অনাস্থায় পরাজিত হইলেন, অথচ আত্ম তনুচ্ছায়া উল্লঙ্ঘনে কে সমর্থ হইতে পারে, যাহা হউক প্রাচীন ব্রহ্মার যখন এরূপ দশা ঘটিয়াছিল তখন নব্য জনের সেরূপ হওয়া বিচিত্র নয় ॥ ৪৭ ॥ ভঙ্গীভাবে নলের দময়ন্তীচিন্তা বর্ণিত হইতেছে। অতি ক্ষীণাঙ্গী সেই দময়ন্তী লজ্জারূপা অতি দুস্তর তর-ঙ্গিণী সন্তরণ পূর্ব্বক হেলায় যে নলহৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, ইহাতে বোধ হয় উরোভব অর্থাৎ স্তনরূপ পক্ষে বক্ষঃস্থিত নবোপহার (যুবগ-ণের উপঢৌকন স্বরূপ) পক্ষে নূতন অথচ সমীপেহার যুক্ত, এইরূপ কুম্ভযুগল সহায় করিয়াই নলান্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন, অন্য ব্যভিচারিণীগণ বক্ষঃস্থাপিত কুম্ভযুগল দ্বারা নদী সন্তরণ পূর্ব্বক সঙ্কেত স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ দময়ন্তী হৃদয়প্রবিষ্টা হইলে নলের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহাই উক্ত হইতেছে। নলরাজা আপনার অধীরতা মানবমণ্ডলীর নিকট সঙ্গোপন করিতেন বটে কিন্তু মন্মথ অবিরত তাঁহার যেরূপ শরীর মন্থন করিত, তাহা জাগরণ-দুঃখ-সাক্ষিণী অর্থাৎ নিদ্রাচ্ছেদ জনিত ক্লেশের প্রমাণভূতা অথচ শশাঙ্ক কোমলা শয্যা ও সর্ব্বরী ইহারাই বিশেষ রূপে জানিতে

কিমন্যদদ্যাপি যদস্ত্রতাপিতঃ পিতামহো বারিজমাশ্রয়ত্যহো।
স্মরস্তনুচ্ছায়তয়া তমাত্মনঃ শশাক শঙ্কে স ন লঙ্ঘিতুং নলঃ ॥ ৪৭ ॥
উরোভুবা কুম্ভযুগেন জৃম্ভিতং নবোপহারেণ বয়স্কৃতেন কিং।
ত্রপা সরিদ্দুর্গমপি প্রতীর্য্য সা নলস্য তন্বী হৃদয়ং বিবেশ যৎ ॥ ৪৮ ॥
অপহ্নবানস্য জনায় যন্নিজামধীরতামস্য কৃতং মনোভুবা।

পারিত, শশাঙ্ককোমলা রাত্রিপক্ষে চন্দ্রোদয়ে স্নিগ্ধগুণযুতা, শয্যা-পক্ষে শশ মৃগবিশেষ অর্থাৎ খরগোস, তাহার অঙ্ক অর্থাৎ ক্রোড়বৎ কোমলা অর্থাৎ মার্দ্দবগুণযুতা, ফলতঃ মন্মথ যাতনা যত না দিত, পাছে লোকে প্রচারিত হয়, এই ভয়েই মর্ম্মভেদি যাতনা অনুভব করিতেন ॥ ৪৯ ॥ যদি অসহ্য ক্লেশই হইয়াছিল, কেননা ভীমসমীপে ভৈমী প্রার্থনা করিলেন, ইহাই উক্ত হইতেছে। সেই ভূপ্রভু নল প্রবল মদনানলে দলিত হইলেও ভীমসন্নিধানে তাঁহার তনয়াকে যাচ্ঞা করিতে একান্ত অসমর্থ হইলেন, কেননা যে হেতু মানি ব্যক্তি আপনার প্রাণ বা সুখ পরম্পরা এসকলই পরিত্যাগে সমর্থ হয়েন কিন্তু এক যে কেবল অযাচিত ব্রত অর্থাৎ অপ্রার্থনা রূপ নিয়ম, তাহা প্রাণান্তেও বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়েন না ॥ ৫০ ॥ ছলে নলের কামবিকার গোপন উক্ত হইতেছে। নল রাজা মিথ্যা বিষাদচ্ছলে দময়ন্তী-বিয়োগ-জনিত নিশ্বাস পরম্পরা প্রায়ই প্রলুপ্ত করিতেন এবং স্বীয় শরীরপাণ্ডুতা গোপন করিবার জন্য অঙ্গরাগীয় উপকরণ মধ্যে প্রচুর কর্পূরচূর্ণ প্রদান করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল ॥৫১॥ নল রাজার অঙ্গগত বিকারগোপন কথনানন্তর বাচিকবিকারগোপন উক্ত হইতেছে। সেই নলরাজা অলীকবীক্ষিতা অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ পুরোবর্ত্তিনী রূপে অবলোকিতা দময়ন্তীকে (প্রিয়ে ! নয়নান্তরালে থাকিয়া বা রাখিয়া কেমন ছিলে, তবে এক্ষণে সমুদায় কুশল তো) এই

অবোধি তজ্জাগরদুঃখসাক্ষিণী নিশা চ শয্যা চ শশাঙ্ককোমলা ॥ ৪৯ ॥
স্মরোপতপ্তোঽপি ভৃশং ন স প্রভুর্বিদর্ভরাজং তনয়ামযাচত।
ত্যজন্ত্যসূন্ শর্ম্ম চ মানিনো বরং ত্যজন্তি নত্বেকমযাচিতব্রতং ॥ ৫০ ॥
মৃষা বিষাদাভিনয়াদয়ং কচিৎ জুগোপ নিশ্বাসততিং বিয়োগজাং।
বিলেপনস্যাধিকচন্দ্রভাগতা বিভাবনাচ্চাপললাপপাণ্ডুতাং ॥ ৫১ ॥

রূপ ভাষায় যে সম্ভাষণ করিয়া ছিলেন তাহা কেবল বক্ষ্যমাণ সুকৌশলেই প্রকাশ হইত না, অর্থাৎ তৎকালীন বীণাবাদকগণ কোকিলস্বরসমান সুস্বরে মনোনিবেশ পূর্ব্বক যেমন গান করিত, তাহাতে সামাজিকগণ অমনি নিমগ্ন হইত সুতরাং সেই নলীয় অলীক আলাপ কাহারই প্রলাপ বলিয়া বোধ হইত না॥ ৫২॥ অতঃপর নলরাজার কামবিকার ক্রমশই সুব্যক্ত হইতে লাগিল। দময়ন্তীর প্রতি অনুরাগোৎপন্নানন্তর সম্বর-বৈরি-বিক্রম ক্রমে আক্রম করায় তাদৃশ ভূপাল নল প্রবল জিতেন্দ্রিয় দলের জয়শীল হইয়াও লজ্জানুরোধ রক্ষায় সুতরাং সজ্জীভূত হইলেন, অর্থাৎ সহচর বা সভ্যগণ সমীপে সদাই লজ্জা পাইতে লাগিলেন॥ ৫৩॥ যাহা হউক বিবেকাদি গুণরাশি সত্ত্বেও নল কেন কামের বাধ্য হইলেন তাহাই কথিত হইতেছে। বিবেক, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ সম্পত্তি নলের চাঞ্চল্য রোধ করণে নিশ্চয়ই অসমর্থ হইয়া পড়িল, কেননা সৃষ্টি স্বভাবই এইরূপ, যে হেতু সেই প্রসিদ্ধপ্রভাব কাম রতি অর্থাৎ অনুরাগ সংঘটন হইবা মাত্র নিকামই পুরুষকে অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অনিবার্য্য করিয়া ফেলেন, অথচ যথার্থই কাম রতিতে অর্থাৎ স্ব ভার্য্যায় অনিরুদ্ধ নামক স্বপুত্র সৃজন করেন, অতএব সৃষ্টি স্বভাবই এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে॥ ৫৪॥ কামবিকার একান্তই প্রকাশিত হইলে নল কিরূপ করিয়াছিলেন তাহাই কথিত হইতেছে। সেই প্রসিদ্ধপ্রভাব নল, মদন-বিকার-গোপনে

শশাক নিহ্নোতুমনেন তৎপ্রিয়ামযং বভাষে যদলীকবীক্ষিতাং।
সমাজএবালপিতাসু বৈণিকৈর্মুমূর্চ্ছে যৎ পঞ্চমমূর্চ্ছনাসু চ॥ ৫২॥
অবাপ সাপত্রপতাং স ভূপতির্জ্জিতেন্দ্রিয়াণাং ধুরি কীর্ত্তিতস্থিতিঃ।
অসম্বরে সম্বরবৈরিবিক্রমে ক্রমেণ তত্র স্ফুটতামুপেয়ুষি॥ ৫৩॥
অলং নলং রোদ্ধুমমী কিলাভবন্ গুণা বিবেকপ্রমুখা ন চাপলং।
স্মরঃ স রত্যামনিরুদ্ধমেব যৎ সৃজত্যয়ং সর্গনিসর্গ ঈদৃশঃ॥ ৫৪॥

নিতান্তই যত্নশীল হইলেন কিন্তু যখন দেখিলেন, অনঙ্গচিহ্ন ব্যতীত সভায় আর ক্ষণৈক ক্ষেপণেও সক্ষম হইলেন না, তখন উপবন বিহার-চ্ছলে নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় নিমিত্ত অভিলাষ করিয়াছিলেন, তদনন্তর প্রবৃত্তির সহিত অমনিই উদ্যোগ হইতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ গন্ধর্ব্বসভায় শোভায় নিন্দিত-মীন-কেতন তথা জিতজিতেন্দ্রিয়গণ সেই ভূপাল নল, স্বীয় রহস্যবেত্তা বয়স্যগণের সহিত স্বহিত সাধন মানসে পুরের পুরোবর্ত্তি মুঞ্জরিতপাদপপুঞ্জ নিকুঞ্জবনে গমনার্থ যানানয়ন জন্য নিদেশকারিদিগকে আদেশ করিলেন ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর সেই নিয়োগিগণ যে তুরঙ্গ নিরন্তর চঞ্চলক্ষুরাঞ্চল দ্বারা নিজ নিবাস ভূমির মধ্যভাগ ক্ষুণ্ণ করণে নিতান্ত নিপুন তথা বিভূষিত ও সিত অর্থাৎ শুভ্র, এবং বেগে বা পরিমাণে পৌরুষাধিক অর্থাৎ বলবৎ সুদীর্ঘকায় মহাপুরুষাপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ, এইরূপ এক অশ্বরাজ রাজসমীপে সমুপস্থিত করিল ॥ ৫৭ ॥ অশ্বানয়নানন্তর পৃথিবীন্দ্র নল ঘাটা পর্য্যন্তগত অন্তর্গত পথ দ্বারা গলদেশস্থিত দেবমণি হইতে অর্থাৎ রোমাবর্ত্ত বিশেষ হইতে, অথচ কৌস্তুভ মনি হইতে যেন উত্থিত, তথা চন্দ্রকিরণ তুল্য যে কেশররূপ কেশরশ্মি তদ্দ্বারা বিরাজিত, ঐ বাজিতে আরোহণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ তৎকালীন

অনঙ্গচিহ্নং স বিনা শশাক নো যদাসিতুং সংসদি যত্নবানপি।
ক্ষণং তদারামবিহারকৈতবান্নিষেবিতুং দেশমিয়েষ নির্জ্জনং ॥ ৫৫ ॥
অথ শ্রিয়া ভর্ৎসিতমীনকেতনঃ সমং বয়স্যৈঃ স্বরহস্যবেদিভিঃ।
পুরোপকণ্ঠং স বনক্ষিলেক্ষিতা দিদেশ যানায় নিদেশকারিণঃ ॥ ৫৬ ॥
অমী ততস্তস্য বিভূষিতং সিতং জবেঽপি মানেঽপি চ পৌরুষাধিকং।
উপাহরন্নশ্বমজস্রচঞ্চলৈঃ ক্ষুরাঞ্চলৈঃ ক্ষোভিতমন্দুরোদরং ॥ ৫৭ ॥
অথান্তরেণাবটুগামিনাধ্বনা নিশীথিনীনাথমহঃসহোদরৈঃ।
নিগালগাদ্দেবমণেরিবোত্থিতৈর্বিরাজিতং কেশরকেশরশ্মিভিঃ ॥ ৫৮ ॥

অনবরত ভূমিতট কুট্টন দ্বারা যে সমস্ত রেণুচয় উত্থিত হইয়া ঐ অশ্বের চরণ চতুষ্টয়ে লগ্ন হইতেছিল তৎসমুদায়ের প্রতি দর্শকগণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মিয়া উঠিল যেন সত্যই বেগের উৎকর্ষতা শিক্ষা করণার্থ মানবগণের মনোগণই সমাগত হইয়া চরণ সেবা করিতেছে ॥ ৫৯ ॥ আর নাসাপুটের চপলতা প্রকাশ করায় এরূপ বোধ হইয়াছিল যেন নলরাজসমীপে স্বকীয় বেগদর্পই কথনার্থ প্রস্তুত হইতেছে, এবং এই মহোদয় নল স্বয়ং হয়ের আশয় বুঝিতে সক্ষম তবে আমার কথায় ব্যক্ত করণে কি ফল, এই বিবেচনায়, যেন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল ॥ ৬০ ॥ আর রথিক বিশেষ সার্ব্বভৌম নলকে দেশান্তর ভ্রমণ করাইতে ঐ অশ্ব বিনা আর কোন অশ্বেরই সামর্থ্য ছিলনা, যেন এই পবিত্র যশোজন্যই ঐ অদ্বিতীয় সবল তুরঙ্গ ধবল বর্ণে বিরাজিত ছিল, অতএব দন্তাবলির শুভ্রকিরণচ্ছলে যেন কুৎসিত ভাস্করাশ্বগণের সামর্থ্যকে স্বমনোমধ্যে উপহাস করিত ॥ ৬১ ॥ আর নিরন্তর দোদুল্যমান অথচ শুভ্র পুচ্ছ ও কেশরগুচ্ছচ্ছলে যেন চামর-যুগ্ম দ্বারা স্বীয় বাজিরাজতাই বিরাজিতা করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৬২ ॥ আর এরূপ বোধ হইয়াছিল যেন মুখে আসক্ত অতি মনোজ্ঞ সুদীর্ঘ বল্গাচ্ছলে বেগদর্পে হঠাৎ পরাজিত বিনতাতনয়ের সর্প ভক্ষণ

অজস্রভূমিতটকুট্টনোত্থিতৈরুপাস্যমানং চরণেষু রেণুভিঃ।
রয়প্রকর্ষাধ্যয়নার্থমাগতৈর্জনস্য চেতোভিরিবাণিমাঙ্কিতৈঃ ॥ ৫৯ ॥
চলাচলপ্রোথতয়া মহীভৃতে স্ববেগদর্পানিব বক্তুমুৎসুকং।
অলং গিরা বেদ কিলায়মাশয়ং স্বয়ং হয়স্যেতি চ মৌনমাস্থিতং ॥ ৬০ ॥
মহারথস্যাধ্বনি চক্রবর্ত্তিনঃ পরানপেক্ষোদ্বহনাদ্যশঃসিতং।
রদাবদাতাংশুমিষাদনীদৃশাং হসন্তমন্তর্ব্বলমর্ব্বতাং রবেঃ ॥ ৬১ ॥
সিতত্বিষশ্চঞ্চলতামুপেয়ুষো মিষেণ পুচ্ছস্য চ কেশরস্য চ।
স্ফুটং চলচ্চামরযুগ্মচিহ্নৈরনিহ্নুবানং নিজবাজিরাজতাং ॥ ৬২ ॥

রূপ পৌরুষ বিষয়ে প্রতিপক্ষ বীরত্বই প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥ তদনন্তর জিতসকলভূধর অর্থাৎ। পরাজিতসকলপর্ব্বত। অথচ অনল্পলোচন (সহস্রনেত্র) ত্রিদিবেন্দ্র যেরূপ সিন্ধুজ অর্থাৎ জলধিজাত চন্দ্রসহোদর উচ্চৈঃশ্রবায় আরোহণ করেন, সেইরূপ জিতসকলভূধর অর্থাৎ পরাজিতসকলভূপাল অথচ অনল্পলোচন অর্থাৎ সুদীর্ঘনয়ন ক্ষিতীন্দ্র নলও সিন্ধুজ অর্থাৎ সিন্ধুদেশজাত অথচ চন্দ্রসহোদর অর্থাৎ শুক্লতায় চন্দ্রতুল্য উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় ঐ হয়ে সমারোহণ করিলেন ॥ ৬৪ ॥ অনন্তর দিনকর-কর-নিকর যেরূপ দিনকরের অনুগমন করে অশ্ববারগণ সেইরূপ নলরাজের অনুসরণ করিয়াছিল ॥ ৬৫ ॥ পরে অশ্বারোহণযোগ্য অতিমনোজ্ঞ বেশধারণে প্রিয়-দর্শন সেই নল মহারয় হয় অর্থাৎ অতি বেগবান্ অশ্ব অলঙ্কৃত করত প্রমোদ বশতঃ নিস্পন্দিতনয়ন নগরবাসিজনগণ কর্ত্তৃক সাদরে অবলোকিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ অনন্তর ক্ষণদাপতিপ্রভ অর্থাৎ চন্দ্রবন্মনোরম অথচ পুরন্দরসদৃশপরাক্রম সেই নল প্রভঞ্জনপ্রার্থনীয়বেগ ঐ বাজী দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে জনদৃষ্টিবৃষ্টির সহিত পুরের বহির্ভূত হইলেন ॥ ৬৭ ॥ নলরাজা নগর হইতে বহির্গত হইলে পর সৈন্যগণের ক্রীড়াযুদ্ধ উক্ত

অপি দ্বিজিহ্বাভ্যবহারপৌরুষে মুখান্মুষক্তায়তবল্গুবল্গয়া।
উপেয়িবাংসং প্রতিমল্লতাং রয়স্মরে জিতস্য প্রসভং গরুত্মতঃ ॥ ৬৩ ॥
স সিন্ধুজং শীতমহঃসহোদরং হরন্তমুচ্চৈঃশ্রবসঃ শ্রিয়ং হয়ং।
জিতাখিলক্ষ্মাভৃদনল্পলোচনস্তমারুরোহ ক্ষিতিপাকশাসনঃ ॥ ৬৪ ॥
নিজাময়ূখাইব তীক্ষ্ণদীধিতিং স্ফুটারবিন্দাঙ্কিতপাণিপল্লবং।
তমশ্ববারা জবনাশ্বযায়িনং প্রকাশরূপা মনুজেশমন্বয়ুঃ ॥ ৬৫ ॥
চলন্নলঙ্কৃত্য মহারয়ং হয়ং সবাহবাহোচিতবেশপেশলঃ।
প্রমোদনিস্পন্দতরাক্ষিপক্ষ্মভির্ব্যলোকি লোকৈর্নগরালয়ৈর্নলঃ ॥ ৬৬ ॥
ক্ষণাদথৈষঃ ক্ষণদাপতিপ্রভঃ প্রভঞ্জনাধেয়জবেন বাজিনা।
সহৈব তাভির্জনদৃষ্টিবৃষ্টিভির্বহিঃ পুরোঽভূৎ পুরুহূতপৌরুষঃ ॥ ৬৭ ॥

হইতেছে। নগরের বহির্গমনানন্তর শ্রেণীদ্বয়বিভক্ত অশ্বারোহী সৈন্যগণ, কেহ বা মৎপ্রক্ষিপ্ত অস্ত্র গ্রহণ কর, কেহ বা কৈ আমাকে প্রহার কর, এইরূপ বাক্‌বিন্যাস করত তথা পরস্পর শল্যপল্লব উত্তোলন পুরঃসর ভূপালের অগ্রে অগ্রে গমন করত কৌতুক হেতু ব্যঙ্গযুদ্ধ বিস্তার করিয়াছিল ॥ ৬৮ ॥ আমাদিগের প্রয়াণ নিমিত্ত এই ধরা কিয়ৎ পদ হইবেন তবে সুতরাং অম্ভোধিও স্থল হউন এইরূপ ভাবনা করিয়াই যেন বেগবিষয়ে জাতরঙ্গ সেই সকল তুরঙ্গ অর্ণবরোধসম্ভব রজোরাশি সমুত্থিত করিয়াছিল ॥ ৬৯ ॥ অশ্বগণ স্বভাবতই একবার ঊর্দ্ধ্বদেশ আক্রমণ করিয়া পরক্ষণেই পুনর্নিবৃত্ত হয়, অতএব এইরূপ ভাব ভঙ্গিভাবেই উক্ত হইতেছে। হরিপদবাচ্য স্বয়ং ভগবান্‌তো একপদ দ্বারা আকাশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তবে আমরাও ত হরি-নামে প্রথিত তবে আমরা চতুশ্চরণ দ্বারা এ আকাশ আক্রমণ করিলে আর কি পৌরুষ প্রকাশ হইবে, বরং লজ্জারই সম্ভাবনা, এই ভাবনা করিয়াই যেন নভোমার্গে কৃতবিক্রম সেই সকল তুরঙ্গমগণ নমিতা-নন হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ৭০ ॥ নলীয় সৈনিকাশ্বগণের মণ্ডলাকার গমন উক্ত হইতেছে। সিন্ধুদেশজাত অশ্বারোহী সৈনিকগণ নগরো-পান্তে ভ্রমণভূমি পাইয়া বৃদ্ধবচনে শ্রদ্ধাহেতু বহুবার তুরঙ্গমদিগ-কেও মণ্ডলাকার গতি করাইছিল, কেননা সিন্ধুদেশবাসীরা স্বভা-

---

ততঃ প্রতীচ্ছ প্রহরেতি ভাষিণী পরস্পরোল্লাসিতশল্যপল্লবে।
মৃষা মৃধং সাদিবলে কুতূহলান্নলস্য নাসীরগতে বিতেনতুঃ ॥ ৬৮ ॥
প্রয়াতুমস্মাকমিয়ং কিয়ৎপদং ধরা তদম্ভোধিরপি স্থলায়তাং।
ইতীব বাহৈর্নিজবেগদর্পিতৈঃ পয়োধিরোধক্ষমমুদ্ধতং রজঃ ॥ ৬৯ ॥
হরের্যদক্রামি পদৈককেন খং পদৈশ্চতুর্ভিঃ ক্রমণেঽপি তস্য নঃ।
ত্রপা হরীণামিতি নানিতাননৈর্ন্যবর্ত্তি তৈরর্দ্ধনভঃকৃতক্রমৈঃ ॥ ৭০ ॥

বতঃ বুদ্ধভক্ত অতএব বিহারদেশ পাইয়া স্বর্গার্থিজনের প্রদক্ষিণ কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধাগমপ্রতিপাদিত বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া মণ্ডলী করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥ প্রকারান্তরে উক্তার্থ পুনরুক্ত হইতেছে। নল-রাজার শত্রুপক্ষীয় রাজগণ নলভয়ে দিগন্ত পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়াছে এবং তদীয় অবধিশূন্য যশোরাশিও নিরবধি নীরধিকে গোষ্পদ জ্ঞান করিয়াছে, তবে পিষ্টপেষণবৎ লঙ্ঘিত লঙ্ঘন লঙ্ঘন করাই বিধেয়। এইরূপ চিন্তা করিয়াই যেন ধারাগতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মণ্ডলাকার গতি করত শোভায় তুরঙ্গগণ রঙ্গভাবে স্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিল ॥ ৭২ ॥ অনন্তর হুসিংহ নল নিজ আতপত্রের তলস্থলে চারু-তুরঙ্গ দ্বারা যে ভ্রমী অর্থাৎ মণ্ডলাকার গমন করাইয়াছিলেন, কৌতকী গন্ধবহ অহরহ বাত্যাময় কুটিলগতি বিধান করিয়া ভূমিতে অদ্যাপিও কি শিক্ষা করে না, অবশ্যই শিক্ষা নিমিত্ত তাদৃশী ভ্রমী করিয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥ অনন্তর কেলিকানন প্রবেশ। কমলাপতি নারা-য়ণ যেরূপ শয়নেচ্ছায় প্রবালরাগরঞ্জিত অর্থাৎ বিদ্রুমরাগশোভিত তথা ঘনচ্ছায় অর্থাৎ জলধরকান্তিবৎ কান্তিবিশিষ্ট জলনিধিতে প্র-বেশ করেন, সেই প্রসিদ্ধ ধরিত্রীধর নলও সেইরূপ ধৃতীচ্ছা বশতঃ ঝটিতি প্রবালরাগরঞ্জিত অর্থাৎ নবপল্লবরাগশোভিত অথচ ঘন-

---

চমূচরাস্তস্য নৃপস্য সাদিনো জিনোক্তিষু শ্রাদ্ধতয়ৈব সৈন্ধবাঃ।
বিহারদেশং তমবাপ্য মণ্ডলীমকারয়ন্ ভূরিতুরঙ্গমানপি ॥ ৭১ ॥
দ্বিষদ্ভিরেবাস্য বিলঙ্ঘিতা দিশো যশোভিরেবাব্ধিরকারি গোষ্পদং।
ইতীব ধারামবধীর্য্য মণ্ডলীক্রিয়াশ্রিয়ামণ্ডি তুরঙ্গমৈঃ স্থলী ॥ ৭২ ॥
অচীকর চারুহয়েন যা ভ্রমীর্নিজাতপত্রস্য তলস্থলে নলঃ।
মরুৎ কিমদ্যাপি নতাসু শিক্ষতে বিতত্য বাত্যাময় চক্রচক্রমাম্ ॥ ৭৩ ॥

চ্ছায় অর্থাৎ নিবিড়ছায়াবিশিষ্ট বিলাসকাননে প্রবেশ করিলেন॥ ৭৪॥ ক্রমে নরবর নয়নপথের অগোচর হইলেন এবং প্রবলস্পৃহানুরোধে পুরবাসিগণের অনুযায়ি বন্ধুসমাজ সম্বন্ধ দৃষ্টিজাল বনান্ত পর্য্যন্ত যাইয়া সুতরাং নিবৃত্ত হইল॥ ৭৫॥ বনপ্রবেশানন্তর বনপাল অতি মনোজ্ঞ ফলকুসুম হস্তাঙ্গুলি দ্বারা দর্শাইতে লাগিল, ধরাপতিও তৎপ্রতি মনোনিবেশপূর্ব্বক কাননের রমণীয়তা অবলোকন করিতে লাগিলেন॥ ৭৬॥ তপোবনবাসী দূরদর্শী মহর্ষিবৃন্দ বয়োতিপাতো-দ্গতবাতবেপিত অর্থাৎ তরুণদশাপগমজনিত বাতকম্পিত করপুটে সুস্বাদু সুরম্য ফল কুসুম লইয়া অভ্যাগত অতিথিজনের যেরূপ আতিথ্য অভ্যাস করেন, বিলাসবনবাসী দুরদর্শী শাখী সকলও কি ঐ বয়োতিপাতোদ্গতবাতবেপিত অর্থাৎ বিহঙ্গমগমনে উদ্গত-পবনকম্পিত পল্লবরূপ করপুটে সুস্বাদু সুরম্য ফল, কুসুম লইয়া অভ্যাগত নলস্থসিংহের সেইরূপ আতিথ্য ঐ স্থবির ঋষিবর হইতে অভ্যাস করিয়াছিল?॥ ৭৭॥ অনন্তর চন্দ্রশেখরপরিত্যাগজনিত দিগন্তব্যাপি যে অযশঃ প্রফুল্লকুসুমপত্রপংক্তিগত ভ্রমরচ্ছলে সেই অযশোধারি কেতকী কুসুমকে সুতরাং নলরাজা কৌতুকী হইয়াই অবলোকন করিলেন। পুরাকালে ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর

বিবেশ গত্বা সবিলাসকাননং ততঃক্ষণাৎ ক্ষৌণিপতির্ধৃতীচ্ছয়া ।
প্রবালরাগচ্ছুরিতং সুষুপ্সয়া হরির্ঘনচ্ছায়মিবাম্ভসাং নিধিং ॥ ৭৪ ॥
বনান্তপর্য্যন্তমুপেত্য সম্পৃহং ক্রমেণ তস্মিন্নথ তীর্ণদৃক্‌পথে ।
ন্যবর্ত্তি দৃষ্টিপ্রকরৈঃ পুরৌকসামনুব্রজদ্বন্ধুসমাজ বন্ধুভিঃ ॥ ৭৫ ॥
ততঃ প্রসূনে চ ফলে চ মঞ্জুলে স সম্মুখস্থাঙ্গুলিনা জনাধিপঃ ।
নিবেদ্যমানং বনপালপাণিনা ব্যলোকয়ৎ কাননকামনীয়কং ॥ ৭৬ ॥
ফলানি পুষ্পাণি চ পল্লবে করে বয়োঽতিপাতোদ্গতবাতবেপিতে ।
স্থিতৈঃ সমাদায় মহর্ষিবার্দ্ধিকাদ্বনে তদাতিথ্যমশিক্ষি শাখিভিঃ ॥ ৭৭ ॥

বিধাদারম্ভে মিথ্যাভাষিণী কেতকীকে চন্দ্রশেখর পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন, পুরাণে এইরূপ প্রসঙ্গ আছে ॥ ৭৮ ॥ মদনোদ্দীপক কেতকী-কুসুম বিরহিজনের অসহ্য, সুতরাং নলরাজা তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইয়া কেতকীকে কত কি কহিতে লাগিলেন, যেহেতু বিরহিজনের বেদনাদানে একান্ত চতুর সেই মদন তোমাকেই কর্ণিশর নামে বেধনাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে নির্দ্দয়ে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, সেই হেতু মন্মথদেহদাহী মহাদেবও তোমাকে নিন্দা করেন, কেননা পূজাকালীন তোমাকে কখনই স্বীকার করেন না, তা কেনই বা নিন্দা না করিবেন, যিনি যাহার দেহদাহক হন তাহার অস্ত্র দেখিলেও অবশ্যই নিন্দা করিয়া থাকেন, আর তোমাকে কর্ণিশর স্বরূপই বা বলি কেন যেহেতু তুমি কণ্টকজালে একান্তই কটু, কর্ণিশরাস্ত্রের পার্শ্বদ্বয়ে এরূপ অবয়বও বিদ্যমান আছে, তথা বেধনানন্তর আকর্ষণেও একান্ত অশক্যতা জন্য বিরহিজনের বিনাশই করিয়া থাক, তা এরূপ ধর্ম্ম কর্ণিশরেও বিদ্যমান, সুতরাং তোমাকে কর্ণিশর স্বরূপই বলিতে হইল ॥ ৭৯ ॥ আর তোমার অগ্ররূপ সহকারিসূচী দ্বারা বিরহিকামিকামিনীর অকীর্ত্তিরূপ কি অসম্ভব বসনই মনোভব সীবন করিয়া থাকে, আর তুমিও করপত্র সদৃশ পত্র দ্বারা বিরহিজনের হৃদয়দারু বিদারণের কারণ হইয়া নিতান্তই দারুণ হইয়া থাক, অর্থাৎ যেমন ইতর জন করাত দ্বারা দারু বিদারণ করে সেইরূপ তোমার পত্র দ্বারা কামও বিরহিহৃদয় বিদারণ

বিনিদ্রপত্রালিগতালিকৈতবাম্ গাঙ্কচূড়ামণিবর্জ্জনার্জ্জিতং।
দধানমাশাসু চরিষ্ণু দুর্যশঃ স কৌতুকী তত্র দদর্শ কেতকং ॥ ৭৮ ॥
বিয়োগভাজাং হৃদি কণ্টকৈঃ কটুর্নিধীয়সে কর্ণিশরঃ স্মরেণ যৎ।
ততো দুরাকর্ষতয়া তদন্তকৃদ্বিগীয়সে মন্মথদেহদাহিনা ॥ ৭৯ ॥

করিয়া থাকে ॥ ৮০ ॥ পুষ্পধন্বা মদন ধনুর্ম্মধুস্বিন্নকর হইয়াও অর্থাৎ পুষ্পরূপ ধনুর্নিঃসৃত মকরন্দে স্বেদযুক্তহস্ত হইয়াও তোমার কুসুমাভ্যন্তরপরাগ দ্বারা ধূলিহস্ত হইয়া দময়ন্তীতে আসক্ত-মানস আমাকে অবাধেই শরায়ত্ত করিতেছে, কেননা অন্য ধন্বীও স্বিন্নহস্ত ধুলিযুক্ত করিয়া শরমোচন করে। যদি তোমার পরাগ না থাকিত তবে স্বেদযুক্তহস্তত্ব হেতুক কাম, শর মোচনে অবশ্যই অসমর্থ হইত, কিম্বা কষ্টসৃষ্টে মোচন করিলেও প্রহারাতিশয় কখনই হইত না ॥ ৮১ ॥ দাড়িমী ফল দর্শন। বনপাল কর্ত্তৃক ফলপুষ্টি সাধন জন্য বৃক্ষতলে ধূপদ্রব্য বিশেষ স্থাপিত ছিল তাহা হইতে ধূমও উদগত হইতেছে এবং বৃক্ষস্থ দাড়িমী ফলও অধোমুখে লম্ব-মান আছে? নরপতি প্রথমে অতিমনোহর ফলদর্শনেও বিকল হইয়া কল্পনা করিলেন ভীমতনয়ার স্তনতুঙ্গতা প্রাপ্তি নিমিত্তই কি কলসসদৃশ ফল সকল অধোমুখে ধূপপান করত উৎকট তপস্যা করিতেছে? তা কেনইবা তপস্যা না করিবে, কেননা অন্য তপস্বীও উচ্চপদ প্রাপ্তি নিমিত্ত অধোমুখে ধূমপান করত উৎকট তপস্যা করিয়া থাকে, তবে সুতরাং ইহারাও প্রিয়ার কুচোচ্চতা রূপ উচ্চ-পদ প্রাপ্তি জন্যই এরূপ তপস্যায় ব্রতী হইয়াছে ॥ ৮২ ॥ অনন্তর দাড়িমী বৃক্ষ দর্শন। পরন্তু বিয়োগী নল কণ্টকিনী দাড়িমীকেও বিয়ো-

---

স্বদগ্রসূচ্যা যদি যেন কামিনোর্মনোভবঃ সীব্যতি দুর্যশঃপটৌ।
স্ফুটঞ্চ পত্রৈঃ করপত্রমূর্ত্তিভির্বিয়োগি হৃদ্দারুণি দারুণায়সে ॥ ৮০ ॥
ধনুর্ম্মধুস্বিন্নকরোঽপি ভীমজা পরং পরাগৈস্তবধূলি হস্তয়ন্।
প্রসূনধন্বা শরসাৎকরোতি মামিতি ক্রুধা ক্রুশ্যত তেন কেতকং ॥ ৮১ ॥
বিদর্ভসুভ্রূস্তনতুঙ্গতাপ্তয়ে ঘটানিবা পশ্যদলং তপস্যতঃ।
ফলানি ধূমস্য ধয়ানধোমুখান্ স দাড়িমে দোহদধূপিনি দ্রুমে ॥ ৮২ ॥

গিনী অর্থাৎ বিরহিণী অথচ বিশক্কের অর্থ পক্ষী, তাহার যোগ-বিশিষ্টা অর্থাৎ শুকপক্ষীর যোগবিশিষ্টা দেখিলেন, তা কেনই বা বিয়োগিনী না দেখিবেন; কেননা কান্তস্মরণ জন্য স্পষ্টই ত উদিত-কণ্টকা অর্থাৎ জাতলোমাঞ্চা হইয়াছে, বিরহিণী কামিনীরও প্রিয়-স্মরণে সম্ভোদয় হইয়া লোমাঞ্চ হইয়া থাকে এবং ফলরূপ স্তনস্থানে বিদীর্ণ অথচ লৌহিত্যবৎ যে হৃদয় অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থান তাহাতে প্রবেশিত শুকচঞ্চুই মদনের পলাশকুসুমবাণ দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে, অন্য বিরহিণীরও ফলসদৃশ কুচপ্রদেশে বিরহতাপস্ফুটিত অথচ অনুরাগি যে হৃদয় তাহাতে শুকচঞ্চুবৎ কামের পলাশকুসুম বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ফলতঃ নলরাজা স্বয়ং বিরহী হইয়া সকলকেই বিরহী জ্ঞান করিয়াছিলেন ॥ ৮৩ ॥ নলের পলাশকুসুমবৃন্ত দর্শন উক্ত হইতেছে। রতিপতির অর্দ্ধচন্দ্রবাণসদৃশ, অতএব বিরহহৃদয়-বিদারক, তথা ঐ অতিকৃশবিরহিগণের পলাশন জন্য অর্থাৎ মাংস ভোজন নিমিত্ত পলাশ, এই যৌগিকনামধারি যে পলাশকুসুম তাহাতে সংলগ্ন বৃন্তকে যকৃৎখণ্ডবৎ অবলোকন করিলেন ॥ ৮৪ ॥ পবনদলিত কুসুমিত লতা দর্শন। গন্ধবহচুম্বিতা অর্থাৎ পবন-সংশ্লিষ্টা অতএব দরকম্পিনী অর্থাৎ ঈষচ্চপলা সুতরাং মকরন্দ-শীকরে করম্বিতাঙ্গী অর্থাৎ কুসুমমধুকণায় ধৌতসর্ব্বাঙ্গী এবং স্মিত-শোভিকুট্মলা অর্থাৎ ঈষৎহাস্য তুল্য মুকুলমালায় সুশোভিতা এব-ম্ভূতা নবা অর্থাৎ নবীনা মাধবীলতাকে নরমৃগেন্দ্র নল ভয় ও

বিয়োগিনীমৈক্ষত দাড়িমীমসৌ প্রিয়স্মৃতেঃ স্পষ্টমুদীতকণ্টকাং।
ফলস্তনস্থানবিদীর্ণরাগিহৃদ্বিশচ্ছুকাস্যস্মরকিংশুকাশুগাং ॥ ৮৩ ॥
স্মরার্দ্ধচন্দ্রেষুনিভে ক্রশীয়সাং স্ফুটং পলাশেঽধ্বরন্ধু যাস্পলাশমাৎ।
স বৃন্তমালোকত খণ্ডমন্বিতং বিয়োগিহৃৎখণ্ডিনি কালখণ্ডজং ॥ ৮৪ ॥

আদর উভয়ের সহিত অবলোকন করিলেন, নাই বা করিবেন কেন, কেননা গন্ধবহচুম্বিতা অর্থাৎ অগুরুচন্দনাদিলিপ্তকলেবর-নায়কপীতাধরা অতএব দরকম্পিনী অর্থাৎ ঈষৎ কম্পিতা সুতরাং মকরন্দশীকরে করম্বিতাঙ্গী অর্থাৎ স্বেদকণায় ভূষিতসর্ব্বাঙ্গী এবং স্মিতশোভিকুট্মলা অর্থাৎ ঈষৎ হসনে শোভিতদশনা এবম্ভূতা নবা অর্থাৎ নবীনা অঙ্গনাকে কে না সস্পৃহায় অবলোকন করে, অর্থাৎ সর্ব্বগুণাকরেও করিয়া থাকে॥ ৮৫॥ পরে নররাজ চম্পককলিকাব-লীকে কন্দর্পের প্রজ্বলিত পূজাপ্রদীপবৎ জ্ঞান করিলেন, নাই বা করিবেন কেন উহারা যে অলিকজ্জলচ্ছলে পান্থপতঙ্গহিংসায় সঞ্চিত অযশোরাশিই বিস্তার করিতেছে; অর্থাৎ যেমন প্রাকৃত প্রদীপে পত-ঙ্গহিংসাই ঘটিয়া থাকে নলরাজাও সেইরূপ চম্পককলিকারূপ কাম-পূজাপ্রদীপে পান্থপতঙ্গের অঙ্গদাহন আশঙ্কা করিয়া কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন॥ ৮৬॥ বিরহী নল কুসুমান্তর্গত পরাগে অন্ধ হইয়া কতই বিরাগ প্রকাশ করিলেন, এবং বোধ করিলেন যে ভস্মভূষিত ভবাঙ্গে নির্দ্দয় অনঙ্গ পূর্ব্বকালে যে কুসুমশর নিক্ষেপ করেন বিরহি-দুর্ভাগ্য বশতঃ তদঙ্গভস্ম কি সকলই শরে লগ্ন হইয়াছিল?॥ ৮৭॥ স্থলপদ্মিনী দর্শন। বিরহিঘাতক কোকিলগণ পঞ্চমস্বরে বিরহিগণের দুরবস্থাই যেন প্রস্তাব করিতেছে, আর সকরুণ অর্থাৎ করুণনামক ক্রমসহিত অথচ সদয়, বিলাসকানন ভৃঙ্গহুঙ্কারচ্ছলে যেন তাহাই

নবা লতা গন্ধবহেন চুম্বিতা করম্বিতাঙ্গী মকরন্দশীকরৈঃ।
দৃশা নৃপেণ স্মিতশোভিকুট্মলা দরাদরাভ্যাং দরকম্পিনী পপে॥ ৮৫॥
বিচিন্বতীঃ পান্থপতঙ্গহিংসনৈরপুণ্যকর্ম্মাণ্যলিকজ্জলচ্ছলাৎ।
ব্যলোকয়চ্চম্পককোরকাবলীঃ স শম্বরারের্বলিদীপিকা ইব॥ ৮৬॥
অমন্যতাসৌ কুসুমেষু গর্ভগং পরাগমন্ধংকরণং বিয়োগিনাং।
স্মরেণ মুক্তেষু পুরা পুরারয়ে তদঙ্গভস্মেব শরেষু সঙ্গতং॥ ৮৭॥

শ্রবণ করিতেলাগিল, সুতরাং নলরাজা এইরূপ ঘটনায় পরিতাপিত হইয়া আবার স্থলকমলিনীকে দেখিলেন যেন তৎশ্রবণে অনাস্থায় অর্থাৎ দুঃখিজনের দুঃখ বার্ত্তা শুনিয়া আর কি হইবে এই অভিপ্রায়ে কুসুমকর প্রসারণ করিয়া নিষেধ করিতেছে ॥ ৮৮ ॥ আম্রবৃক্ষ দর্শন। অনন্তর নলরাজা সহকারশাখী নিরীক্ষণ করিয়া বোধ করিলেন যেন ভ্রমণশীল ভ্রমরশ্রেণীর হুংকাররবচ্ছলে রোষপরবশ হইয়া পবনচঞ্চল মুকুল দ্বারা বিরহিজনে তর্জ্জনভয় প্রদানের ইচ্ছা করিতেছে, নাই বা করিবে কেন, কামপরিজনত্ব হেতুক বিরহীর প্রতি আম্রবৃক্ষের কোপ হওনে অসম্ভব কি, অন্য জনও রোষবশে বায়ুপ্রবলতা জন্য চঞ্চলমুকুল-তুল্য অঙ্গুলি দ্বারা অপরাধি জনে তর্জ্জন করিয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥ অনন্তর কোকিলাবলোকন। অরে পান্থ! তুই দিন দিন যৎপরোনাস্তি ক্ষীণ হ, আর মুহুর্ম্মুহুঃ মূর্চ্ছাও লাভ কর, এবং বিয়োগতাপেও তাপিত হ, এইরূপ প্রকারে যেন পান্থকেই অভিশাপ প্রদান করিতেছে এই-রূপ সেই লোহিতনয়ন দ্বিজগণকে অর্থাৎ পিকগণকে পান্থ নল অতি খিদ্যমান হইয়াই অবলোকন করিলেন, নাই বা করিবেন কেন অন্য লোহিতনয়ন দ্বিজগণকে অভিশাপ প্রদান করিতে দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি না খিদ্যমান্ হয় ॥ ৯০ ॥ পশ্চাৎ নাগকেশরমুকুলদর্শন। পান্থ নল অতি ভীত হইয়া অলিমালায় উচ্চশেখর অর্থাৎ দীর্ঘাকার নাগ-কেশরকলিকাকে অধীর নয়নে অবলোকন করিয়া এই মীমাংসা করি-

---

পিকাবনে শৃণ্বতি ভৃঙ্গহুংকৃতৈর্দশামুদঞ্চৎ করুণে বিয়োগিনাং।
অনাস্থয়া সূনকরপ্রসারিণীং দদর্শ দূনঃ স্থলপদ্মিনীং নলঃ ॥ ৮৮ ॥
রসালসালঃ সমদৃশ্যতামুনা স্ফুরদ্দ্বিরেফারবরোষহুংকৃতিঃ।
সমীরলোলৈর্মুকুলৈর্বিয়োগিনে জনায় দিৎসন্নিব তর্জ্জনাভিয়ং ॥ ৮৯ ॥
দিনে দিনে ত্বং তনুরেধিরেধিকং পুনঃ পুনর্ম্মূর্চ্ছ চ তাপমৃচ্ছ চ।
ইতীব পান্থং শপতঃ পিকান্ দ্বিজান্ সখেদমৈক্ষিষ্ট সলোহিতেক্ষণান্ ॥ ৯০ ॥

লেন ইহা আর কিছুই নয় কেবল বিয়োগি জনের বিপত্তি নিমিত্তই ধূমকেতু উদিত হইয়াছে, অন্য ধূমকেতুও শুভ্র ও শ্যামলাগ্রভাগ হইয়া লোকবিনাশ নিমিত্তই উদিত হয়, অথচ ধূমকেতুকে বহ্নি বোধ করিলেন ॥ ৯১ ॥ অনন্তর পতনশীল প্রফুল্ল নাগকেশর দর্শন। নাগকেশরকুসুম, সংলগ্নভ্রমরাবলিভরে শ্লথবৃন্ত হইয়া ভ্রমিভঙ্গিভাবে পতিত হইতেছে, সুতরাং পরাগরাশিও চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, এইরূপ দেখিয়া বিরহিনল তর্ক করিলেন মদনের নারাচনামক অস্ত্র-ঘর্ষণে শাণপাষাণ হইতে জ্বলৎস্ফুলিঙ্গই চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত হই-তেছে ॥ ৯২ ॥ অনন্তর নলশরীরের সৌগন্ধ হেতুক পুষ্প পরিত্যাগ করিয়াও ভ্রমরগণের তাহাতেই পতন। স্বাভাবিক বা গন্ধদ্রব্য যোগে সুগন্ধশালি নলাঙ্গকে উদ্দেশ করিয়া অর্থাৎ অভিলাষ করিয়া অথচ লক্ষ্য করিয়া কুসুম হইতে অর্থাৎ পুষ্পসকাশ হইতে অথচ কুসুমরূপ কামধনুর্হইতে পতনোন্মুখী অর্থাৎ পতনশীলা গুণগ্রাহিকা অর্থাৎ সৌরভ্যগ্রাহিকা অথচ ধনুর্জ্যাসঙ্গিনী এবম্ভূতা শিলীমুখালী অর্থাৎ ভ্রমরশ্রেণী অথচ বাণশ্রেণীকে শব্দায়মানা দেখিয়া অনঙ্গ আত্মধনু-র্হইতে অসম্যগ্নিঃসৃত বাণভ্রমে লজ্জিত হইলেন যেন ; বাণ সুচারু নিঃসৃত না হইলে অবশ্যই শব্দ হইয়া থাকে আর লক্ষ্যেরও অপ্রতি-কার হেতুক ধানুষ্কের অনৈপুণ্য প্রকাশ হয়, সুতরাং বাণক্ষেপ্তার লজ্জারই সম্ভব ॥ ৯৩ ॥ অনন্তর নলরাজা বাতচালিত পল্লবের কণ্টকা-

---

অলিস্রজা কুট্মলমুচ্চশেখরং নিপায় চাম্পেয়মধারিয়া দৃশা।
স ধূমকেতুং বিপদে বিয়োগিনামুদীতমাতঙ্কিতবানশঙ্কত ॥ ৯১ ॥
গলৎপরাগং ভ্রমিভঙ্গিভিঃ পতৎ প্রসক্তভৃঙ্গাবলিনাগকেশরং।
স মারনারাচনিঘর্ষণস্খলজ্জ্বলৎকণং শাণমিব ব্যলোকয়ৎ ॥ ৯২ ॥
তদঙ্গমুদ্দিশ্য সুগন্ধিপাতুকাঃ শিলীমুখালীঃ কুসুমাদ্গুণস্পৃশঃ।
স্বচাপদুর্নির্গতমার্গণভ্রমাৎ স্মরঃ স্বনন্তীরবলোক্য লজ্জিতঃ ॥ ৯৩ ॥

ঘাতি তথা সঞ্চরণশীল চন্দনসারসৌরভি অতএব বারনারীকুচতুল্য এইরূপ পক্ক বিল্বফলদর্শনে হৃদয়ে শল্যবিদ্ধবৎ বোধ করিলেন ॥ ৯৪ ॥ তিনি পাটলিবৃক্ষের স্তবককে যুবকযুবতীর চিত্তে নিমজ্জনোচিত কুসুম-সমূহে পূর্ণগর্ত্ত দেখিয়া ভয়ে বিমূঢবুদ্ধি হওত উহাকে মদনের ইষুধি অর্থাৎ বাণস্থাপনাধার নিশ্চয় করিয়া কম্পিতকলেবর হইলেন ॥৯৫॥ আবার তমিস্রপক্ষে শশিকলাকলাপ কবলিত করিয়াই যেন উদ্গীরণ করিতেছে এই ভাবিয়া বিরহতাপিত নল কেলিবনে কলিকাশোভিত শ্যামলকান্তি বকবৃক্ষকে রাহুগ্রহ বলিয়াই গণ্য করিলেন ॥ ৯৬ ॥ অনন্তর নভস্বান্ অর্থাৎ বায়ু প্রথমে হঠাৎ পাণ্ডুবর্ণচ্ছদ অর্থাৎ পত্ররূপ বস্ত্র অপসারণ করিয়া লতায় গমন করত কুসুমে কেলি আরম্ভ করিল, নলরাজা তদ্দর্শনে অমনি নিমীলিতনয়ন হইলেন, কিন্তু কেনইবা না হইবেন, কেননা নভস্বান্ অর্থাৎ প্রশস্তবয়স্ক নায়ক প্রথমে হঠাৎ পাণ্ডুবর্ণ ছদ অর্থাৎ বস্ত্র অপসারণ করিয়া লতায় অর্থাৎ কামিনীতে গমন করত কুসুমেষুকেলি অর্থাৎ কামক্রীড়া আরম্ভ করিলে কোন্ সাধু জন অমনি নিমীলিতনয়ন না হয় অবশ্যই হইয়া থাকে ॥৯৭॥ অনন্তর ফলভরনম্র দ্রুমদর্শন। ভূরুহগণ প্রথমে অতিদুরূহ বিঘ্নোত্তীর্ণ হওত যে ধাত্রীর উৎসঙ্গ তলে অর্থাৎ উপরিভাগে অথচ ক্রোড়দেশে

মরুল্ললৎ পল্লবকণ্টকৈঃ ক্ষতং সমুচ্চরচ্চন্দনসারসৌরভং।
স বারনারীকুচসঞ্চিতোপমং দদর্শ মালূর ফলং পচেলিমং ॥ ৯৪ ॥
যুবদ্বয়ীচিত্তনিমজ্জনোচিতপ্রসূনশূন্যেতরগর্ভগহ্বরং।
স্মরেষুধীকৃত্যধিয়া ভিয়ান্ধয়া স পাটলায়াঃ স্তবকং প্রকম্পিতঃ ॥ ৯৫ ॥
মুনিদ্রুমঃ কোরকিতঃ শিতিদ্যুতির্বনেঽমুনা মন্যত সিংহিকাসুতঃ।
তমিস্রপক্ষত্রুটিকূটভক্ষিতং কলাকলাপং কিল বৈধবং বমন্ ॥ ৯৬ ॥
পুরোহটাক্ষিপ্ততুষারপাণ্ডুরচ্ছদাবৃতেবীরুধিবদ্ধবিভ্রমাঃ।
মিলন্নিমীলং সসৃজুর্বিলোকিতা নভস্বতস্তং কুসুমেষুকেলয়ঃ ॥ ৯৭ ॥

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ধাত্রী অর্থাৎ পৃথিবীকে অথচ উপমাতাকে ফলগৌরব হেতুক অর্থাৎ স্বোৎপন্ন ফলভর নিমিত্ত অথচ পুণ্যাতিশয় জন্য অতিমাত্র নম্রীকৃত শিরোদ্বারা অর্থাৎ অগ্রভাগ দ্বারা অথচ মস্তক দ্বারা বন্দনা অর্থাৎ স্পর্শ অথচ নমস্কার করিতেছে, নলরাজা এইরূপ দেখিয়া কেনই বা না প্রীতি লাভ পূর্ব্বক অভিনন্দন করিবেন, কেন না ফলভরনম্র ভুরুহ অবশ্যই অভিনন্দনীয় ॥ ৯৮ ॥ বিয়োগী নল বাসরীয় আলোকেরও কামোদ্দীপকতা অনুভব করিলেন। বনবায়ুযোগে শীতলীকৃতা তথা মকরন্দকণায় সুধীকৃতা তথা কেতকরেণুপুঞ্জে শুভ্রীকৃতা এরূপ দিনতেজঃস্বরূপা কৌমুদীতেও বিরহি নলের প্রীতিলাভ একান্তই অসুলভ হইয়াছিল, কৌমুদীও স্বভাবতঃশীতলা সুধাময়ী অথচ শুভ্রা হইয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥ এক্ষণে বিরহিহন্তা কোকিল প্রবলবিরহতাপিত নলের সেই পূর্ব্ববৎ সাক্ষাৎ অমৃতাংশুবদন অর্থাৎ চন্দ্রানন দর্শনে (কি! বিরহিবদন মলিন হওয়াই উচিত তবে নলরাজাও ত বিরহী তা কেন এ পর্য্যন্তও মলিন হইল না) এই ভাবিয়াই যেন প্রবল রোষে অরুণচক্ষু হওত মুহুর্ম্মুহুঃ কুহুরবচ্ছলে চন্দ্রবৈরিণী কুহু অর্থাৎ অমাবশ্যাকেই আহ্বান করিতে লাগিল ॥ ১০০ ॥ অশোকদ্রুম দর্শন। নলরাজা অশোকতরুর শোকনিবারকত্ব শক্তি জন্যই অর্থযুক্ত নামের আশা করিয়া স্ত্রীশোকার্ত্ত আগত পান্থগণের রক্ষক ও শরণ্য বলিয়াই উহাকে জ্ঞান করিলেন, আর ইহাও স্পষ্ট অনুমান করিলেন যেন

গতা যদুৎসঙ্গতলে বিশালতাং দ্রুমাঃ শিরোভিঃ [illegible]গৌরবেণ তাং।
কথং ন ধাত্রীমতিমাত্রনামিতৈঃ স বন্দমানানভিনন্দতি স্ম তান্ ॥ ৯৮ ॥
নৃপায় তস্মৈ হিমিতং বনানিলৈঃ সুধীকৃতং পুষ্পরসৈরহর্ম্মহঃ।
বিনির্ম্মিতং কেতকরেণুভিঃ সিতং বিয়োগিনেঽদত্ত ন কৌমুদীমুদঃ ॥ ৯৯ ॥
বিয়োগভাজোঽপি নৃপস্য পশ্যতা তদেব সাক্ষাদমৃতাংশুমাননং।
পিকেন রোষারুণচক্ষুষা মুহুঃ কুহূরুতা হূয়ত চন্দ্রবৈরিণী ॥ ১০০ ॥

দয়চ্ছলে তরঙ্গ রূপ কশাঘাতে চঞ্চল উচ্চৈঃশ্রবসহস্র আশ্রয় করিয়াই যেন শোভা পাইতেছে॥ ১০৯॥ আর যে তড়াগ, মলিনঅলিযোগে শ্যামলিতোদরকান্তি শ্বেতপঙ্কজব্রজচ্ছলে কলঙ্ক-সঙ্কুল বহুল সুধাংশুকুল বহন করিয়াই যেন অতিমাত্র শোভা পাইতেছে। ধবল কমলের শুভ্রত্বে চন্দ্রসাম্য আর অলিগণের শ্যামত্বে কলঙ্কসাম্য উক্ত হইল ॥ ১১০ ॥ আর যে জলাশয়, পদ্মিনীগুচ্ছসমূহচ্ছলে বিশিষ্ট রূপে বিষ্ণুবিশিষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, কেননা নারায়ণ জলধি মধ্যেই নিদ্রা যাইয়া থাকেন, পদ্মিনীগুচ্ছসমূহের বিষ্ণুস্বরূপত্ব শব্দশ্লেষে প্রদর্শিত হইতেছে, নারায়ণ কিরূপ গুণসম্পন্ন, তিনি রথাঙ্গভাক্ অর্থাৎ সুদর্শননামচক্রধারী, তথা কমলানুষঙ্গী অর্থাৎ লক্ষ্মীসেবিত, এবং শিলীমুখস্তোমসখ অর্থাৎ বাণপুঞ্জপ্রিয়, তথা মৃণালশেষাহিভুব অর্থাৎ মৃণালতুল্য অনন্তনাগই শয়নস্থান, পদ্মিনীগুচ্ছ--সমূহ ও রথাঙ্গভাক্ অর্থাৎ চক্রবাক্ধারী, তথা কমলানুষঙ্গী অর্থাৎ পদ্ম বা জলসেবিত; এবং শিলীমুখস্তোমসখ অর্থাৎ ভ্রমরপুঞ্জপ্রিয়, তথা মৃণালশেষাহিভুব অর্থাৎ মৃণাল রূপ অনন্তনাগই উৎপত্তিস্থান ॥ ১১১॥ আর যে সরোবর ক্রোড়সেবিনী তরঙ্গশ্রেণীস্বরূপা তরঙ্গিণী অর্থাৎ নদীকে স্বকান্তা বলিয়াই যেন ধারণ করিতেছে, এবং রক্তোৎপলসমূহের ঈষদুত্থিত কলিকাচ্ছলে যেন প্রবালের অঙ্কুরসমূহই বহন বরিতেছে, সমুদ্রে বিদ্রুম বিদ্যমান থাকে, সুতরাং

তটান্তবিশ্রান্ততুরঙ্গমচ্ছটাস্ফুটাম্বুবিম্বোদয়চুম্বনেন যঃ।
বভৌ চলদ্বীচিকশান্তশাতনৈঃ সহস্রমুচ্চৈঃশ্রবসামিব শ্রয়ন ॥ ১০৯ ॥
সিতাম্বুজানাং নিবহস্য যশ্ছলাদ্বভাবলিশ্যামলিতোদরশ্রিয়াং।
তমঃসমচ্ছায়কলঙ্কসঙ্কুলং কুলং সুধাংশোর্বহুলং বহন বহু ॥ ১১০ ॥
রথাঙ্গভাজা কমলানুষঙ্গিণা শিলীমুখস্তোমসখেন শাঙ্গিণা।
সরোজিনীস্তম্বকদম্বকৈতবান্মৃণালশেষাহিভুবাম্বয়ায়ি যঃ ॥ ১১১ ॥

ইহাতেও প্রবালতুল্য রক্তোৎপলকোরক সকল জাজ্জল্যমান রহিয়াছে ॥ ১১২ ॥ আর যে জলাশয় অতিশয়, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কজমণ্ডলচ্ছলে যেন জলনিমগ্ন বিধু ও কালকূটের কান্তিই উদ্গারণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া ধরাধিপের এইরূপ ধারণা হইল, যে পারাবারে শশাঙ্ক কালকূটের উৎপত্তি হয়, অতএব ইহাতেও নিমজ্জিত বিদ্যমান সে উভয়ের কান্তিই নির্গত হইতেছে ॥ ১১৩ ॥ এবং যে জলাশয়ে তরঙ্গবেগচালনে বক্রীভূত শৈবাললতাপরম্পরাই বাড়বানলের প্ররোহি-ধূম স্বরূপ বলিয়াই প্রতীয়মান হয় ॥ ১১৪ ॥ এবং কণ্টকযুতা, তথা আদিত্যলাভে প্রকাম অর্থাৎ অতিশয় আমোদভর অর্থাৎ সৌগন্ধাতিশয়-প্রকাশিনী তথা ধৃতস্ফুটশ্রীগৃহবিগ্রহা অর্থাৎ প্রফুল্ল কমল রূপ শরীরধারিণী, এবম্ভূতা যে সরোবরের সরোজিনী দিবায় সুতরাং অপ্সরোগণের ন্যায় কার্য্য করে, কেননা অপ্সরোগণও প্রকাম অর্থাৎ অতিশয়কামি আদিত্যকে অর্থাৎ অদিতিতনয়কে পাইয়া লোমাঞ্চশরীরে আমোদভর প্রকাশ করিয়া থাকে, অথচ ধৃতস্ফুটশ্রীগৃহবিগ্রহা অর্থাৎ ইহাদিগের শরীর প্রকাশমান্ প্রসিদ্ধ শোভার স্থান বলিয়া ভুবনে প্রসিদ্ধ ॥ ১১৫ ॥ পুনশ্চ যে জলাশয়ের জলমধ্যে কূলস্থ পাদপের প্রতিবিম্ব পবনোদ্ভূত তরঙ্গ দ্বারা চঞ্চল

তরঙ্গিণীরঙ্কজুষঃ সবল্লভস্তরঙ্গলেখা বিভরাম্বভুব যঃ।
দরোদ্গতৈঃ কোকনদৌঘকোরকৈর্ধৃতপ্রবালাঙ্কুরসঞ্চয়শ্চ যঃ ॥ ১১২ ॥
মহীয়সঃ পঙ্কজমণ্ডলস্য যশ্ছলেন গৌরস্য চ মেচকস্য চ।
নলেন মেনে সলিলে নিলীনয়োস্ত্বিষং বিমুঞ্চন্ বিধুকালকূটয়োঃ ॥ ১১৩ ॥
চলীকৃতা যস্য তরঙ্গরিঙ্গণৈররালশৈবাললতাপরম্পরাঃ।
ধ্রুবন্দধুর্বাড়বহব্যবাড়বস্থিতিপ্ররোহত্তমভূমধূমতাং ॥ ১১৪ ॥
প্রকামমাদিত্যমবাপ্য কণ্টকৈঃ করম্বিতামোদভরং বিবৃণ্বতী।
ধৃতস্ফুটশ্রীগৃহবিগ্রহা দিবা সরোজিনী যৎপ্রভবাপ্সরায়িতা ॥ ১১৫ ॥

হওয়ায় বোধ হইয়াছিল, যেন পর্ব্বতপক্ষচ্ছেদিইন্দ্রভয়ে স্বয়ং মৈনাক মহীধরই পক্ষকম্পন করত নিমগ্ন হইয়া লুক্কায়িত আছেন॥ ১১৬॥ অনন্তর জলধিসম্পত্তিবিজয়ি পূর্ব্বোক্ত এবম্ভুত কেলিপল্বলে রমণাভিলাষিণী হংসীর কলনাদে সাদর অথচ অন্তিকচরণশীল তথা বিস্ময়জনক হিরণ্ময় হংসকে নৈষধ অতি সাদরে অবলোকন করিলেন, নাই বা করিবেন কেন, কেননা যোগিজন শরীরসরোবরে রমণেচ্ছু হংসীর অর্থাৎ মায়ার কলনাদ সাদর, অথচ সর্ব্বব্যাপকত্ব হেতুক অন্তিকচরণশীল, তথা বিস্ময়জনক, হিরণ্ময় হংস অর্থাৎ পরমাত্মাকে কি সাদরে অবলোকন করেন না? অবশ্যই করিয়া থাকেন ॥ ১১৭॥ যাহা হউক, নলরাজা হংসকে দেখিয়া এই স্থির করিলেন যেন চঞ্চুপুটচ্ছলে বালাপ্রিয়াবিষয়ে সংজাতদ্বিপত্র, এবং চরণদ্বয়চ্ছলে প্রৌঢ়াপ্রিয়াবিষয়ে সংজাতপল্লব, এবম্ভূত স্মরার্জ্জিত অনুরাগমহীরুহাঙ্কুর ধারণ করিয়াছে ॥ ১১৮॥ হংসদর্শনে হর্ষ। মহীমহেন্দ্র নল প্রিয়াবিয়োগে অতিশয় ব্যাকুল হইলেও একান্ত মনোবিনোদী সেই শকুন্তকে অবলোকন করিয়া ক্ষণকাল কুতূহলাক্রান্তমনা হইয়া অবস্থিতি করিলেন ॥ ১১৯॥ কেনই বা সেরূপ হংস তথায় উপস্থিত হইল আর কেনই বা তদ্দর্শনে বিরহিত্বাবস্থায়ও নলের

যদম্বু পূরপ্রতিবিম্বিতায়তির্ম রুত্তরঙ্গৈস্তরলস্তটদ্রুমঃ।
নিমজ্জ্য মৈনাকমহীভৃতঃ সতস্তাম পক্ষান্ ধুপতঃ স্বপক্ষতাং॥ ১১৬॥

পয়োধিলক্ষ্মীমুষি কেলিপল্বলে রিরংসুহংসীকলনাদসাদরং।
স তত্র চিত্রং বিচরন্তমন্তিকে হিরণ্ময়ং হংসমবোধি নৈষধঃ॥ ১১৭॥

প্রিয়াসু বালাসু রতক্ষমাসু চ দ্বিপত্রিতং পল্লবিতঞ্চ বিভ্রতং।
স্মরার্জ্জিতং রাগমহীরুহাঙ্কুরং মিষেণ চঞ্চ্বোশ্চরণদ্বয়স্য চ॥ ১১৮॥

মহীমহেন্দ্রস্তমবেক্ষ্য স ক্ষণং শকুন্তমেকান্তমনোবিনোদিনং।
প্রিয়াবিয়োগাদ্বিধুরোঽপি নির্ভরং কুতূহলাক্রান্তমনা মনাগভূৎ॥ ১১৯॥

কৌতুক জন্মিয়াছিল ইহার মর্ম্মার্থ এই অবশ্যম্ভাবি শুভাদি বিষয়ে অপ্রতিবন্ধিকা বিধিবাঞ্ছা যে পথে ধাবিতা হয়, জনগণের মনও অবশ হইয়া সেই দিকেই গমন করে, কেননা বাতকুণ্ডলিকা যে মার্গে প্রসারিতা হয় তৃণচয় অবশ্যই সেই দিকেই যাইবে সন্দেহ নাই, এস্থলে দময়ন্তীসহ অবশ্যম্ভাবিপরিণয়ের অনুকূলা যে বিধিবাঞ্ছা তৎপ্রেরিত হংসে নলের যে কৌতুক জন্মাইবে তাহার সন্দেহ কি ॥ ১২০ ॥ অনন্তর সেই বিহঙ্গম এক চরণ অবলম্বন ও ছদ দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করত স্মরতশ্রমে অলস হইয়া পার্শ্বে গ্রীবা স্থাপন পূর্ব্বক সরোবর সমীপে মুহূর্ত্তকাল নিদ্রাগত হইল ॥ ১২১ ॥ পশ্চাৎ ঐ সুপ্ত হংসাবলোকনে নল রাজা বিতর্ক করিতেছেন, আহা এটি কি প্রবালদণ্ডশোভিত পয়ঃপতির পীতবর্ণ চামর, না এটি মৃণাল-সংযুক্ত কাঞ্চননলিন, কেননা একান্তই তো মলিন দেখিতেছি, তবে কি মদানন দর্শনেই মলিন হইল? এই জন্যই কি লজ্জায় অবনত ভাব প্রকাশ করিতেছে? ॥ ১২২ ॥ অনন্তর হয়পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করায় নল রাজার উপানহমণ্ডিত চরণ তো একান্তই শোভিত হইল, আর এরূপও বোধ হইতে লাগিল যেন ঐ নলচরণ এক বনের অর্থাৎ উপবনের পল্লব সহ অপর বনের অর্থাৎ সলিলের পঙ্কজ সহ বাহু-

---

অবশ্যভব্যেষ্বনবগ্রহগ্রহা যয়া দিশা ধাবতি বেধসঃ স্পৃহা।
তৃণেন বাত্যেব তয়ানুগম্যতে জনস্য চিত্তেন ভৃশাবশাত্মনা ॥ ১২০ ॥
অথাবলম্ব্য ক্ষণমেকপাদিকাং তদা নিদদ্রাবুপপল্বলং খগঃ।
স তির্য্যগাবর্জ্জিতকন্ধরঃ শিরঃ পিধায় পক্ষেণ রতক্লমালসঃ ॥ ১২১ ॥
সনালমাত্মাননির্জ্জিতপ্রভং হ্রিয়ানতং কাঞ্চনমম্বুজন্ম কিং।
অবুদ্ধ তং বিদ্রুমদণ্ডমণ্ডিতং স পীতমম্ভঃপ্রভুচামরঞ্চ কিং ॥ ১২২ ॥

যুদ্ধ মানসেই বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক প্রস্তুত হইতেছে ॥ ১২৩ ॥ এক্ষণে নল রাজা ছল করিয়া বামনদেববিড়ম্বিনী বামনী তনু স্বীকার পূর্ব্বক মৌনাবলম্বনশীল পদে অর্থাৎ নিঃশব্দ চরণে পার্শ্বগত হইয়া পাণি দ্বারা ঐ পতঙ্গকে ধারণ করিলেন, কেননা পূর্ব্বকালে বামনদেবও বলিচ্ছলন কপট দ্বারা বামনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তৎক্ষণোৎপন্ন চরণে পার্শ্বস্থ হওত করকমলে পতঙ্গ অর্থাৎ সূর্য্যস্পর্শ করিয়াছিলেন ॥ ১২৪ ॥ অনন্তর ঐ কলহংস স্বীয়াত্মাকে নলায়ত্ত জানিয়া বারম্বার উৎপ্লবার্থ যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু উড্ডয়নে একান্তাসক্ত হইয়া নিরোধকারীর করদ্বয়ই কেবল দংশন করিয়াছিল ॥ ১২৫ ॥ উক্ত হংসটী নল কর্ত্তৃক ধৃত হইবা মাত্র অনুচর মরালমণ্ডলী তটস্থে উড্ডীন হওয়ায় জলাশয়ের জল কম্পমান হইয়া কমলবন আন্দোলিত হইয়া উঠিল, সুতরাং তৎকালীন বোধ হইয়াছিল যেন সরোবর স্বয়ং সসম্ভ্রমে উড্ডীন মরালকুলে আকুল হইয়া উৎকতা নিমিত্ত অর্থাৎ উদ্গতজলত্ব নিমিত্ত অথচ উৎসুকতা নিমিত্ত ও অনুকম্প্রতা অর্থাৎ চঞ্চলতা অথচ দয়ালুতা প্রাপ্ত হইয়া তরঙ্গতরল কমলকরে হংস ধারণে নলকে যেন নিষেধ করিয়া উঠিল ॥ ১২৬ ॥ তদনন্তর কলহংসমণ্ডলী আকুল হইয়া কূলে কলরব করিয়া উঠিল, তাহাতে

কৃতাবরোহস্য হয়াদুপানহৌ ততঃ পদে রেজতুরস্য বিভ্রতী।
তয়োঃ প্রবালৈর্ব্বনয়োস্তথাম্বুজৈর্ন্নি যোদ্ধুকামে কিমুবদ্ধবর্ম্মণী ॥ ১২৩ ॥
বিধায় মূর্ত্তিং কপটেন বামনীং স্বয়ং বলিধ্বংসিবিড়ম্বিনীময়ং।
উপেতপার্শ্বশ্চরণেন মৌনিনা নৃপঃ পতঙ্গং তমধত্ত পাণিনা ॥ ১২৪ ॥
তদাত্তমাত্মানমবেত্য সংভ্রমাৎ পুনঃ পুনঃ প্রায়সদুৎপ্লবায় সঃ।
গতো বিরুত্যোড্ডয়নে নিরাশতাং করৌ নিরোদ্ধুর্দশতিস্ম কেবলং ॥ ১২৫ ॥
সসম্ভ্রমোৎপাতিপতৎকুলাকুলং সরঃ প্রপদ্যোৎকতয়ানুকম্প্রতাং।
তমূর্ম্মিলোলৈঃপতগগ্রহান্নৃপং ন্যবারয়দ্বারিরুহৈঃ করৈরিব ॥ ১২৬ ॥

বোধ হইতে লাগিল যেন সকাতরা লক্ষ্মী ঐ রম্য সরোবরকে মনোহর বিহঙ্গমে বঞ্চিত দেখিয়া চরণাম্বুজলগ্নমঞ্জু মঞ্জীরধ্বনি করত উদ্বেগে দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন ॥ ১২৭ ॥ এবং কতিপয় মরাল বিমানগ হইয়া রব করায় বোধ হইতে লাগিল যেন নলের প্রতি অভিমান করিয়া এই বলিয়া ভৎর্সনা করিতেছে, যে হে ধরাবল্লভ! অনপরাধেও অবাধে প্রাণিবধে সংকল্প করিতেছ, আর তুমি যে মেদিনীর পতি তিনি কি ইহাতে তোমার প্রতি আমোদিনী হবেন? তা যাহাই বা হউক, তিনি বসুধা হইলেও অর্থাৎ নানারত্নধারিণী হইলেও আর কদাপি বাসযোগ্যা নন্, এই রূপে নানা তিরস্কার করত ক্ষিতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিমান করিয়াই যেন বিমান অবলম্বন করিয়াছিল ॥ ১২৮ ॥ তদনন্তর নল রাজা অপূর্ব্বরূপ দেখিয়া ভূয়োভূয়ঃ হংসকে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন আমি পক্ষিজাতির এরূপ সুবর্ণ পক্ষের মাধুরী তো কখনই নয়নে দেখি নাই, কিন্তু ইহা শুনিয়া নলের করপঞ্জরবদ্ধ সেই প্রসিদ্ধ মানসৌক হংস জনাধিনাথ নলকে ছল করিয়া কতই কহিতে লাগিল ॥ ১২৯ ॥ হে বিপক্ষ! কতিপয় হেমময় বিপক্ষ লক্ষ্য করিয়া তৃষ্ণায় তরল তদন্তঃকরণে ধিক্, মহারাজ! এই কিয়ৎ পরিমাণ সুবর্ণপক্ষে আপনার কি কমলোদয় অর্থাৎ লক্ষ্মীর উদয় হইবে? কেননা তুষারশীকরে অর্থাৎ হিমকণায় জলধির

পতত্রিণা তদ্রুচিরেণ বঞ্চিতং শ্রিয়ঃ প্রয়াস্ত্যাঃ প্রবিহায় পল্বলং।
চলৎপদাম্ভোরুহনূপুরোপমা চুকূজ কূলে কলহংসমণ্ডলী ॥ ১২৭ ॥
ন বাসযোগ্যা বসুধেয়মীদৃশস্ত্বমঙ্গ যস্যাঃ পতিরুজ্ঝিতস্থিতিঃ।
ইতি প্রহায় ক্ষিতিমাশ্রিতা নভঃ খগাস্তমাচুক্রুশুরারবৈঃ খলু ॥ ১২৮ ॥
ন জাতরূপচ্ছদজাতরূপতা দ্বিজস্য দৃষ্টেয়মিতি স্তুবন্ মুহুঃ।
অবাদি তেনাথ স মানসৌকসা জনাধিনাথঃ করপঞ্জরস্পৃশা ॥ ১২৯ ॥

কি কিছুই কমলোদয় অর্থাৎ জলোদয় হয়? কখনই নয়, আপনি সসাগরা ধরার অধিপতি হইয়া এরূপ কুপ্রবৃত্তি ধারণ করা অনুচিত ॥ ১৩০ ॥ হে প্রজানাথ! আমাকে বধ করিলে কেবল প্রাণিবধ করাই হইবে এরূপ ভাবিবেন না, কেননা পুণ্যশ্লোক ভবদ্দর্শনে মদীয় অন্তরাত্মার এমনই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তপোবনতুল্য এ বিলাসবনে রাজর্ষি নল বিদ্যমান থাকিতে জীবহিংসার সম্ভব নাই, অতএব সুতরাং বিশ্বস্তবধ জন্য মহাপাতকের অধিকারী হইতে হইবে সন্দেহ নাই, কেননা ধর্ম্মধন মুনিগণ বিশ্বাসভাজন রিপুজনের বধকেও অতিশয় নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য করেন ॥১৩১॥ রণকুশল যোদ্ধা স্থানে স্থানে তো বহু বিদ্যমান আছে, মহারাজ! সেই সকল বীর পুরুষে কি এ হিংসারস পূর্ণ করিতে পারিলেন না? আমি স্বভাবতঃ দীন দয়ার পাত্র পতত্রজাতি আমাতেই কি এ বিক্রম কর্ত্তব্য হইল? অতএব আর অধিক কি বলিব, আপনার একুবিক্রমে ধিক্ ॥ ১৩২ ॥ ঋষির ন্যায় ভুবারিরুহের ফল মূল দ্বারাই কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করি, তা পৃথ্বীপতির এরূপ জীবের প্রতিই কি দণ্ডধারী হওয়া উচিত হইতেছে? আর ইহাতে কি মেদিনী আপনার প্রতি আমোদিনী হয়েন লজ্জিতা হইবেন না? ॥ ১৩৩ ॥ হংস এইরূপ পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ রস-

ধিগস্তু তৃষ্ণাতরলং ভবন্মনঃ সমীক্ষ্য পক্ষান্মমহেমজন্মনঃ।
তবার্ণবস্যেব তুষারশীকরৈর্ভবেদমীভিঃ কমলোদয়ঃ কিয়ান্ ॥ ১৩০ ॥
ন কেবলং প্রাণিবধো বধো মম ত্বদীক্ষণাদ্বিশ্বসিতান্তরাত্মনঃ।
বিগর্হিতং ধর্ম্মধনৈর্নিবর্হণং বিশিষ্য বিশ্বাসজুষাং দ্বিষামপি ॥ ১৩১ ॥
পদে পদে সন্তি ভটারণোদ্ভটা ন তেষু হিংসারসএষ পূর্য্যতে।
ধিগীদৃশন্তে নৃপতে কুবিক্রমং কৃপাশ্রয়ে যঃ কৃপণে পতত্রিণি ॥ ১৩২ ॥
ফলেন মূলেন চ বারিভূরুহাং মুনেরিবেত্থং মম যস্য বৃত্তয়ঃ।
ত্বয়াদ্য তস্মিন্নপি দণ্ডধারিণা কথং ন পত্যা ধরণী হ্রিণীয়তে ॥ ১৩৩ ॥

ময় বাঙ্ময় বিন্যাস করিয়া নরেন্দ্রকে ক্রমশঃ আশ্চর্য্য লজ্জা ও দয়ায় দীক্ষিত করিয়া পশ্চাৎ দয়াসমুদ্র নলহৃদয়ে কারুণ্যরসতরঙ্গিণীরূপ বাণী প্রবেশ করাইল, অর্থাৎ করুণারসব্যঞ্জক বাক্য কহিয়া নল-হৃদয়কে সদয় করিয়া তুলিল ॥ ১৩৪ ॥ হায় কি দুর্ঘটনা! প্রাপ্তিদুরূহ ভূবারিরুহের ফলমূলজীবিনী জননীর তো আর সুতান্তর নাই, আমিই যে একমাত্র তনয়, কেবল এই নিবন্ধন ক্লেশ তাহাও নয়, হায় হায়! তিনি যে একান্তই জরাতুরা, কি কষ্ট! আবার সেই পতি-প্রাণা প্রণয়িনী তো কখনই প্রিয়ান্তরাভিলাষিণী নয়, তবে সুতরাং এ দুর্গতিভাজন অভাজনই সেই উভয় দুঃখিনীর জীবনধন। হা অকরুণ নির্ব্বিবেক হত বিধে! এরূপ দুঃখিনীজীবন জনে যাতনা প্রদান করায় কি করুণাও তোমায় অনুরোধ করিলেন না? ॥ ১৩৫ ॥ আর কৃপালু বন্ধুগণ গলদশ্রু লোচনে মুহূর্ত্তকাল মাত্র ভবনিন্দায় অসম্ভব বিলাপ করত অবশ্যই আবার নিবৃত্তিও অবলম্বন করিবে, কিন্তু হে জননি! এ অপার সন্তানশোকসাগর কেবল তোমার পক্ষে একান্ত দুরুত্তর হইয়াই রহিল সন্দেহ নাই ॥ ১৩৬ ॥ প্রিয়ে! দীর্ঘকাল অদ-র্শনোৎকণ্ঠায় বাসভূমি হইতে অগ্রসারিণী হইয়া মৎপ্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় প্রতিক্ষণ পথ প্রতীক্ষণ করিতেছ, হা দৈব! আহা প্রিয়ে! তুমি স্বপ্নেও জান না যে, প্রতিকূল দৈব তোমাকে অকুল শোকার্ণবে নিমগ্ন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, যাহাই বা হউক, মৎসহচরগণ

ইতীদৃশৈস্তং বিরচয্য বাঙ্ময়ৈঃ স চিত্রবৈলক্ষ্যকৃপং নৃপং খগঃ।
দয়াসমুদ্রে স তদাশয়েঽতিথীচকার কারুণ্যরসাপগা গিরঃ ॥ ১৩৪ ॥
মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতির্ব্বরটা তপস্বিনী।
গতিস্তয়োরেষ জনস্তমর্দ্দয়ন্নহো বিধে ত্বাং করুণা রুণদ্ধি ন ॥ ১৩৫ ॥
মুহূর্ত্তমাত্রং ভবনিন্দয়া দয়াসখাঃ সখায়ঃ স্রবদশ্রবো মম।
নিবৃত্তিমেষ্যন্তি পরং দুরুত্তরস্ত্বয়ৈব মাতঃ সুতশোকসাগরঃ ॥ ১৩৬ ॥

প্রত্যাগমন করিবেক, তুমি মনের উল্লাসে ইহাদিগকে প্রথম জিজ্ঞাসা করিবে হে বল্লভপ্রিয়গণেরা! আমার প্রিয় কতদূরে আসিতেছেন, আমি যে তাঁহাকে প্রচুর মৃণাল আনিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কি সেই জন্যই মন্থরগমনে বিলম্ব হইতেছে, তুমি পরমাহ্লাদে এই রূপ জিজ্ঞাসিলে, অনন্তর বন্ধুগণেরা কিংকর্ত্তব্য বা কিংবক্তব্য বিমূঢ়-বৎ গলদশ্রু লোচনে কেবল শোকাশ্রুই মোচন করিতে থাকিবে, আহা! তদ্দর্শনে হে প্রিয়ে! সেই অশুভক্ষণ তোমার প্রতি কিরূপ প্রতীয়মান হবে! সুতরাং অনির্ব্বচনীয়ই হইবেক সন্দেহ নাই ॥ ১৩৭ ॥

হায় বিধি! এরূপ কুবিধি কেন হইল? আমার প্রিয়ার শৈত্যমৃদুত্ব-শিল্পি ভবদীয় পাণিপঙ্কজ হইতে (তুমি প্রিয়াবিয়োগী হবে) এরূপ ললাটন্তাপকারী নিষ্ঠুরাক্ষর লিপি কিরূপে নির্গত হইল! ফলতঃ অমল কমলবৎ কোমল করকমল হইতে এরূপ নিষ্ঠুর লিপি নিঃসরণ কখনই উচিত নয়, যদ্যপি অদৃষ্টানুসারে বিধি লিখিয়া থাকেন তথাপি শরীরার্দ্ধংস্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমেত্যাদি স্মৃতিবচ-নানুসারে আমাদের উভয়ের সমান লেখাই উচিত ছিল॥ ১৩৮ ॥

অয়ি মনোরঞ্জনগতিধারিণি! বজ্রপাতসদৃশ আমার এই মর্ম্মভেদি বৃত্তান্ত তুমি অবশ্যই পরিজ্ঞাত হইবে সন্দেহ নাই। তবে হে চপল-লোচনে! অবগতি সময়ে চপললোচনে যে দিক্ অবলোকন করিবে দুর্দ্দশা ভাবিয়া সুতরাং দশ দিকই শূন্য দেখিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৩৯ ॥

মদর্থসন্দেশমৃণালমন্থরঃ প্রিয়ঃ কিয়দ্দূর ইতি ত্বয়োদিতে।
বিলোকয়ন্ত্যা রুদতোঽথ পক্ষিণঃ প্রিয়ে স কীদৃক্ ভবিতা তব ক্ষণঃ ॥ ১৩৭ ॥
কথং বিধাতর্ম্ময়ি পাণিপঙ্কজাত্তব প্রিয়াশৈত্যমৃদুত্বশিল্পিনঃ।
বিযোক্ষ্যসে বল্লভয়েতি নির্গতা লিপির্ল্ললাটন্তপনিষ্ঠুরাক্ষরা ॥ ১৩৮ ॥
অয়ি স্বয়ং দৈর্ঘ্যরশনিক্ষতোপমং মমাদ্যবৃত্তান্তমিমং বতোদিতা।
মুখানি লোলাক্ষি দিশামসংশয়ং দশাপি শূন্যানি বিলোকয়িষ্যসি ॥ ১৩৯ ॥

মদ্বিয়োগশোকে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার আর বাধা কি আছে, সুতরাং তুমিও বিদীর্ণ হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিবে, তবে নির্দ্দয় দৈব আমাকে একবার হত করিয়াও বিরত হইলেন না। হা কষ্ট! হত হইয়াও পুনরায় হত হইলাম, কেননা সেই সকল আহারীয়াহরণাসমর্থ প্রাণসম শাবকচয়ের অপচয় তো নিশ্চয়ই হইল, মদভাবে তুমিই রক্ষণাবেক্ষণ করিতে তা তোমার অভাবে সেই অচিরোৎপন্ন শিশুগণ যে পরাসু হইবে তাহার আর সন্দেহ কি আছে ॥ ১৪০ ॥ প্রিয়ামরণ নিশ্চয় করিয়া অপত্যগণের প্রতি বিলাপ। হে পতিপ্রাণে! আমার এবং তোমার এ উভয়ের বিরহে ক্ষুধায় আকুল সেই নিরাশ্রয় শিশুকুল কুলায়কূলেই বিলুণ্ঠিত হইবে, কি নিদারুণ ক্লেশ! আমার বহু মনোরথসাধনে চিরলব্ধ ধনের কি অচিরেই নিধন হইল? হায়! তাহারা একান্তইতো অস্ফুটিতনয়ন তাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা তো কোন রূপেই সম্ভবে না ॥ ১৪১ ॥ অপত্যগণের প্রতি বিলাপানন্তর মূর্চ্ছিত মরালের নলাশ্রুসেকে চেতনোদয়। হে অপত্যগণ! আমি ইহাই আপত্তি করি তোমরা আমাদের উভয়ের মরণোত্তর চূঁ চূঁ এই অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত কাহাকে আহ্বান করিবে, আর নিরন্তর কম্পনশীল আননই বা কাহার প্রতি বিধান করিয়া কথা মাত্রেই পরিণত হইবে, অর্থাৎ তোমাদের কথামাত্রই কেবল চরাচরে থাকিল, ফলতঃ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিবে, অপত্যগণের ভাবি মরণ মরণশব্দে প্রয়োগ করিতে অশক্য হেতুক ঐরূপ উক্ত

মমৈব শোকেন বিদীর্ণবক্ষসা ত্বয়াপি চিত্রাঙ্গি বিপদ্যতে যদি।
তদস্মি দৈবেন হতোঽপি হা হতঃ স্ফুটং যতস্তে শিশবঃ পরাসবঃ ॥ ১৪০ ॥
তবাপি হাহা বিরহাৎ ক্ষুধাকুলাঃ কুলায়কূলেষু বিলুঠ্য তেষু তে।
চিরেণ লব্ধা বহুভির্ম্মনোরথৈর্গতাঃ ক্ষণেনাস্ফুটিতেক্ষণা মম ॥ ১৪১ ॥

হইল। এইরূপ নানা বিলাপ করিয়া সেই হংস পরিশেষে মূর্চ্ছাগত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই কারুণ্যোদয়ে গলিত নলনয়নাশ্রুসেকে অমনিই সংজ্ঞালাভ হইল, অন্যজনের মূর্চ্ছাও জলসেকে নিবারণ হয় ॥ ১৪২ ॥ দয়ার উদ্রেক হওয়ায় রাজহস্ত হইতে হংস মুক্ত হইল ইহাই উক্ত হইতেছে। যে নিমিত্ত তোমায় ধারণ করিয়াছিলাম সে মনোহর আশ্চর্য্যরূপ দেখিলাম, অতএব এক্ষণে যথেচ্ছাগমন কর, এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিলাপপরায়ণ সেই হংসকে অবনিপাল নল দীনদয়ালুতায় কাতর হইয়া অমনি পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৪৩ ॥ নলহস্ত হইতে হংস মুক্ত হইবামাত্র অপর মরালগণের আনন্দোদয় উক্ত হইতেছে। চক্রাকার ভ্রমণচ্ছলে সহচর পক্ষিগণ যেন নীরাজনাই করিতে লাগিল, এবং ঐ ধৃতমুক্ত হংসও তাহাদিগের পূর্ব্বপ্রভৃত শোকগলিত নেত্রপয়ঃপ্রবাহকে এক্ষণে আনন্দাশ্রু দ্বারা মিলিত করিল ॥ ১৪৪ ॥ সম্প্রতি কবি স্বীয় জনক জননীর নাম কীর্ত্তন এবং গ্রন্থের উৎকর্ষপ্রকাশ করত সর্গসমাপ্তি কহিতেছেন। কবিরাজরাজির মুকুটালঙ্কারহীরস্বরূপ শ্রীহীর এবং মামল্লদেবী যে জিতেন্দ্রিয়চয় শ্রীহর্ষকে তনয়লাভ করিয়াছিলেন

সুতাঃ কমাহূয় চিরায় চূঙ্কৃতৈর্বিধায় কম্প্রাণি মুখানি কং প্রতি।
কথাসু শিষ্যধ্বমিতি প্রমীল্য সঃ স্রুতস্য সেকাদ্বুবুধে নৃপাশ্রুণঃ ॥ ১৪২ ॥
ইত্থমমুং বিলপন্তমমুঞ্চদ্দীনদয়ালুতয়াবনিপালঃ।
রূপমদর্শি ধৃতোঽসি যদর্থং গচ্ছ যথেচ্ছমথেত্যভিধায় ॥ ১৪৩ ॥
আনন্দজাশ্রুভিরনুস্রিয়মাণমার্গান্
প্রাক্‌শোকনির্গলিতনেত্রপয়ঃপ্রবাহান্।
চক্রে স চক্রনিভচংক্রমণচ্ছলেন
নীরাজনাং জনয়তাং নিজবান্ধবানাং ॥ ১৪৪ ॥

সেই শ্রীহর্ষের চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফল স্বরূপ অথচ শৃঙ্গাররসপ্রাধান্য জন্য অতি মনোহর নৈষধীয় কাব্যের প্রথম সর্গ গত হইল ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং।
তচ্চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফলে শৃঙ্গারভঙ্গ্যা মহা
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽয়মাদির্গতঃ ॥ ১৪৫ ॥

নৃপপরিত্যক্ত হংসের হর্ষাতিশয়। অনন্তর যেরূপ কোন দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জগদীশ্বর পুরুষোত্তম নারায়ণপ্রসাদে মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষসাধন প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্‌মনসগোচর আনন্দ অর্থাৎ নিত্য নিরতিশয় সুখলক্ষণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ প্রস্তাবিত দ্বিজ অর্থাৎ হংস সেই পুরুষোত্তম অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ অথচ জগতের অধীশ্বর নলসমীপ হইতে মুক্তি অর্থাৎ মোচন প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্‌মনসগোচর লোকোত্তর আনন্দ প্রাপ্ত হইল ॥ ১ ॥ পরে ঐ ধৃতমুক্ত হংস লোমাঞ্চিত তনু বহুবার কম্পিত করিয়া নলকরযন্ত্রণায় উন্নতানত পক্ষমূল চঞ্চুপুট দ্বারা একবার পরিষ্কৃত করিল, কেননা পক্ষিজাতি ধৃতমুক্ত হইয়াই গাত্র কম্পনাদি করিয়া থাকে ॥ ২ ॥ তদনন্তর পক্ষমূলের মধ্যদেশ দিয়া জঙ্ঘা ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া ঐ একাঙ্ঘ্রি দ্বারা সত্বরে মস্তক কণ্ডূয়ন করত স্বালয় আশ্রয় করিল ॥ ৩ ॥ তনুকণ্ডুপণ্ডিত ঐ হংস আবার পটুচঞ্চুপুটাগ্রকুট্টন দ্বারা পক্ষসমূহরূপ দুর্গম স্থানে ধারণাশক্য এবং শরীরৈকদেশে বিদ্যমান দংশনশীল কটু কীটগণকে অপনয়ন করিয়াছিল ॥ ৪ ॥ পশ্চাৎ তড়াগনীড়ের অণ্ডজগণ ক্রমে সমাগত হইয়া হংসকে বেষ্টন করিতে লাগিল, অনন্তর নলকরগ্রহণজনিত বিকৃতি দর্শনে অন্তরে শংকিত হইয়া

অধিগত্য জগত্যধীশ্বরাদথ মুক্তিং পুরুষোত্তমাত্ততঃ।
বচসামপি গোচরো ন যঃ স তমানন্দমবিন্দত দ্বিজঃ ॥ ১ ॥
অধুনীত খগঃ স নৈকধা তনুমুৎফুল্লতনূরুহীকৃতাং।
করযন্ত্রণদন্তুরান্তরে ব্যলিখচ্চঞ্চুপুটেন পক্ষতী ॥ ২ ॥
অয়মেকতমেন পক্ষতেরধিমধ্যোর্দ্ধগজঙ্ঘমঙ্ঘ্রিণা।
স্খলনক্ষণএব শিশ্রিয়ে দ্রুতকণ্ডূয়িতমৌলিরালয়ং ॥ ৩ ॥
স গরুদ্বনদুর্গদুর্গ্রহান্ কটুকীটান্ দশতঃ সতঃ কচিৎ।
হৃদে তনুকণ্ডুপণ্ডিতঃ পটুচঞ্চুপুটকোটিকুট্টনৈঃ ॥ ৪ ॥

উচ্চস্বরে অন্তরে উড্ডীন হইল ॥৫॥ পরিশেষে কোকনদপ্রিয় হংস বহু-শৈবলক্ষ্মতাধারি অর্থাৎ নানাশিবসম্বন্ধিচিহ্নধারি বা মঙ্গলসূচকপদ্মমৎস্যাদিরেখাধারি নলরাজার রুদ্রাক্ষরূপ ভ্রমরধারি করে বহুশৈবলক্ষ্মতাধারি অর্থাৎ সমূহশৈবালভূমিত্বধারি সরোবরের রুদ্রাক্ষসদৃশ ভ্রমরধারি কোকনদভ্রমে পুনর্ব্বার উপগত হইল ॥ ৬ ॥ মহীভোজিভুজভজনশীল ঐ কৌতুকভাজন হংস যেন চিরপালিত বিশ্বস্তের ন্যায় নলের অতুল কুতূহল জন্মাইল ॥ ৭ ॥ ইষ্টমানস হংস নৃপমানসকে কৌতুকামৃত তরঙ্গে নিমগ্ন দেখিয়াই যেন কর্ণবিবররূপ কলসাবলম্বন প্রদান করত অর্থাৎ স্ববচনশ্রবণোৎসুক করত কহিয়াছিল, অন্য দয়ালু-ব্যক্তিও জলতরঙ্গে নিমগ্ন জনের অবলম্বনার্থ ঘটযুগল প্রদান করে ॥ ৮ ॥ স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মপারগ রাজর্ষিবর্গও মৃগয়াক্রিয়ায় দোষারোপ করেন না, প্রত্যুত তাঁহারা স্বয়ংই করিয়া থাকেন অতএব হে স্মরসুন্দর! তুমি আমাকে যে পরিত্যাগ করিয়াছ ঐ পরিত্যাগরূপ ধর্ম্ম দয়ার উদয়ে সুতরাং উজ্জ্বল হইয়াই রহিল ॥ ৯ ॥ দুর্ব্বল-স্বকুলভক্ষক মীনগণ, বা স্বকীয়াশ্রয়পাদপপীড়ক খগগণ, বা অনপরাধিতৃণচয়াপচয়শীল মৃগকুল, ইহাদিগের নির্ম্মূল করণ কখনই

অয়মেত্য তড়াগনীড়জৈর্লঘুপর্য্যাব্রিয়তাথ শঙ্কিতৈঃ।
উদডীয়ত বৈকৃতাৎ করগ্রহজাদস্য বিকস্বরস্বরৈঃ ॥ ৫ ॥
বহতো বহুশৈবলক্ষ্মতাং ধৃতরুদ্রাক্ষমধুব্রতং খগঃ।
স নলস্য যযৌ করং পুনঃ সরসঃ কোকনদভ্রমাদিব ॥ ৬ ॥
পতগশ্চিরকালপালনাদতিবিশ্রম্ভমবাপিতো নু সঃ।
অতুলং বিদধে কুতূহলং ভুজমেতস্য ভজন্ মহীভুজঃ ॥ ৭ ॥
নৃপমানসমিষ্টমানসঃ স নিমজ্জৎ কুতুকামৃতোর্ম্মিষু।
অবলম্বিতকর্ণশঙ্কুলীকলসীকং রচয়ন্নবোচত ॥ ৮ ॥
মৃগয়া ন বিগীয়তে নৃপৈরপি ধর্ম্মাগমমর্ম্মপারগৈঃ।
স্মরসুন্দর মাং যদত্যজস্তব ধর্ম্মঃ স দয়োদয়োজ্জ্বলঃ ॥ ৯ ॥

রাজর্ষিগণের অকীর্ত্তিকারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কেননা দুষ্টনিগ্রহই রাজধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ১০॥ মহারাজ! যেমন প্রচণ্ড তপন প্রথমে তরুকুলে আতপসন্তাপ প্রদান করিয়া তদপনয়ন নিমিত্ত পুনর্ব্বার অমৃত বর্ষণ করেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে প্রথমে যে নানা অপ্রিয় কথা কহিয়াছি এক্ষণে কোন প্রিয় কার্য্য করিয়া তদপনয়নের অভিলাষ করিতেছি॥ ১১॥ আপনি সার্ব্বভৌম বটে কিন্তু তথাপিও এই উপস্থিত অযাচিত প্রিয় বিষয় আপনার পরিহার করা উপযুক্ত নয়, আর বিশেষ যেহেতু অনুকূল বিধি হইতেই উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদ্যপিও তিনি নিজ হস্ত দ্বারা না দেন কিন্তু জনান্তরই তাঁহার হস্ত স্বরূপ, শুভাশুভ সকলই দৈব হইতে হয়, অতএব আমি যাহা করিব অগ্রে বিধি তাহার ঘটনা করিয়া রাখিয়াছেন॥ ১২॥ আপনি জগৎপতি আমি পতত্রজাতি, অতএব আপনার প্রত্যুপকার করিতে আমি কি সমর্থ হইব? কখনই নয় তাহা জানি, কিন্তু তথাপি পীড়া অর্থাৎ হায় উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না! এরূপ যাতনা আমাকে সততই প্রেরণা করিতেছে॥ ১৩॥ উপকারকের আত্মোপায়সাধ্য প্রত্যুপকার অচিরেই আচরণ করা উচিত, কিন্তু সেই প্রত্যুপক্রিয়া মহতীই

অবলম্বকুলাশিনো ঝষানিজনীড়দ্রুমপীড়িনঃ খগান্।
অনবদ্যতৃণার্দ্দিনো মৃগান্ মৃগয়াঘায় ন ভূভৃতাং ঘ্নতাং॥ ১০॥
যদবাদিষমপ্রিয়ন্তব প্রিয়মাধায় নুনুৎসুরস্মি তৎ।
কৃতমাতপসংজ্বরং তরোরভিবৃষ্যামৃতমংশুমানিব॥ ১১॥
উপনম্রমযাচিতং হিতং পরিহর্ত্তুং ন তবাপি সাম্প্রতং।
করকল্পজনান্তরাদ্বিধেঃ শুচিতঃ প্রাপি স হি প্রতিগ্রহঃ॥ ১২॥
পতগেন ময়া জগৎপতেরুপকৃত্যৈ তব কিং প্রভূয়তে।
ইতি বেদ্মি নতু ত্যজন্তি মাং তদপি প্রত্যুপকর্ত্তুমর্ত্তয়ঃ॥ ১৩॥

হউক বা অল্পাই হউক এবিষয়ে মহদ্ব্যক্তির কোন বিতর্ক নাই, আমি আত্মশক্তির অনুরূপ প্রত্যুপকার করিলে আপনার অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥ সত্যই আমি তোমার প্রত্যুপকার করিব এইরূপ মৎ-কথিত বাক্য যদি বিচারে সুচারু না হয়, তথাপিও শ্রবণযোগ্য সন্দেহ নাই, কেননা শুকবাক্‌তুল্য এই পক্ষিবচন শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখসাধনে বাধা কি আছে ॥ ১৫ ॥ বিদর্ভভূ যাঁহাকে প্রভু লাভ করিয়া ইন্দ্রপতিকা অমরাবতীকেও উপহাস করে, শত্রুসমূহে সার্থকীকৃতনাম সেই প্রসিদ্ধ ভীমভূপতি জয়যুক্ত হউন ॥ ১৬ ॥ উক্ত ভূপতিকে সত্যবাদী দমন নামে তপোধন একান্ত প্রসন্ন হইয়া ভুবনত্রয়ে ও কালত্রয়ে অনন্যসদৃশগুণোদয়া তনয়া লাভের বর প্রদান করেন ॥ ১৭ ॥ সেই ভীমতনয়া দেহশোভায় যেহেতুক ভুবনত্রয়কামিনীগণের কমনীয়তামদ দমন করত উদিতা হয়েন সেই হেতুক দময়ন্তী এই প্রসিদ্ধ যৌগিক নাম ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ মহারাজ! আপনি সেই গুণসিন্ধু ধরাধিপ ভীম হইতে উৎপন্না দময়ন্তীকে নিশ্চয়ই অপরা লক্ষ্মীরূপা জানিবেন, কেননা প্রসিদ্ধা লক্ষ্মীও মন্দর-

---

অচিরাদুপকর্ত্তুরাচরেদথবাত্মোপয়িকীমুপক্রিয়াং।
পৃথুরিত্থমথাণুরস্তু সা ন বিশেষে বিদুষামিহ গ্রহঃ ॥ ১৪ ॥
ভবিতা ন বিচারচারুচেত্তদপি শ্রব্যমিদং মদীরিতং।
খগবাগিয়মিত্যতোহপি কিং ন মুদস্মাগ্যাতি কীরগীরিব ॥ ১৫ ॥
স জয়ত্যরিসার্থসার্থকীকৃতনামা কিল ভীমভূপতিঃ।
যমবাপ্য বিদর্ভভূ প্রভুং হসতি দ্যামপি শক্রভর্ত্তৃকাং ॥ ১৬ ॥
দমনাদমনাক্ প্রসেদুষস্তনয়াং তথ্যগিরস্তপোধনাৎ।
বরমাপ স দিষ্টপিষ্টপত্রিতয়ানন্যসদৃগ্‌গুণোদয়াং ॥ ১৭ ॥
ভুবনত্রয়সুভ্রুবামসৌ দময়ন্তী কমনীয়তামদং।
উদিয়ায় যতস্তনুশ্রিয়া দময়ন্তীতি ততোহভিধাং দধৌ ॥ ১৮ ॥

ধরাধিপ ও সিন্ধু হইতেই জন্মিয়াছেন, কিন্তু সামান্যসিন্ধুজাতাপেক্ষা গুণসিন্ধুজাতায় গুণাধিক্য আছে সন্দেহ নাই, আর আপনিও তাঁহাকে জানিতে পারিবেন, কেননা অপ্রত্যক্ষতা হইলেও চন্দ্রশেখরের শেখর-লগ্না শশাঙ্ককলা কাহার অবিদিতা আছে? ॥ ১৯ ॥ মহারাজ! পণ্ডিতা সেই দময়ন্তী যে চিকুরজাল উত্তমাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন সুতরাং সে সমস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্টই জানিবেন, অর্থাৎ তাহার তুলনা নাই তবে এক প্রসিদ্ধ বস্তু চমরী-চামর বিদ্যমান আছে, কিন্তু পশুও অর্থাৎ চমরীনামক মৃগও অথচ মূর্খও যে চামর অপুরস্কৃত অর্থাৎ পশ্চাৎকৃত অথচ অপূজিত করিয়াছে তাহার সহিত তুলনা কে অভিলাষ করিবে, পণ্ডিতা যাহাকে মস্তকাভরণ করিয়াছেন মূর্খ কর্ত্তৃক অপূজিত বস্তুর সহিত তাহার সাম্য কে অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ আর মহারাজ! অনুমান হয় যেন মৃগীকুল ক্ষুর কণ্ডূয়নচ্ছল করিয়া দময়ন্তীর সুদীর্ঘলোচনশোভায় পরাজিত অতএব সুতরাং ভয়ে নিমীলিত নিজ নিজ নেত্রের সান্ত্বনাই করিয়া থাকে, কেননা যে যৎ কর্ত্তৃক পরাজিত হয় তাহার ভয়ে তাহার চক্ষুর নিমীলনই হইয়া থাকে, এবং অন্য জনও সেরূপ ভীত জনকে কর দ্বারা সান্ত্বনা করে, ফলতঃ মৃগীনয়নাপেক্ষা ভৈমীনেত্রযুগ অতি রমণীয় সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ আর মহারাজ! দময়ন্তীর লোকযুগ অর্থাৎ পিতৃকুল মাতকুল উভয়, ও লোচনদ্বয়, এবং রমণীনিষ্ঠগুণপরম্পরা, এ সমুদয় শ্রুতি-

---

শ্রিয়মেব পরং ধরাধিপাদ্গুণসিন্ধোরুদিতামবেহি তাং।
ব্যবধাবপি বা বিধোঃ কলাং মৃড়চূড়ানিলয়াং ন বেদকঃ ॥ ১৯ ॥

চিকুরপ্রকরা জয়ন্তি তে বিদুষী মূর্দ্ধনি সা বিভর্ত্তি যান্।
পশুনাপ্যপুরস্কৃতেন তত্তুলনামিচ্ছতু চামরেণ কঃ ॥ ২০ ॥

স্বদৃশোর্জ্জনয়ন্তি সান্ত্বনাং খুরকণ্ডূয়নকৈতবান্মৃগাঃ।
জিতয়োরুদয়ৎপ্রমীলয়োস্তদখর্ব্বেক্ষণশোভয়া ভয়াৎ ॥ ২১ ॥

গামিতা নিমিত্ত অর্থাৎ লোকযুগপক্ষে জনগণের আকর্ণনতা নিমিত্ত লোচনদ্বয়পক্ষে কর্ণান্তবিশ্রান্ততা নিমিত্ত এবং রমণীগুণপক্ষে সর্ব্বজনের শ্রবণবিষয়তা নিমিত্ত সুতরাং পরস্পর একান্ত শোভা পাইতেছে ॥ ২২ ॥ মহারাজ! দময়ন্তীর অবিলম্ব মনোহর নয়নযুগল দেখিয়া নলিনকে তো অতীব মলিন বোধ হয়, আর হরিণীলোচনের অনুশোচনায় প্রয়োজন নাই, কেননা উক্ত নয়ন মলিনাঞ্জনাঞ্চিত হইলে খঞ্জনকেও কান্তিগর্ব্বে দরিদ্র হইতে হয় ॥ ২৩ ॥ হে ভূপাল! দময়ন্তীর রদনচ্ছদবাদি অধরবিম্ব এই পদটি বিম্বনামক ফল ওষ্ঠাধর-শোভায় অধর অর্থাৎ হীনপ্রভ এই প্রকৃত অর্থই সাধু, নতুবা বিম্ব-ফলবৎ অধর এরূপ অর্থ করিলে একান্তই অনর্থ ঘটিয়া উঠে, কেননা বিম্বফলাপেক্ষা ওষ্ঠাধরের অতীব রক্ততা এবং অধিকন্তু অমৃতবৎ আস্বাদ্যতা তো বিরাজিতাই আছে ॥ ২৪ ॥ মহারাজ! অদূরদর্শি লোকেরাই চন্দ্রে কলঙ্কারোপ করেন, কিন্তু আমি অনুমান করি বিধি দময়ন্তীবদন নির্ম্মাণার্থই সুধাকর হইতে সারাংশ হরণ করিয়া থাকিবেন, তাহাতেই চন্দ্রে ঐরূপগম্ভীরখনীলীন-খনীলিমাই অর্থাৎ গভীরগর্ত্তগত আকাশের নীলবর্ণতাই কলঙ্কবৎ লক্ষ্য হয় ॥ ২৫ ॥ হে নরেন্দ্র! ভীমতনয়ানেনের নীরাজনা সাধন শরাবসন্তুশ, তথা

অপি লোকযুগং দৃশাবপি শ্রুতদৃষ্টা রমণীগুণা অপি।
শ্রুতিগামিতয়া দমস্বসুর্ব্যতিভাতে সুতরাং ধরাপতে ॥ ২২ ॥
নলিনং মলিনং বিবৃণ্বতী পৃষতীমস্পৃশতী তদীক্ষণে।
অপি খঞ্জনমঞ্জনাঞ্চিতে বিদধাতে রুচিগর্ব্বদুর্ব্বিধং ॥ ২৩ ॥
অধরং খলু বিম্বনামকং ফলমাভ্যামিতি ভব্যমন্বয়ং।
লভতেঽধরবিম্ব ইত্যদঃ পদমস্যা রদনচ্ছদেঽবদৎ ॥ ২৪ ॥
হৃতসারমিবেন্দুমণ্ডলং দময়ন্তীবদনায় বেধসা।
কৃতমধ্যবিলং বিলোক্যতে ধৃতগম্ভীরখনীখনীলিম ॥ ২৫ ॥

কলঙ্কবৎ গোময়গর্ত্ত, অথচ আলেপনে ধবলীকৃত, এতাদৃশ বিধুকে যে বিধি বিধিবৎ ভ্রমণ করাইতেছেন সে উপযুক্তই বটে, কেননা অতিরমণীয়বস্তুর নীরাজনা বিধিরই যোজনা করা উচিত॥ ২৬॥ মহারাজ! পরমশোভাবিষয়ের পরীক্ষায় দময়ন্তী-বদন-সমীপে রমণীয় নিখিল কমলই স্বয়ং পরাজিত আছে, কেননা অধুনাও কমলগণ সলিলোন্মজ্জন রূপ ভঙ্গলক্ষণ অর্থাৎ পরাজয় চিহ্ন পরিত্যাগে সমর্থ নয়, লোকাচারে জলদিব্যের এইরূপ নিয়ম আছে যে বেগবান্ পুরুষ ধনুর্ম্মুক্ত বাণ আদান পুরঃসর সমাগত হইয়া যদি দিব্যকারীকে জল হইতে উন্মজ্জিত দেখে তবে তাহার পরাজয় হইয়া থাকে, আর যদি জলমগ্ন দেখে তবে তাহার পক্ষেই শুদ্ধি নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব এস্থলে পঙ্কজগণের স্বাভাবিক জলোন্মজ্জন যেন দময়ন্তীবদনসহ পরম শোভার পরীক্ষায় পরাজয় চিহ্নস্বরূপই প্রতীয়মান হইতেছে॥ ২৭॥ আর মহারাজ! দময়ন্তীর ভ্রূযুগল ত্রিভুবনজয়-নিমিত্ত রতি পঞ্চশরের শরাসনস্বরূপই সমুদিত হইয়াছে, এবং তাঁহার তুঙ্গ-নাসিকাও কি মহারাজের প্রতি শরবিমোচনাভিলাষি সেই রতিকামের শরাধার নলস্বরূপ নয়? অবশ্যই ঐ উভয়ের শরাধার নলই নাসারূপে পরিণত হইয়াছে॥ ২৮॥ মহারাজ! দময়ন্তীর ভুজদ্বয় জলদুর্গস্থ মৃণাল জয় করিয়াছে, এবং আপনারও ভুজদ্বয় জলদুর্গস্থ রিপুকুল জয় করিয়াছে, আর দময়ন্তী স্বয়ং করলীলায় অর্থাৎ হস্তবিলাসে

ধৃতলাঞ্ছনগোময়াঞ্চলং বিধুমালেপনপাণ্ডরং বিধিঃ।
ভ্রময়ত্যুচিতং বিদর্ভজাননীরাজনবর্দ্ধমানকং॥ ২৬॥
সুষমাবিষয়ে পরীক্ষণে নিখিলং পদ্মমভাজি তন্মুখাৎ।
অধুনাপি ন ভঙ্গলক্ষণং সলিলোন্মজ্জনমুজ্ঝতি স্ফুটং॥ ২৭॥
ধনুষী রতিপঞ্চবাণয়োরুদিতে বিশ্বজয়ায় তদ্ভ্রুবৌ।
নলিকে ন তদুচ্চনাসিকে ত্বয়ি নালীকবিমুক্তিকাময়োঃ॥ ২৮॥

মিত্রপ্রণয়ি অর্থাৎ সূর্য্যোদয়প্রফুল্ল সরোরুহের শ্রী অর্থাৎ শোভা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আপনিও করলীলায় অর্থাৎ রাজস্বক্রিয়ায় মিত্রপ্রণয়ি অর্থাৎ সুহৃৎসহায় শত্রুসমূহের শ্রী অর্থাৎ সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তবে সুতরাং হে শূরশ্রেষ্ঠ! সেই দময়ন্তীই কেবল আপনার সদৃশী অর্থাৎ যোগ্যা বোধ হইতেছে ॥ ২৯ ॥ ॥ আর মহারাজ! স্বয়ং বিধি রোমরেখাচ্ছল করিয়া ঐ সুলোচনাকে সমানাংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তথাপিও শিশুতা ও তদুত্তর অর্থাৎ শৈশব ও যৌবন এ উভয় নিজাধিপত্য করণাভিলাষে সন্তোষলাভ করিতেছে না, অর্থাৎ ইহারা সীমাবিবাদ কিছুতেই ত্যাগ করিতেছে না, উভয়েরি দময়ন্তীতে একাকিত্বে থাকিতে অভিলাষ, কেননা অন্য কোন উভয় ভূম্যধিকারীও কোন মধ্যস্থ কর্ত্তৃক রেখা দ্বারা কৃতবিভক্ত ভূমিতে বিবাদ করিয়া থাকে, ফলতঃ ইহা দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে বয়ঃ-সন্ধিতে বিদ্যমানা সেই দময়ন্তী একান্তই বিবাহযোগ্যা সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥ আহা মহারাজ! ভীমতনয়ার অগাধকান্তিপ্রবাহময় দেহজলধির লাবণ্যজলে মদন ও যৌবন এ উভয়কে নিতান্ত নিমগ্ন দেখিয়াই যেন কৃপানিধি বিধি কৃপা করিয়া অতি মনোহর পয়োধরচ্ছলে সন্তরণসাধন উভয় কলস সমর্পণ করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ আর মহারাজ! নিজনিমিত্তকারণদণ্ডজনিত কুলালচক্রভ্রমিকারিতা গুণ কি কলসেও বিদ্যমান? কেননা যেহেতুক সেই দময়ন্তীর উচ্চ কুচ-

---

সদৃশী তব শূর সাপরং জলদুর্গস্থমৃণালজিন্ভুজা।
অপি মিত্রজুষাং সরোরুহাং স্পৃহয়ালুঃ করলীলয়া শ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥
বয়সী শিশুতাতদুত্তরে সুদৃশি স্বাভিবিধিং বিধিৎসুনী।
বিধিনাপি ন লোমরেখয়া কৃতসীম্নি প্রবিভজ্য রজ্যতঃ ॥ ৩০ ॥
অপি তদ্বপুষি প্রসর্পতোর্গমিতে কান্তিঝরৈরগাধতাং।
স্মরযৌবনয়োঃ খলু দ্বয়োঃ প্লবকুম্ভৌ ভবতঃ কুচাবুভৌ ॥ ৩১ ॥

রূপ ঐ কলস প্রভাঝর দ্বারা অর্থাৎ কান্তিপ্রবাহ দ্বারা চক্রভ্রমি অর্থাৎ কুলালচক্রভ্রমণ অথচ লোকসমূহভ্রান্তি অর্থাৎ মোহ অথচ কান্তিপ্রবাহে চক্রভ্রমি অর্থাৎ চক্রবাক ভ্রান্তি জন্মাইতেছে, চক্রবাকও প্রবাহে অবস্থিতি করে, শব্দচ্ছলে এই নানা বিতর্ক ॥ ৩২ ॥ আর ভীম-দুহিতার রুচির চিকুরজাল তো শিখিপুচ্ছকে অতি তুচ্ছই বোধ করে, এবং অতিপীনোন্নত নিবিড়কুচশোভায় ইভকুম্ভকেও বিজিত বোধ হয়, নতুবা কেনই শিখী ষণ্মুখসেবায় বা জিতকুম্ভ ঐরাবত জম্ভরিপু অর্থাৎ দেবেন্দ্রসেবায় সদাই কালাতিপাত করে, অন্য কোন ব্যক্তিও পরাজিত হইয়া তৎপ্রতিকারার্থ দেবারাধনে রত হয় ॥ ৩৩ ॥ আর মহারাজ! বিধি কৌতুকী হইয়াই যেন দময়ন্তীর উদর মুষ্টি দ্বারা পরিমাণ করিতেছেন, কেননা হেমকাঞ্চিযুক্ত ত্রিবলি দ্বারা যেন মুষ্টির চতুরঙ্গুলি ধারণ করত উদর অতীব শোভা পাইতেছে ॥ ৩৪ ॥ অথবা মহারাজ! বিধি দময়ন্তীর উদর যেন মুষ্টি দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছেন কেননা চতুরঙ্গুলির মধ্যনির্গত ত্রিবলি তো স্পষ্টই বিরাজিত রহি-য়াছে ॥ ৩৫ ॥ আর মহারাজ! ভীমতনয়ার স্থূল-বর্ত্তুল-নিতম্বনির্ম্মাতা বিধি যেন সূর্য্যের রথ শিল্পনাভ্যাস দ্বারাই এককচক্রচারি মান্মথ-রথ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কেননা পূর্ব্বে বিধি একক-চক্রচারি সূর্য্যরথ নির্ম্মাণ করেন, তদভ্যাস দ্বারা ইদানীও কি দময়ন্তী

কলসে নিজহেতুদণ্ডজঃ কিনু চক্রভ্রমিকারিতাগুণঃ।
স তদুচ্চকুচৌ ভবন্ প্রভাঝরচক্রভ্রমিমাতনোতি যৎ ॥ ৩২ ॥
ভজতেঃখলু ষণ্মুখং শিখী চিকুরৈর্নির্ম্মিতবর্হগর্হণঃ।
অপি জম্ভরিপুং দময়ন্ত্যুর্জিতকুম্ভঃ কুচশোভয়েভরাট্ ॥ ৩৩ ॥
উদরং নতমধ্যপৃষ্ঠতাস্ফুরদঙ্গুষ্ঠপদেন মুষ্টিনা।
চতুরঙ্গুলিমধ্যনির্গতত্রিবলিভ্রাজি কৃতং দময়ন্ত্যুঃ ॥ ৩৪ ॥
উদরং পরিমাতি মুষ্টিনা কুতুকী কোপি দময়ন্ত্যুঃ কিমু।
ধৃতভচ্চতুরঙ্গুলীব যদ্বলিভির্ভাতি স হেমকাঞ্চিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

নি তস্বরূপ তথাবিধ কামরথ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ! সুন্দরী দময়ন্তী বিশাল উরুযুগল দ্বারা কেবল রম্ভানামে কদলীতরুই জয় করিয়াছেন তাহা নয়, কুবেরপুত্র নলকুবরের তপস্যার ফলস্বরূপ-পয়োধরযুতা সেই তরুণী রম্ভাপ্সরীকেও জয় করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ মহারাজ! যে জলজযুগল সূর্য্যোপাসনায় দময়ন্তীপদত্বরূপ পদ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে আবার হংসরবতুল্য শব্দহেতুক আমি অনুমান করি বিধি-বাহনরূপ হংসদম্পতী আসিয়া সেই কমলযুগলকে হংসসহিত করিতেছে অথচ পাদকটকসহিত করিতেছে অর্থাৎ নূপুরসহিত করিতেছে, সূর্য্যসেবায় কমলযুগলের দময়ন্তীপদত্বলাভ, বিধিসেবায় হংসদম্পতীর দময়ন্তীচরণবলয়ত্বলাভ যুক্তিযুক্তই বটে ॥ ৩৮ ॥ আর মহারাজ! কমল বহুজন্মে বহুকাল বহুউগ্রতপস্যা করিয়াই দময়ন্তীপদ নামে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, ফলতঃ এ সাধুজন্ম অনায়াসে লব্ধ হয় নাই, তবে সুতরাং এরূপ সাধুজন্ম প্রাপ্ত হইয়া অতি মনোহর গতি অর্থাৎ গমন অথচ দশা কেননা লাভ করিবে, যেমন অন্য কোন ব্যক্তি পম্পাদি পুণ্য সরসী বা গঙ্গাদি পুণ্য নদী আশ্রয় করত সমাধি অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা নিখিল রজনী যাপন করিয়া উত্তমা গতি অর্থাৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পদ্মও পম্পাদি পুণ্য সরসী বা গঙ্গাদি পুণ্য নদী আশ্রয় করত সমাধি অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা অথচ মুদ্রণ দ্বারা অখিল সর্ব্বরী যাপন

পৃথুবর্ত্তুলতন্নিতম্বকৃন্মিহিরস্যন্দনশিল্পশিক্ষয়া।
বিধিরেককচক্রচারিণং কিমু নির্ম্মিৎসতি মান্মথং রথং ॥ ৩৬ ॥
তরুমূরুযুগেন সুন্দরী কিমু রম্ভাং পরিণাহিনাপরং।
তরুণীমপি জিষ্ণুরেব তাং ধনদাপত্যতপঃফলস্তনীং ॥ ৩৭ ॥
জলজে রবিসেবয়েব যে পদমেতৎ পদতামবাপতুঃ।
ধ্রুবমেত্য রুতঃ সহংসকী কুরুতস্তে বিধিপত্রদম্পতী ॥ ৩৮ ॥

করিয়া সাধু জন্ম গ্রহণানন্তর তদনুযায়ি সদ্গতি কেননা লাভ করিবে ॥ ৩৯ ॥ আর মহারাজ ! যদি বলেন দময়ন্তী এরূপ অলৌকিকসৌন্দর্য্যশালিনী আমি কি রূপে জানিলাম, দেখুন সরোবরাবগাহন নিমিত্ত বহুজনপদে ভ্রমণ করিতে হয়, অতএব বিদ্যমান বা অবিদ্যমানরূপ সংশয়গোচরউদরভূষিতা দময়ন্তীকে নয়নগোচর করায় তাঁহার সৌন্দর্য্যের কিয়দংশ সংক্ষেপে কহিলাম ॥ ৪০ ॥ ফলতঃ স্বর্গীয়যুবতিসমূহাপেক্ষা দময়ন্তীকে অধিক সুন্দরী নিশ্চয় করিয়া পরিশেষে ভাবিলাম বহুমধ্যে উত্তম কোন্ জন এই দময়ন্তীর পতি প্রজাপতির আশয়ে বসতি করিতেছেন, অর্থাৎ প্রজাপতি কোন্ জনকে এই দময়ন্তীর যোগ্য পতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কত স্থানে কতই সুকুমার রাজকুমার দেখিয়া ইনিই অনুরূপ পাত্র এইরূপ নিরূপণ করত সমস্তই সুকুমার তরুণজনে অযোগ্যতাবুদ্ধি রহিত করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে তোমাতেই দময়ন্তীযোগ্যতাবুদ্ধি নিবিষ্ট করিয়াছি, অর্থাৎ তুমিই তাঁহার যোগ্য এই নিশ্চয় করিয়াছি ॥ ৪২ ॥ বিশুদ্ধঈষৎহাস্যযুতা সেই ভীমসুতা বহুকাল অবলোকিতা হইলেও এই পরিদৃশ্যমান আপনার রূপসীমা দ্বারা আমার পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কারের বিশেষরূপে বোধ হওয়ায় অদ্য

শ্রিতপুণ্যসরঃসরিৎ কথং ন সমাধিক্ষপিতাখিলক্লমং।
জলজং গতিমেতুমঞ্জুলাং দময়ন্তীপদনাম্নি জন্মনি ॥ ৩৯ ॥
সরসীঃ পরিশীলিতুং ময়া গমীকর্ম্মীকৃতনৈকনীবৃতা।
অতিথিত্বমনায়ি সা দৃশোঃ সদসৎসংশয়গোচরোদরী ॥ ৪০ ॥
অবধৃত্য দিবোপি যৌবতৈর্ন সহাধীতবতীমিমামহং।
কতমস্তু বিধাতুরাশয়ে পতিরস্যা বসতীত্যচিন্তয়ং ॥ ৪১ ॥
অনুরূপমিমং নিরূপয়ন্নথ সর্ব্বেষ্বপি পূর্ব্বপক্ষতাং।
যুবসু ব্যপনেতুমক্ষমস্ত্বয়ি সিদ্ধান্তধিয়ং ন্যবেশয়ং ॥ ৪২ ॥

তিনি স্মৃতিপথে আরোহণ করিয়াছেন, কেননা সদৃশ বস্তু দর্শন হইলে সদৃশ বস্ত্বন্তরস্মৃতি অবশ্যই হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ এবং হে বীর-শ্রেষ্ঠ! ভীমাত্মজার কামচেষ্টাবিশেষ কেবল তোমাতেই বিশেষরূপে শোভা পায়, কেননা মণিহারাবলির রমণীয়তা কেবল তরুণীস্তন-মণ্ডলেই শোভা পায়, ইতর স্থানে কখনই নয় ॥ ৪৪ ॥ আর মহারাজ! বন্ধ্যাপাদপের পুষ্প যাদৃশ বিফল হয় তদনুরূপ আপনার এই দৃশ্যমান নেত্রনিমেষহারি অপূর্ব্বরূপ সেই দময়ন্তী বিনা একান্তই বিফল, এবং এই অবনী প্রচুরধনা হইলেও বৃথা, আর কূজৎকোকিলা সুবনী অর্থাৎ ক্রীড়া-কানন ইহাতেই বা কি প্রয়োজন? ফলতঃ দময়ন্তী ব্যতিরেকে আপনার রূপ, রাজ্য, বা রম্যকানন প্রভৃতি সকলই অকিঞ্চিৎ-কর, সন্দেহ নাই ॥ ৪৫ ॥ কিন্তু অমরকাম্যমানা সেই ভীমতনয়ার সহিত যোগ আপনি সুলভ জ্ঞান করিবেন না, কেননা অম্বুদাগমে অম্বুদস-স্বৃতা কৌমুদীর সহিত যোগ কি কুমুদ কর্ত্তৃক দুর্লভ নয়? অবশ্য একান্তই দুর্লভ বলিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥ তা যাহাই বা হউক, সেই হেতুক আমি দময়ন্তীসমীপে আপনার স্তব তদনুরূপে করিব যাহাতে সেই দময়ন্তী স্বহৃদয়ে আপনাকে হৃদয়বল্লভ বলিয়া ভাবনা করেন, এবং ভূমীন্দ্রের কথা দূরে থাকুক দেবেন্দ্রও স্বয়ং তাহা অন্যথা করিতে

অনয়া তব রূপসীময়া কৃতসংস্কারবিবোধনস্য মে।
চিরমপ্যবলোকিতাদ্য সা স্মৃতিমারূঢ়বতী শুচিস্মিতা ॥ ৪৩ ॥
ত্বয়ি বীর বিরাজতেপরং দময়ন্তীকিলকিঞ্চিতং কিল।
তরুণীস্তন এব দীপ্যতে মণিহারাবলিরামণীয়কং ॥ ৪৪ ॥
তবরূপমিদং তয়া বিনা বিফলং পুষ্পমিবাবকেশিনঃ।
ইয়মৃদ্ধধনা বৃথাবনী সুবনী সম্প্রবদৎপিকাংপিকা ॥ ৪৫ ॥
অনয়ামরকাম্যমানয়া সহযোগঃ সুলভস্তু ন ত্বয়া।
ঘনসংবৃতয়াম্বুদাগমে কুমুদেনেব নিশাকরত্বিষা ॥ ৪৬ ॥

দর্শনাপেক্ষা মিত্রবচনেই প্রত্যক্ষ বোধ হয়, কারণ সুহৃদ্দ্বারা বা স্বহৃদ্দ্বারা অর্থাৎ মিত্র দ্বারা বা মনঃ দ্বারা অখিল বস্তু অনাবিল অর্থাৎ সমস্ত বস্তু অসন্দিগ্ধ বলিয়া যাহারা জানিয়া থাকে তাহাদিগের লোচনযুগল বদনের অলঙ্কার স্বরূপ, কেননা দূরের কথা দূরে থাকুক উক্ত অক্ষি সমীপস্থ সূক্ষ্মবস্তুরও সাক্ষি অর্থাৎ গ্রাহক হইতে অক্ষম, অর্থাৎ পরমাণ্বাদি নয়নে কখনই লক্ষিত হয় না কিন্তু মিত্র বা মনঃ দ্বারা অবশ্যই জানা যায়, অতএব যদ্যপিও আমি দময়ন্তীকে নয়নে দেখিনাই তথাপিও তুমি মিত্র তোমার বচনই আমার একান্ত বিশ্বাসজনক সন্দেহ নাই ॥ ৫৫ ॥ হে হংস! অপরিমিত মধুস্বরূপা দময়ন্তীকথা বন্দিবদন দ্বারা শ্রাবিতা হওয়ায় আমার মদনানলবোধনে অর্থাৎ কামাগ্নিসন্দীপনে ধায্যা অর্থাৎ বহ্নিসমিন্ধনমন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব সুতরাং অধৈর্য্যধারণে একান্তই নিন্দাভাজন হইতে হইল, অন্য কোন ব্যক্তিও অপরিমিত মধুপান করিয়া পশ্চাৎ সন্তপ্ত হয় ॥ ৫৬ ॥ আমি দময়ন্তীবিরহরূপ অনলের কাষ্ঠ স্বরূপ হওয়ায় সুতরাং রম্য মলয়সমীরণকে মলয়পর্ব্বতীয় অহিমণ্ডলীর বিষফুৎকারময় সম্ভাবনা করিতেছি, কেননা উক্ত সমীরণ একান্তই বিষম অর্থাৎ দুঃসহ অথচ বিষোপম বোধ হইতেছে, যেমন ফুৎকার-সন্ধুক্ষিত-অনলে কাষ্ঠ অতিমাত্রই দগ্ধ হয় তেমনি আমিও সর্পের বিষফুৎকারময় মলয়পবনসন্ধুক্ষিত-বির-

---

অখিলং বিদুষামনাবিলং সুহৃদা চ স্বহৃদা চ পশ্যতাং।
সবিধেঽপি ন সূক্ষ্মসাক্ষিণী বদনালঙ্কৃতিমাত্রমক্ষিণী ॥ ৫৫ ॥

অমিতং মধু তৎকথা মম শ্রবণপ্রাঘুণকীকৃতাজনৈঃ।
মদনানলবোধনেঽভবৎ খগ ধায্যা ধিগধৈর্য্যধারিণঃ ॥ ৫৬ ॥

হানলে অতীব দগ্ধ হইতেছি॥ ৫৭ ॥ আর হে হংস! এই নিশাপতি প্রতিমাসে যে প্রচণ্ড তপনকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সমসূত্রপাত ন্যায়ে উপর্য্যধোভাবে একরাশিতে মিলিত হন সেই সূর্য্যসঙ্গমহেতুক আমার দাহ নিমিত্তই ঐ সুধাকর তীব্রতর ও ধৈর্য্যতস্কর কিরণজাল ধারণ করিয়াছেন, নতুবা সুধাকর স্বয়ং হিমকিরণ হইয়া আমাকে যে দগ্ধ করিতেছেন সে কেবল সূর্য্যসঙ্গমহেতুক তদীয় কিরণ দ্বারা ফলতঃ স্বীয় কিরণ দ্বারা কখনই নয় ॥ ৫৮ ॥ ভাল কন্দর্পবাণ যদি বজ্রই নয় আর কুসুমসংজ্ঞায় প্রথিত হয় তবে বিষলতাজাত তাহার আর কোন সংশয় নাই, কেননা যেহেতুক মদীয় হৃদয়ের অতীব মোহ ও তাপ সততই জন্মাইতেছে, কারণ কুসুমের মোহতাপজনকত্ব কখনই সম্ভবেনা, বরং তাপনিবারকতাই প্রথিতা আছে, তথাপিও যে মোহ তাপ প্রদান করিতেছে ইহাতেই নিশ্চয় করিলাম বিষলতাজাতত্বই ইহার প্রধান কারণ তাহার আর কোন সংশয় নাই, নতুবা এরূপ মোহ তাপ কখনই প্রদান করিত না॥ ৫৯ ॥ অতএব সেই হেতুক অনবধি অর্থাৎ সীমারহিত এই অনঙ্গশরাধি-নীরধিতে অর্থাৎ কামবাণজনিত হৃদয়ব্যথারূপ জলধিতে আমাকে নিমগ্ন দেখিয়া তুমিই তরণির ন্যায় অবলম্বন হও, কেননা অনুমান হয় বিধিই অক-

---

বিষমো মলয়াহিমণ্ডলীবিষফুৎকারময়ো ময়োহিতঃ।
বত কালকলত্রদিগ্ভবঃ পবনস্তদ্বিরহানলৈধসা ॥ ৫৭ ॥
প্রতিমাসমসৌ নিশাপতিঃ খগ সঙ্গচ্ছতি যদ্দিনাধিপং।
কিমু তীব্রতরৈস্ততঃ করৈর্ম্মম দাহায় স ধৈর্য্যতস্করৈঃ ॥ ৫৮ ॥
কুসুমানি যদি স্মরেষবো নতু বজ্রং বিষবল্লিজানি তৎ।
হৃদয়ং যদমূমুহন্নমূর্ম্মম যচ্চাতিতমামতীতপন্ ॥ ৫৯ ॥

স্মাৎ তোমার সান্নিধ্যসংঘটন করিয়া দিয়া থাকিবেন। ৬০ ॥ অথবা পিষ্টবস্তুর পুনঃপেষণবৎ তোমাকে এরূপ প্রেরণ নিষ্প্রয়োজন, কেননা যেহেতুক সাধুজনের পরোপকারিতা স্বভাবতই হইয়া থাকে; কখনই কোন ব্যক্তির প্রেরণা অপেক্ষা করে না, যেরূপ শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়গণ সন্নিকৃষ্ট শব্দাদি রূপ অর্থ অন্যের প্রেরণা অপেক্ষা না করিয়াই প্রত্যক্ষ করে সেইরূপ সাধুজনেরা অপরের প্রেরণা অপেক্ষা না করিয়াও পরের উপকার করিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥ এক্ষণে পথে তোমার মঙ্গল হউক, আর ইষ্টসাধন সমাপনানন্তর ত্বরায় আসিয়া আমার সহিত মিলিত হও, আর দময়ন্তীলাভরূপ আমার অভীষ্ট সাধন সমাপন কর, এবং হে বয়ঃ! সময়ে সময়ে আমার এ অবয়ব স্মরণ করিও ॥ ৬২ ॥ প্রিয় ও সত্যবচনে বৃহস্পতি-তুল্য সেই ভূপতি নল শ্রুতিলগ্ন কলহংসভাষণে বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হংসকে প্রস্থাপিত করত কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উদ্যানমধ্যস্থ ক্রীড়া-গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর সেই হংস দময়ন্তীদর্শনে দিন সফল করণার্থ ঐ দময়ন্তীর অধিষ্ঠান জন্য ভূমণ্ডলের অলঙ্কার-ভূত কুণ্ডিননাম নগরে প্রস্থান করিল ॥ ৬৪ ॥ প্রস্থানানন্তর প্রথমে

তদিহানবধৌ নিমজ্জতো মম কন্দর্পশরাধিনীরধৌ।
ভবপোতইবাবলম্বনং বিধিনাকস্মিকসৃষ্টসন্নিধিঃ ॥ ৬০ ॥
অথবা ভবতঃ প্রবর্ত্তনা ন কথং পিষ্টমিয়ং পিনষ্টি নঃ।
স্বতএব সতাং পরার্থতা গ্রহণানাং হি যথা যথার্থতা ॥ ৬১ ॥
তব বর্ত্মনি বর্ত্ততাং শিবং পুনরস্তু ত্বরিতং সমাগমঃ।
অপি সাধয় সাধয়েপ্সিতং স্মরণীয়াঃ সময়ে বয়ং বয়ঃ ॥ ৬২ ॥
ইতি তং স বিসৃজ্য ধৈর্য্যবান্ পতিঃ সূনৃতবাগ্ বৃহস্পতিঃ।
অবিশদ্বনবেশ্ম বিস্মিতঃ শ্রুতিলগ্নৈঃ কলহংসশংসিতৈঃ ॥ ৬৩ ॥
অথ ভীমসুতাবলোকনৈঃ সফলং কর্ত্তুমহস্তদেব সঃ।
ক্ষিতিমণ্ডলমণ্ডনায়িতং নগরং কুণ্ডিনমণ্ডজো যযৌ ॥ ৬৪ ॥

পথিমধ্যে পথিকজনের প্রার্থনাসিদ্ধিসূচক পুরোবর্ত্তি লোচনগোচর জলপূর্ণ-কলস ঐ কলহংস অবলোকন করিল ॥ ৬৫ ॥ তদনন্তর মার্গাবলোকনেচ্ছায় আকাশে ক্ষণকাল আশ্চর্য্যরসালস গত অর্থাৎ উদ্যানদর্শনজনিত অদ্ভুতরসে মন্দগমন অবলম্বন করত অবনীপালের বিলাসবনে রসালসংগত ফল সকলও অবলোকন করিল ॥ ৬৬ ॥ পশ্চাৎ ঐ পতঙ্গপ্রধান নভোমণ্ডলের করিশাবক তুল্য জলদবেষ্টিত তথা প্রচুরতরহ্রস্বশাখামূলবৃক্ষশোভিত এবং শাখাচ্ছাদিত ব্যাঘ্রপন্নগবিশিষ্ট এবম্ভূত নগ অর্থাৎ পর্ব্বত দর্শন করিল ॥ ৬৭ ॥ তদনন্তর ঐ হংস ক্ষণকাল পক্ষমূল কম্পিত করত তথা ক্ষণৈক উড্ডয়নে দুর্লক্ষ হওত এবং ক্ষণে ক্ষণে বিস্তারিতচ্ছদ নিশ্চল করত অতএব সুতরাং দর্শকজনে অতুল কুতূহল প্রদান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল ॥ ৬৮ ॥ আর ঐ হংস দ্রুতলোকবিলোকিতা শরীরকান্তিধারায় যেন পক্ষসুবর্ণের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা নিমিত্ত নিকষপ্রস্তরসদৃশ নভস্তলে ঘর্ষণ করত অতীব শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ৬৯ ॥ এবং অতি দ্রুতগমনে পক্ষপঙ্ক্তির সাং এই অব্যক্ত শব্দ

প্রথমং পথি লোচনাতিথিং পথিকপ্রার্থিতসিদ্ধিশংসিনং।
কলসং জলসংভৃতং পুরঃ কলহংসঃ কলয়াম্বভূব সঃ ॥ ৬৫
অবলম্ব্য দিদৃক্ষয়াম্বরে ক্ষণমাশ্চর্য্যরসালসং গতং।
স বিলাসবনেঽবনীভৃতঃ ফলমৈক্ষিষ্ট রসালসংগতং ॥ ৬৬ ॥
নভসঃ কলভৈরুপাসিতং জলদৈর্ভূরিতরক্ষুপন্নগং।
স দদর্শ পতঙ্গপুঙ্গবো বিটপচ্ছন্নতরক্ষুপন্নগং ॥ ৬৭ ॥
স যযৌ ধুতপক্ষতিঃ ক্ষণং ক্ষণমূর্দ্ধায়মদুর্বিলক্ষ্যভাবনঃ।
বিততীকৃতনিশ্চলচ্ছদঃ ক্ষণমালোককদত্তকৌতুকঃ ॥ ৬৮ ॥
তনুদীধিতিধারয়া রয়াদ্গতয়া লোকবিলোকনামসৌ।
ছদহেমকষন্নিবালসৎ কষপাষাণনিভে নভস্তলে ॥ ৬৯ ॥

শুনিয়া শ্যেনপক্ষিপতনের শঙ্কা প্রযুক্ত নম্রীভূত অধঃস্থিত অন্য অণ্ডজগণ একলোচন দ্বারা উপরিভাগে ঐ হংসকে অবলোকন করিয়াছিল॥ ৭০॥ আর অবনীতে ঐ হংসের ছায়া অবলোকন করিয়া জনগণ তৎক্ষণাৎ আকাশে বা দিঙ্মণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত গমনশীল হংসকে অবলোকন করিতে অক্ষম হইয়াছিল, কারণ হংস অতিশয়িতবেগে ক্রুতই দৃক্পথ অতিক্রম করিত॥ ৭১॥ আর গমনবেগে অতিপ্রসরণশীলকান্তিধারি হংস পথিমধ্যে বনের উচ্চতরপাদপচারুতা দেখিয়াও কদাচিৎ বিশ্রাম করে নাই, কিম্বা সজাতীয় রুত অর্থাৎ অন্য পক্ষির শব্দ শুনিয়াও কদাচিৎ শব্দ করে নাই, অথচ পক্ষিজাতির গমনসময়ে পথিমধ্যবর্ত্তি উচ্চবৃক্ষে অবস্থান বা সজাতীয় রব শ্রবণে তৎপ্রতিরবকরণ স্বভাবপ্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু হংস বিলম্বভয়ে তদুভয়ই পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহাতে সুতরাং পরোপকারকরণে গাঢ়ানুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে॥৭২॥ অনন্তর ধরাজয়িভীমরাজভুজপালিতা তথা কৈলাসশৈলসদৃশ রাজভবনরাজিতা অতএব অতিমনোজ্ঞা কুণ্ডিননগরী মরালের দৃক্পথগতা হইল॥৭৩॥ আর যে নগরীতে চন্দ্রখণ্ডবৎ ধবল তথা স্ফটিকপ্রস্তরনির্ম্মিতবিগ্রহ ঈদৃশ গৃহ সকল ভূপতি ভীমের প্রতি পৃথিবীর নিরন্তর রতিহাসবৎ অর্থাৎ সুরতকালীন

বিনমদ্ভিরধঃস্থিতৈঃ খগৈর্ঝটিতি শ্যেননিপাতশঙ্কিভিঃ।
স নিরৈক্ষি দৃশৈকয়োপরিস্যন্দনাংকারি পতত্রপঙ্ক্তিঃ॥ ৭০।
দদৃশে ন জনেন যন্নসৌ ভুবি তচ্ছায়মবেক্ষ্য তৎক্ষণাৎ।
দিবি দিক্ষু বিতীর্ণচক্ষুষা পৃথুবেগদ্রুতমুক্তদৃক্পথঃ॥ ৭১॥
ন বনং পথি শিশ্রিয়েঽমুনা কচিদপ্যুচ্চতরদ্রুচারুতং।
ন স গোত্রজমম্ববাদি বা গতিবেগপ্রসরদ্রুচা রুতং॥ ৭২॥
অথ ভীমভুজেন পালিতা নগরী মঞ্জুরসৌ ধরাজিতা।
পতগস্য জগাম দৃক্পথং হরশৈলোপমসৌধরাজিতা॥ ৭৩॥

হাস্যতুল্য শোভা পাইত ॥ ৭৪ ॥ আর যে নগরীতে ভূপসম্বন্ধীয় ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত গৃহসমূহের কান্তিচ্ছলে পুনঃ পুনঃ ক্ষয়োদয়রহিত অন্ধকার যেন ভাস্করভয়ে গৃহপ্রবিষ্ট হওত দিবসেও বাস করিত ॥ ৭৫ ॥ আর যে নগরীর শুক্লোজ্জ্বলমণিনির্ম্মিত অতএব সমীপভূমিপ্রকাশক এবম্ভূত গৃহে যেন রজনীতে একাকিনী পূর্ণিমাতিথি অতিথি হইয়া অর্থাৎ যাচক হইয়া প্রতিপদাদি নিখিল তিথির উপাসনা করিত, অর্থাৎ পূর্ণিমাই যেন সদা সেখানে বিরাজমানা থাকিত ॥৭৬॥ আর যে নগরীতে ক্রীড়াদীর্ঘিকা সুরূপা কামিনীদিগের জলাবগাহনে অর্পিত কুঙ্কুম দ্বারা কষায়িতাশয়া, অর্থাৎ রক্তীকৃতাভ্যন্তরা হইয়া মানবতী নায়িকার ন্যায় সমগ্রসর্ব্বরীতেও প্রসন্না অর্থাৎ স্বচ্ছজলা হইত না, অর্থাৎ যেমন মানিনী নায়িকা নায়কহৃদয়ে স্বরূপসপত্নীকামিনীজন-মজ্জনে অর্পিত কুঙ্কুম দ্বারা কষায়িতাশয়া অর্থাৎ কলুষচিত্তা হইয়া ঐ নায়ক কর্ত্তৃক চরণস্পর্শ পূর্ব্বক কৃত বিবিধানুনয়বিনয়োপায়ে সমস্ত নিশায়ও প্রসন্না হয় না সেইরূপ ক্রীড়াদীর্ঘিকাও প্রসন্না হইত না ॥ ৭৭ ॥ এবং যে নগরী সর্ব্বরীতে ক্ষণৈককালনীরবা এবং প্রাকার-পঙ্ক্তি রূপ যোগপট্টধারিণী হইয়া মণিনির্ম্মিত ভবন রূপ নির্ম্মল ও

দয়িতং প্রতি যত্র সন্ততা রতিহাসা ইব রেজিরে ভুবঃ।
স্ফটিকোপলবিগ্রহা গৃহাঃ শশভৃদ্ভিত্তনিরঙ্কভিত্তয়ঃ ॥ ৭৪ ॥
নৃপনীলমণীগৃহত্বিষামুপধের্যত্র ভয়েন ভাস্বতঃ।
শরণাগুমুবাস বাসরেঽপ্যসদাবৃত্ত্যুদয়ন্তমং তমঃ ॥ ৭৫ ॥
সিতদীপ্রমণিপ্রকল্পিতে যদগারে হসদঙ্কেরোদসি।
নিখিলান্নিশি পূর্ণিমাতিথীনুপতস্থেঽতিথিরেকিকা তিথিঃ ॥ ৭৬ ॥
সুদতীজনমজ্জনার্পিতৈর্ঘুসৃণৈর্যত্র কষায়িতাশয়া।
ন নিশাখিলয়াপি বাপিকা প্রসসাদ গ্রহিলেব মানিনী ॥ ৭৭ ॥

উজ্জ্বল এবং বাক্যাগম্য অথচ অবাহ্য অর্থাৎ প্রাকারমধ্যস্থ জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, কেননা অন্য যোগিনীও রজনীতে নীরবা ও যোগপট্টধারিণী হইয়া নির্ম্মল অর্থাৎ অবিদ্যাদোষরহিত এবং অনির্ব্বচনীয় ও অবাহ্য অর্থাৎ অন্তরস্থিত জ্যোতিঃ অর্থাৎ পরমাত্মাকে দর্শন করে ॥ ৭৮ ॥ আর যে নগরী কোন প্রশস্ত জলাশয় মধ্যে প্রতিবিম্বিত স্বর্গবৎ শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ৭৯ ॥ এবং যে নগরীর প্রাসাদশ্রেণীস্থ চঞ্চল পতাকাঞ্চলরূপ দণ্ডতাড়না বিমানগন্তা ও ভাস্করাশ্বগণের প্রেরয়িতা সূর্য্যসারথিকে প্রেরণা বিষয়ে বিশ্রান্তি বিতরণ করিয়াছিল, অর্থাৎ পতাকাপ্রান্তচাঞ্চল্যকে অরুণপ্রেরণ বোধ করিয়া সূর্য্যাশ্ব অতি দ্রুতগমন করিত, সুতরাং অরুণের প্রেরণাবিষয়ে শ্রমস্বীকার করণের আবশ্যকতা ছিল না ॥ ৮০ ॥ আর অমরালয়াপেক্ষাও অদ্ভুতা যে নগরী পাতাল-পৃথিবী-স্বর্গবাচক জগতের শ্রেষ্ঠাংশস্বরূপ অথচ নিজ নিজ চিহ্নধারি ভুবনত্রয়স্থ ভবনগণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ৮১॥ এবং যে নগরীতে ভূপালভবন ইন্দুমৌলিতা অর্থাৎ অত্যুচ্চতা নিমিত্ত চন্দ্রলগ্নশিখরত্ব অথচ শিবত্ব কেনইবা না প্রাপ্ত হইবে, কেন না যেহেতুক রাজভবনের কণ্ঠদেশ অর্থাৎ শিখরসমীপভাগ জলধর দ্বারা স্পষ্টই নীলীকৃত হইত, তথা অবয়ব অর্থাৎ ভিত্তি-

---

ক্ষণনীরবয়া যয়া নিশি শ্রিতবপ্রাবলিযোগপট্টয়া।
মণিবেশ্মময়ং স্বনির্ম্মলং কিমপি জ্যোতিরবাহ্যমীক্ষ্যতে ॥ ৭৮ ॥
বিললাস জলাশয়োদরে ক্বচন দ্যৌরনুবিম্বিতেব যা।
পরিখাকপটস্ফুটস্ফুরৎপ্রতিবিম্বানবলম্বিতাম্বুনি ॥ ৭৯ ॥
ব্রজতে দিবি যদ্গৃহাবলী চলচেলাঞ্চলদণ্ডতাড়নাঃ।
ব্যতরন্নরুণায় বিশ্রমং স্বজতে হেলিহয়ালিকালনাং ॥ ৮০ ॥
ক্ষিতিগর্ভধরাম্বরালয়ৈস্তলমধ্যোপরিপূরিণাং পৃথক্।
জগতাং খলু যাখিলাদ্ভুতা জনিসারৈর্নিজচিহ্নধারিভিঃ ॥ ৮১ ॥

প্রদেশ অতিশুভ্রলেপ দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত ছিল ॥ ৮২ ॥ আর যে নগরীর প্রাসাদভিত্তিলিখিত পুত্রিকাগণের বদনচন্দ্রগতলাঞ্ছনহরিণ যেন শিখরাধোভাগনির্ম্মিত মৃগেন্দ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৮৩ ॥ আর সেই সত্যবাদী নারদ যে বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন পাতালরূপ স্বর্গপুরী স্বর্গপুরী হইতেও উপরি অর্থাৎ উৎকৃষ্টা অথচ উর্দ্ধ্ববর্ত্তিনী ইহা সত্যই বটে, কিন্তু পশ্চাৎ ভূভূষণস্বরূপা যে নগরী উক্ত পুরীকে অধরা অর্থাৎ অপকৃষ্টা অথচ অধোদেশবর্ত্তিনী করিয়াছে ॥ ৮৪ ॥ এবং যে নগরীর প্রতিহট্টপথে ঘরট্টজাত অর্থাৎ গোধূমাদিপেষণপাষাণজাত যে কলহ তৎসম্ভূত ঘর্ঘরস্বর অধুনাও জলধরকে পরিত্যাগ করিতেছে না, অর্থাৎ পথিকজনেরা শক্তুসৌরভগ্রহণ করিয়া ভোজনলালসায় নগরী পরিত্যাগে সমর্থ হইত না, এবং মদনপরিবার নবজলধরও ভবনগমন নিমিত্ত তাহাদিগকে ত্বরা করিত, সুতরাং এই উপলক্ষে মেঘ ও ঘরট্টের যে কলহ উপস্থিত হয় তাহাতেই ঘর্ঘরস্বর জন্মিয়া ইদানীও জলধরকে পরিত্যাগ করিতেছে না, অর্থাৎ ইহাতে ঐ নগরীর মেঘবদ্গম্ভীরধ্বনিবিশিষ্ট বহুঘরট্টবত্ত্ব প্রকাশিত হইল ॥ ৮৫ ॥ নিবিড়রত্নখচিত কবাটরূপপক্ষবিশিষ্ট কণকনির্ম্মিতপ্রাকাররূপসুমেরু প্রণয়কোপবতী

দধদম্বুদনীলকণ্ঠতাং বহদত্যচ্ছসুরোজ্জ্বলং বপুঃ।
কথমৃচ্ছতু যত্র নাম ন ক্ষিতিভৃন্মন্দিরমিন্দুমৌলিতাং ॥ ৮২ ॥
বহুরূপকশালভঞ্জিকা মুখচন্দ্রেষু কলঙ্করঙ্কবঃ।
যদনেককসৌধকন্ধরা হরিভিঃ কুক্ষিগতীকৃতাইব ॥ ৮৩ ॥
বলিসদ্মদিবং স তথ্যবাগুপরি স্মাহ দিবোঽপি নারদঃ।
অধরাথকৃতা যয়ৈব সা বিপরীতাজনি ভূবিভূষয়া ॥ ৮৪ ॥
প্রতিহট্টপথে ঘরট্টজাৎ পথিকাহ্বানদশক্তুসৌরভৈঃ।
কলহান্ন ঘনান যদুত্থিতাদধুনাপ্যুজ্ঝতি ঘর্ঘরস্বরঃ ॥ ৮৫ ॥

অতএব অঙ্ক হইতে আগতা যে নগরীকে অমরপুরী জ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া প্রসন্নতা করত যেন অবস্থিতি করিয়াছিল, অন্যব্যক্তিও অন্যত্র-গতা মানিনীকে আলিঙ্গন করিয়া অনুনয় বিনয় করত তদনুরোধে সেই স্থানেই অবস্থিতি করে, ইহাতে নগরীর সুমেরুবদত্যুচ্চ সুবর্ণ-প্রাকারবত্ত্ব ও স্বর্গসাম্য ইহাই ব্যক্ত হইল॥ ৮৬॥ আর যে নগরী দিবায় জ্বলৎসূর্য্যকান্তমণিনির্ম্মিত প্রাকারসম্ভূত বহ্নিযোগে পরিবেষ্টন প্রাপ্ত হইয়া বাণরাজার শোণিতপুরের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল, অর্থাৎ বাণপুরী আশুতোষপ্রসাদে চতুর্দ্দিক্‌বহ্নিবেষ্টিতা প্রসিদ্ধা আছে॥ ৮৭॥ এবং যে নগরীর হট্টরূপ অর্ণব সদা অতি গভীর কল-রব করিত, এবং যাহাতে বণিগ্‌গণ বিক্রয়ার্থ শঙ্খপ্রবালমণি-মুক্তাদি আহরণ করিত, এবং যাহাতে কপর্দ্দকগণনায় চঞ্চল নরকর-রূপ কর্কটোৎকর অর্থাৎ কুলীরসমূহ কূলে বিচরণ করিত, আর যাহা-তে কর্পূরসদৃশ শুভ্রবালুকারাশী প্রকাশিত ছিল॥ ৮৮॥ এবং চন্দ্রো-দয়ে মন্দাকিনী যে নগরীর অত্যুচ্চঅট্টালিকাকুট্টিমরচিত চন্দ্রকান্ত-মণির পয়ঃস্রাবে প্রচুরজলা হইয়া পতিব্রতৌচিতী পরিত্যাগ করে নাই, অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ে জলনিধির জলবৃদ্ধি হইয়া থাকে অতএব গঙ্গাও সমুদ্রপত্নী সুতরাং চন্দ্রোদয়ে জলবৃদ্ধিরূপ পতিধর্ম্ম চন্দ্রকান্ত-ক্ষরিতজলেই সম্পন্ন হইত, ইহাতে বোধ হইতেছে মন্দাকিনী চন্দ্র-

---

বরণঃ কণকস্য মানিনীং দিবমঙ্কাদমরাদ্রিরাগতাং।
ঘনরত্নকবাটপক্ষতিঃ পরিরভ্যানুনয়ন্ ন্যবাসযাং॥ ৮৬॥
অমলৈঃ পরিবেশমেত্য যা জ্বলদর্কোপলবপ্রজন্মভিঃ।
উদয়ং নয়মন্তরা রবেরবহদ্বাণপুরীপরার্দ্ধতাং॥ ৮৭॥
বহুকম্বুমণির্ব্বরাটিকাগণনাটৎকরকর্কটোৎকরঃ।
হিমবালুকয়াচ্ছবালুকঃ পটু দধ্বান যদাপণার্ণবঃ॥ ৮৮॥

কান্তমণিনির্ম্মিতকুট্টিমা অট্টালিকার অধোবর্ত্তিনী ছিলেন ॥ ৮৯ ॥ আর যে নগরীতে প্রদোষসময়ে গন্ধদ্রব্যবিক্রয়হট্টে কুঙ্কুমাকীর্ণপথ এরূপ শোভিত হইয়াছিল যেন অস্তগত ভাস্করের স্খলিত নিরবলম্বন কিরণই বিকীর্ণ রহিয়াছে॥ ৯০ ॥ এবং যে নগরীর হট্টে বণিগ্‌জনকর্ত্তৃক বিক্রয়ার্থ বিস্তৃত জগতের সমস্তবস্তুজাত প্রবিষ্টক্রেতৃজন সেইরূপ অবলোকন করিয়াছিল যেরূপ পুরাকালে মার্কণ্ডেয় মুনি বালরূপ হরির উদরে জগতের সমস্ত বস্তু দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ পুরাকালে একার্ণব জগতে ন্যগ্রোধশাখাধিরূঢ় বালকাকৃতি নারায়ণের উদরে প্রবেশ করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি সমস্ত জগৎ নিরীক্ষণ করেন ॥ ৯১ ॥ আর যে নগরীর হট্টে বিক্রেতা কস্তূরীসহ সৌরভলোভনিশ্চল শ্যামল ও শব্দায়মান অলিকুলকে সমতুল করত তুমুল কোলাহলে পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ হইয়াছিল ॥ ৯২ ॥ এবং যে নগরীতে সমস্তবাসরজ্বলনে প্রাপ্তোষ্ণসূর্য্যকান্তমণিনির্ম্মিত সেতুপথ দ্বারা শিশিরের নিশিতে গমনশীল জনগণের চরণ হিমযোগে কদাপিও পীড়িত হইত না ॥ ৯৩ ॥ চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত অতএব সুতরাং সর্ব্বরীতে নিশাকরকিরণসম্পর্কে

যদগারঘটাট্টকুট্টিমস্রবদিন্দূপলতুন্দিলাপয়া।
মুমুচে ন পতিব্রতৌচিতী প্রতিচন্দ্রোদয়মভ্রগঙ্গয়া ॥ ৮৯ ॥
রুচয়োঽস্তমিতস্য ভাস্বতঃ স্খলিতা যত্র নিরালয়াঃ খলু।
অপিসায়মসূর্বিলেপনাপণকশ্মীরজপণ্যবীথয়ঃ ॥ ৯০ ॥
বিততং বণিজাপণেঽখিলং পণিতুং যত্র জনেন বীক্ষ্যতে।
মুনিনেব মৃকণ্ডুসূনুনা জগতাং বস্তুপুরোদরে হরেঃ ॥ ৯১ ॥
সমমেণমদৈর্বণিক্পণে ভ্রমরং সৌরভলোভনিশ্চলং।
পণিতা ন জনারবৈরবৈদপি কস্তূরমলিং মলীমসং ॥ ৯২ ॥
রবিকান্তময়েন সেতুনা সকলাহর্জ্বলনাহিতোষ্মণা।
শিশিরে নিশি গচ্ছতাং পুরা চরণৌ যত্র দুনোতি নো হিমং ॥ ৯৩ ॥

জাত জল দ্বারা নলশীলবৎ শীতল যে নগরীর পথকে গ্রীষ্মসময়েও কলিযুগবদ্দুঃসহ আতপ উত্তপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই॥ ৯৪॥ আর যে নগরী পরিখামণ্ডলচ্ছলে পরাজিত রিপু কর্ত্তৃক বেষ্টনপ্রাপিতা হইয়া অন্য সমস্ত মানবগণের আয়ত্তীকরণের অযোগ্য ছিল অর্থাৎ অজয্যত্বচিহ্নভূত বেষ্টন ছুষ্ট করিয়া রিপুচয় দূর হইতেই নগরীত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইত, কেননা অনন্তদেবভাষিত ভাষ্যবিষয়ে যে ফক্কিকা অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ তাহার ন্যায় অতীব দুর্গ্রাহ্যা, ভাষ্যফক্কিকাও অতীব দুর্গ্রাহ্যা এই নিমিত্ত বোধাশক্তজনকর্ত্তৃক বেষ্টনপ্রাপিতা হইয়া অন্যের অতীব গ্রহণাগোচর বলিয়া প্রসিদ্ধা॥ ৯৫॥ এবং যে নগরীতে অসামান্য লাবণ্যযুতা ভীমদুহিতা রতিবল্লভ মদনের অর্চ্চনা নিমিত্ত রমণীয় কুসুমমালার শোভা স্বয়ংই গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথাৎ কামপূজাপুষ্পমালাস্থানে সেই দময়ন্তীই স্বয়ং অভিষিক্তা ছিলেন, কেননা বদনকরচরণনয়নরূপ গৌররক্তনীলকমল দ্বারা এবং অন্যাবয়বরূপ চম্পককুসুম দ্বারা কমলযোনি বিশেষ জানিয়াই তাঁহাকে রচনা করিয়াছিলেন, কুসুমমালাও নানা কুসুমে রচিতা হয়, ফলতঃ দময়ন্তীর বদনকরচরণাদি রমণীয় কমলসদৃশ এবং অন্যাবয়ব চম্পককুসুমতুল্য ছিল॥৯৬॥ আর নিতম্বকুচভারগৌরবে আকাশ আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে অসমর্থ শতাপ্সরোগণ অবনীতে অবতরণ পূর্ব্বক দময়ন্তী

বিধুদীধিতিজেন যৎপথং পয়সা নৈষধশীলশীতলং।
শশিকান্তময়ং তপাগমে কলিতীব্রস্তপতি স্ম নাতপঃ॥ ৯৪॥
পরিখাবলয়চ্ছলেন যা ন পরেষাং গ্রহণস্য গোচরঃ।
ফণিভাষিতভাষ্যফক্কিকা বিষমা কুণ্ডলনামবাপিতা॥ ৯৫॥
মুখপাণিপদাক্ষিপঙ্কজৈরচিতাঙ্গেষপরেষু চম্পকৈঃ।
স্বয়মাদিত যত্র ভীমজা স্মরপূজাকুসুমস্রজঃ শ্রিয়ং॥ ৯৬॥

সখীজন হইয়া যে নগরীতে অবস্থিতি করিয়াছিল ॥ ৯৭ ॥ এবং যে নগরী স্থিতিশালিসমস্তবর্ণতা অর্থাৎ মর্য্যাদাবিশিষ্ট সমস্ত ব্রাহ্মণাদিত্ব কেনই বা না ধারণ করিবে 'অবশ্যই ধারণ করিবে, অতএব সুতরাং চিত্রময়ী অর্থাৎ আশ্চর্য্যরূপা, কেননা অন্যত্রে ব্রাহ্মণাদিবর্ণ স্ব স্ব মর্য্যাদাবিশিষ্ট নয়, কিন্তু এ নগরীতে সর্ব্ব বর্ণেরই যথাযথ মর্য্যাদাবত্ত্ব নিমিত্ত অতিআশ্চর্য্যরূপত্ব সন্দেহ নাই, অথচ যে নগরী চিত্রময়ী অর্থাৎ আলেখ্যপ্রচুরা সে স্থিতিশালিসমস্তবর্ণতা অর্থাৎ বিদ্যমান সমস্ত শুক্লকৃষ্ণপীতরক্তাদিবর্ণত্ব অবশ্যই ধারণ করিবে, তথা যে নগরী ধৃতানল্পমুখারবা অর্থাৎ যে বহুনরকরিতুরগাদির মুখরব ধারণ করিয়াছে কেনইবা না স্বরভেদ অর্থাৎ ঘর্ঘরাদি নানাশব্দবত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে, অথচ অনল্পমুখের অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখারব অর্থাৎ বেদধ্বনিরূপ ধারণ করিয়াছে-কেনইবা না স্বরভেদ অর্থাৎ উদাত্তাদি স্বরত্রয়বত্ত্ব প্রাপ্ত হইবে, কিম্বা অনল্পমুখ অর্থাৎ বহুমুখ ব্রহ্ম শিব কার্ত্তিকাদি এবং অ, র, ব, অর্থাৎ বিষ্ণু বহ্নি বরুণ ইত্যাদি দেবগণকে ধারণ করিয়াছে কেনইবা না স্বরভেদ অর্থাৎ স্বর্গভেদ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯৮ ॥ আর যে নগরীর মাণিক্যরত্নবিশেষরচিত প্রাসাদপুঞ্জ উদয়াবধি অস্ত পর্য্যন্ত দিনকরকরতাপে পিপাসাকুল হইয়া সর্ব্বরীতে স্বকান্তিযোগে আরক্তা পতাকারূপরসনা দ্বারা যেন সুধাকরকে লেহন করিত, অন্যজনও বাসরে ভাস্করতাপিত হইয়া নিশায় শীতলবস্তু লেহন করিয়া থাকে, ফলতঃ নগরীয় গৃহগণ

জঘনস্তনভারগৌরবাদ্বিয়দালম্ব্য বিহর্ত্তুমক্ষমাঃ।
ধ্রুবমপ্সরসোঽবতীর্য্য যাং শতমধ্যাসত তৎসখীজনঃ ॥ ৯৭ ॥
স্থিতিশালিসমস্তবর্ণতাং ন কথং চিত্রময়ী বিভর্ত্তু যা।
স্বরভেদমুপৈতু যা কথং কলিতানল্পমুখারবা নবা ॥ ৯৮ ॥

অতি রমণীয় ও অত্যুচ্চতর সন্দেহ নাই ॥ ৯৯ ॥ এবং যে নগরীর নির্ম্মলপদ্মরাগমণিনির্ম্মিত রাজমন্দির রবিকিরণে পিপাসু হইয়া রজনীতে আরক্তা পতাকারূপরসনা দ্বারা সুধাকরকে লেহন করিত ॥ ১০০ ॥ আর নিশাকরকলঙ্ক যে নগরীর উপরিগৃহস্থ পীত পতাকায় মিলিত হইয়া মণ্ডলীভূতশেষশায়িপীতবাসের সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছিল, অর্থাৎ কলঙ্কের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি চন্দ্রাবয়বের শেষসাদৃশ্য, কলঙ্কের কৃষ্ণসাদৃশ্য ও পীতপতাকার পীতবস্ত্রসাদৃশ্য এই সাদৃশ্যত্রয়ে অতিরমণীয় হইয়াছিল ॥ ১০১ ॥ আর যে নগরীয় রাজভবনের শ্বেতক্ষৌমপতাকা পবনচালনে বিমানে এরূপ কেলি করিত যে তাহাতে হঠাৎ বোধ হইত যেন বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অর্দ্ধনির্ম্মিতা পশ্চাৎ ব্রহ্মার স্তবস্তুতি নিমিত্ত পরিত্যক্তা তরঙ্গবাহিনী মন্দাকিনীই বিরাজমানা রহিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বকালে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গাগমন ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে স্বয়ং বিশ্বামিত্র কুপিত হওত নবীন স্বর্গাদিসৃষ্টি আরম্ভ করেন, পশ্চাৎ ব্রহ্মার অশ্রান্তশ্রুতিপাঠপবিত্ররসনা হইতে আবির্ভূত ভূরিস্তুতি দ্বারা সুতরাং অর্দ্ধাকৃতা সৃষ্টি পরিত্যাগ করেন, এই পৌরাণিকী বার্ত্তা প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১০২ ॥ এবং যে নগরীর নির্ম্মল-

---

স্বরুচারুণয়া পতাকয়া দিনমর্কেণ সমীযুষোত্সুকঃ।
লিলিহুর্ব্বহুধা সুধাকরং নিশি মাণিক্যময়া যদালয়াঃ ॥ ৯৯ ॥
লিলিহে স্বরুচা পতাকয়া নিশি জিহ্বানিভয়া সুধাকরং।
স্থিতমর্ককরৈঃ পিপাসু যত্ প্রসন্নামলপদ্মরাগজং ॥ ১০০ ॥
অয়ুতদ্যুতিলক্ষ্মপীতয়া মিলিতং যদ্বড়ভীপতাকয়া।
বলয়ায়িতশেষশায়িনঃ সখিতামাদিত পীতবাসসঃ ॥ ১০১ ॥
অশ্রান্তশ্রুতিপাঠপূতরসনাবির্ভূতভূরিস্তবা
জিহ্মব্রহ্মমুখৌঘবিঘ্নিতনবস্বর্গক্রিয়াকেলিনা।
পূর্ব্বং গাধিসুতেন সামিঘটিতা মুক্তা নু মন্দাকিনী
যৎপ্রাসাদদুকূলবল্লিরনিলান্দোলৈরখেলদ্দিবি ॥ ১০২ ॥

তরনীলকান্তমণিনির্ম্মিত গৃহসমূহের কিরণযোগে শ্যামীকৃতা প্রাসাদের শুভ্রপতাকাপঙক্তি সূর্য্যদেবের অঙ্কতলে বাতচপলা বালিকা যমুনার ন্যায় লীলা করিত, কেননা বালা যমুনাও শ্যামা, এবং বাল্যহেতু চঞ্চলা, তথা তপনক্রোড়ভাগে ক্রীড়াশীলা ॥ ১০৩ ॥ আর যে নগরীর লাবণ্যশালিনী বিলাসিনীরা সাক্ষাৎ বিমানগামিনী অপ্সরীর ন্যায় আচরণ করিয়াথাকে, কেননা স্বীয় কেলিসৌধের শিখরবাসিনী ঐ বিলাসিনীরা নিজ নিজ প্রাণেশ্বরের ক্রীড়াগৃহাভিমুখে দ্রুতপ্রয়াণশীল পয়োধরে সানুরাগে আরোহণ করিয়া পথিমধ্যে গমন করত নিমেষমাত্র বিলম্বও প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবশতঃ এবং বিমানসদৃশ মেঘারোহণে নেত্রনিমেষমধ্যে কান্তের কেলিমন্দিরে উপস্থিতির জন্য পথিমধ্যে উহাদিগকে অপ্সরঃসদৃশী বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে ॥১০৪॥ আর দময়ন্তীর নানামণিময় কৃত্রিম কেলিশৈলে মরকতনামমণিনির্ম্মিত শৃঙ্গ হইতে উত্থিত কিরণরূপ তৃণাঙ্কুর দ্বারা যে নগরীর গোগ্রাসপ্রদানরূপ ব্রতজনিত সুকৃত সততই বর্দ্ধিত হইত, অর্থাৎ উক্ত কিরণশিখা ঊর্দ্ধ্ব কটাহের অভিঘাত দ্বারা বেগজাত গর্ব্বতার খর্ব্বতা নিমিত্ত লজ্জায় অধোমুখী হইয়া স্বর্গে কোন্ উত্তানগামিনী সুরসুরভির অর্থাৎ দেবগাভির আস্যদেশে আগতা না হইত অর্থাৎ সমস্ত দেবগাভির মুখে পতিত হইত, অন্যব্যক্তিও ভগ্নগর্ব্ব হইলে

যদাতিবিমলনীলবেশ্মরশ্মিভ্রমরিতভাঃ শুচিসৌধবস্ত্রবল্লিঃ।
অলভত শমনস্বসুঃ শিশুত্বং দিবসকরাঙ্কতলে চলা লুঠন্তী ॥ ১০৩ ॥
স্বপ্রাণেশ্বরনর্ম্মহর্ম্ম্যকটকাতিথ্যগ্রহায়োৎসুকং
পাথোদং নিজকেলিসৌধশিখরাদারুহ্য যৎকামিনী।
সাক্ষাদপ্সরসো বিমানকলিতব্যোমান এবাভব
ন্নম্ন প্রাপ নিমেষমন্তরসাযান্তী রসাদপ্বনি ॥ ১০৪ ॥

লজ্জায় অধোবদন হয় ॥ ১০৫ ॥ উচ্চৈশ্বর্য্যশালিনী নগরীতে সেই রাজহংস দময়ন্তীর অব্যাজমনোহর বিলাসকানন অবলোকন করিয়া সুতরাং হৃতচিত্ত হইয়া রহিল, কেনইবা না হইবে কেননা যে বিলাসবনের তরুমূলে চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত আলবাল নিশাকরকিরণসম্পর্কে ক্ষরিত জল দ্বারা এরূপ পূর্ণ হইত যে জলসেচনপ্রক্রিয়াগৌরবের প্রয়োজনই ছিলনা, অর্থাৎ চন্দ্রকান্তরত্নজাত জলই পাদপমূলরচিত আলবালপূরণে রত থাকিত, সুতরাং জলসেচনপ্রয়াসের আবশ্যকতা ছিলনা ॥ ১০৬ ॥ অনন্তর কণকপতত্র হংস সমানকান্তি সখীসভায় শোভমানা তথা তারাগণমধ্যস্থায়িনিশাকররেখাবৎ মনোহারিণী রাজদুহিতা দময়ন্তীকে অবলোকন করিল ॥ ১০৭ ॥ তদনন্তর ঐ হিরণ্ময় হংস ভ্রমণবেগে হেমময়ী কান্তিধারা বিস্তার করত তথা কোন অধোবর্ত্তি প্রদেশে অবতরণোচিত দেশ অন্বেষণ করত ঊর্দ্ধ্বপ্রদেশে যে মণ্ডলাকার ভ্রমণ বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে বোধ হইয়াছিল যেন দময়ন্তীর বদনবিধু পরিবেষ্টনকরণাভিপ্রায়ে চন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া শশিপরিধিই অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলই অধঃপ্রদেশে আগত হইয়াছে, ফলতঃ শশাঙ্কাপেক্ষা দময়ন্তীবদনের অতীবমনো-

---

বৈদর্ভীকেলিশৈলে মরকতশিখরাদুত্থিতৈরংশুদর্ভৈ-
র্ব্রহ্মাণ্ডাঘাতভগ্নস্যদজমদতয়া হ্রীধৃতা বাঙ মুখত্বৈঃ।
কস্যামোত্তানগায়াদ্দিবি সুরসুরভেরাস্যদেশাগতাগ্রৈ-
র্যদ্গোগ্রাসপ্রদানব্রতসুকৃতমবিশ্রান্তমুজ্জৃম্ভতে স্ম ॥ ১০৫ ॥
বিধুকরপরিরম্ভাদাত্মনিষ্যন্দপূর্ণৈঃ শশিদৃষদুপক্লৃপ্তৈরালবালৈস্তরূণাং।
বিফলিতজলসেকপ্রক্রিয়াগৌরবেণ ব্যরচি স হৃতচিত্তস্তত্র ভৈমীবনেন ॥ ১০৬ ॥
অথ কণকপতত্রস্তত্র তাং রাজপুত্রীং সদসি সদৃশভাসাং বিস্ফুরন্তীং সখীনাং।
উডুপরিষদি মধ্যস্থায়িনীভাংশুরেখানুকরণপটুলক্ষ্মীমক্ষিলক্ষীচকার ॥ ১০৭ ॥

জত্ব সন্দেহ নাই ॥ ১০৮ ॥ পরিশেষে উপবনভূমিতে সখীগণসহিত আরব্ধখেলা সেই ভীমতনয়াকে দেখিয়া হংসের এরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল, যে সেই প্রসিদ্ধা শচী সহচরী ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরোগণের সহিত নন্দননামকউপবনবিহারজনিত সেরূপ অতিশয় আনন্দ কখনই অনুভব করিতে সমর্থ নহেন, যেরূপ দময়ন্তী স্বীয় সখীগণ সহিত স্বকীয় বিলাসবনে অতুল আনন্দ অনুভব করিতেছেন, অর্থাৎ দময়ন্তী ও তদুপবন এবং তৎসখীগণের ক্রমে শচী নন্দনবন ও ঘৃতাচী অপ্সরোগণ হইতে অধিক রমণীয়তাই কথিত হইল ॥ ১০৯ ॥ কবিরাজরাজির মুকুটালঙ্কারহীরস্বরূপ শ্রীহীর ও মামল্লদেবী যে জিতেন্দ্রিয়চয় শ্রীহর্ষকে তনয়লাভ করিয়াছিলেন সেই শ্রীহর্ষের অতি মনোহর নৈষধীয় চরিত মহাকাব্য প্রবন্ধে নিসর্গোজ্জ্বল দ্বিতীয় সর্গ গত হইল ॥ ১১০ ॥

ভ্রমথরর্য্যাবকীর্ণস্বর্ণভাসা খগেন ক্বচন পতনযোগ্যাং দেশমন্বিষ্যতাধঃ।
মুখবিধুমদসীয়ং সেবিতুং লম্বমানঃ শশিপরিধিরিবোর্দ্ধং মণ্ডলস্তেন তেনে ॥ ১০৮॥
অনুভবতি শচীত্থং সা ঘৃতাচীমুখাভি-
র্ন সহ সহচরীভির্নন্দনানন্দমুচ্চৈঃ।
ইতিমতিরুদয়াসীৎ পক্ষিণঃ প্রেক্ষ্য ভৈমীং
বিপিনভুবি সখীভিঃ সার্দ্ধমারব্ধখেলাং ॥ ১০৯ ॥
শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং।
দ্বৈতীয়ীকতয়ামিতোঽয়মগমত্তস্য প্রবন্ধে মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১১০ ॥

তৃতীয় সর্গ।

মণ্ডলাকারগতি করণানন্তর মনোহর মরাল সঙ্কুচিত পক্ষমূল দ্বারা নভোমণ্ডল হইতে ত্বরায় অবতরণ করত দময়ন্তীসমীপভূমিতে পতিত হইয়া ঐ পতনস্থানে প্রসারিত পক্ষ কম্পিত করিয়াছিল ॥ ১ ॥ অনন্তর হংসের পতনসময়ে পক্ষযুগল দ্বারা কৃতাভিঘাত ভূমণ্ডল হইতে আকস্মিক অর্থাৎ অচিন্ত্যনিমিত্তক উদ্গাত শব্দ অন্যবিন্যস্তলোচনা সেই সুলোচনা দময়ন্তীর অন্তঃকরণকে ঝটিতি সম্ভ্রান্ত করিয়াছিল ॥ ২ ॥ এবং যোগিজনের অন্তঃকরণ সেই সেই বিষয়গ্রহ অর্থাৎ স্রক্ চন্দন বনিতাদি বিষয় স্বীকার পরিহার পূর্ব্বক যেরূপ নিরুপাখ্যরূপ অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ কেবল অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ভীমকুমারীর সহচরীগণের বিশালনেত্রজালও সেই সেই বিষয়গ্রহ অর্থাৎ রমণীয় বিলাস কাননের কমনীয়তা বিলোকন পরিহার পুরঃসর সেইরূপ নিরুপাখ্য রূপ কেবল অদ্বিতীয় সেই হংসকেই প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ তদনন্তর মুনিজনের মনোবৃত্তি আদরি অর্থাৎ সত্ত্বগুণো-

---

আকুঞ্চিতাভ্যামথ পক্ষতিভ্যাং নভোবিভাগাত্ত্বরসাবতীর্য্য।
নিবেশদেশাততধূতপক্ষঃ পপাত ভূমাবুপভৈমি হংসঃ ॥ ১ ॥
আকস্মিকঃ পক্ষপুটাহতায়াঃ ক্ষিতেস্তদা যঃ স্বন উচ্চচার।
দ্রাগন্যবিন্যস্তদৃশঃ স তস্যাঃ সম্ভ্রান্তমন্তঃকরণং চকার ॥ ২ ॥
নেত্রাণি বৈদর্ভসুতাসখীনাং বিমুক্ততত্তদ্বিষয়গ্রহাণি।
প্রাপুস্তমেকং নিরুপাখ্যরূপং ব্রহ্মেব চেতাংসি যতব্রতানাং ॥ ৩ ॥

দ্রেক হেতুক নির্ম্মল আশয়ে চরণশীল অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক অতএব সুতরাং স্বীয় তনুমধ্যে সহিত অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী যে হংস অর্থাৎ পরমাত্মা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অর্থাৎ সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করত যেরূপ অতিযত্নে নিশ্চলতা অর্থাৎ স্থিরতা প্রাপ্ত হয় কৃশাঙ্গী সেই ভীমাত্মজাও আদরি অর্থাৎ ঈষৎ কম্পিত শয় অর্থাৎ হস্ত দ্বারা চরণশীল অর্থাৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল তথা সন্নিহিত অর্থাৎ নিকটবর্ত্তি অথচ সৎ সেই নলকর্ত্তৃক প্রেরিত ঐ হংসকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করত সেইরূপ অতিযত্নে স্বীয় তনুতে নিশ্চলতা অর্থাৎ নিস্পন্দতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ পশ্চাৎ ঐ হংস দময়ন্তীর সেই মায়া চেষ্টা দ্বারা অনুমান করিয়াও আকাশমার্গে উড্ডীন হইল না, কিন্তু লম্ফপ্রদানে আত্মোপরিপতনশীল সেই দময়ন্তীর পাণিযুগলকে নিষ্ফল করিয়াছিল ॥ ৫ ॥ সুতরাং সখীজনেরা দময়ন্তীর ঐরূপ হংসধারণচেষ্টা হংস কর্ত্তৃক লম্ফপ্রদানে বিফলীকৃত জানিয়া পরস্পর হস্ততাল প্রদান পূর্ব্বক তৎকালেই অতিশয় হাস্য করিয়া উঠিল ॥ ৬ ॥ এমন সময় করতালিকাপ্রদানে এই হংসকে চঞ্চল করা কি তোমাদিগের উচিত হইল? আমি ইহাকে ধরিবার জন্য যত্ন করিতেছি কিন্তু তোমরা হস্ততালি দ্বারা ব্যস্ত করিতেছ, দেখ আমার অনুগতা হইয়া আমারই অনিষ্ট সাধনে অনুরাগিণী হওয়া উচিত নয়,

---

হংসং তনৌ সন্নিহিতং চরন্তং মুনের্মনোবৃত্তিরিব স্বিকায়াং।
গ্রহীতুকামাদরিণাশয়েন যত্নাদসৌ নিশ্চলতাং জগাহে ॥ ৪ ॥
তামিঙ্গিতৈরপ্যনুমীয় মায়ামযং ন বৈদর্ভ্যা বিয়দুৎপপাত।
তৎপাণিমাত্মোপরি পাতুকন্তু মোঘং বিতেনে প্লুতলাঘবেন ॥ ৫ ॥
ব্যর্থী কৃতং পত্ত্ররথেন তেন তথাবসায় ব্যবসায়মস্যাঃ।
পরস্পরামর্পিতহস্ততালং তৎকালমালীভিরহস্যতালং ॥ ৬ ॥

সেই দময়ন্তী বয়স্যাগণকে এইরূপে কতই ভর্ৎসনা করিলেন ॥ ৭ ॥ শ্যামা অর্থাৎ সেই সেই উৎকৃষ্টগুণবতী তথা হংসকে কর দ্বারা ধৃতকরণে অসমর্থ জন্য মন্দাক্ষলক্ষ্যা অর্থাৎ সলজ্জা সেই ভীমাত্মজা স্মুতরাং বয়স্যাগণের হাস্য বিষয়ে ধৃতাল্পকোপা হইয়া তপনাভিমুখে গমনশীল ব্যক্তির ছায়া যেমন তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ লগ্না হয় সেইরূপ তিনিও হংসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ লগ্না হইলেন, প্রস্তাবিত ছায়াও হংসকরের অপ্রাপ্তি জন্য অর্থাৎ সূর্য্যকিরণের অভাব জন্য শ্যামা অর্থাৎ কৃষ্ণা তথা মন্দাক্ষলক্ষ্যা অর্থাৎ মন্দনয়নজনকর্ত্তৃক দৃশ্যা অতএব দময়ন্তী সুতরাং ছায়ার সাদৃশ্য লাভ করিয়া হংসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর শব্দচ্ছলে বয়স্যাগণের সহিত দময়ন্তীর উক্তি প্রত্যুক্তি। হে দময়ন্তি! তোমার এই হংসাভিমুখী অর্থাৎ রাজহংসাভিমুখী অথচ সূর্য্যাভিমুখী যাত্রা অশকুনপ্রযুক্ত কখনই প্রশস্তা নয়, সখীগণ শব্দচ্ছলে দময়ন্তীকে এইরূপে সোপহাসবাক্য কহিলে পর তিনিও প্রত্যুত্তর করিলেন। হে সখীগণ! এই হংস আমার সম্বন্ধে অশকুনরূপ না হউক, অথচ এ শকুন অর্থাৎ পক্ষীই বটে সম্মুখসূর্য্যরূপ অশকুন অর্থাৎ অশুভসূচক নয়, ফলতঃ ভাবিপ্রিয়াবেদকই অর্থাৎ ভবিষ্যৎহিতসূচকই অথচ আমার ভবিষ্যৎপ্রিয় নলের সম্বাদবাদকই বোধ হইতেছে ॥ ৯ ॥ আর কেবল সখীগণেরাই দময়-

---

উচ্চাটনীয়ঃ করতালীকানাং দানাদিদানীং ভবতীভিরেষঃ।
যান্বেতি মাং দ্রুহ্যতি মহ্যমেব সাত্রেত্যুপালম্ভি তয়ালিবর্গঃ ॥ ৭ ॥
ধৃতাল্পকোপা হসিতে সখীনাং ছায়েব ভাস্বন্তমভিপ্রয়াতুঃ।
শ্যামাথ হংসস্য করানবাপ্তের্মন্দাক্ষলক্ষ্যা লগতি স্ম পশ্চাৎ ॥ ৮ ॥
শস্তা ন হংসাভিমুখী পুনস্তে যাত্রেতি তাভিশ্ছলহস্যমানা।
সাহ স্ম নৈবাশকুনী ভবেন্মে ভাবিপ্রিয়াবেদক এষ হংসঃ ॥ ৯ ॥

স্তীকে উপহাস করিয়াছিল তাহাও নয়, ঐ হংসও হংসগামিনী সুদতী দময়ন্তীর অগ্রে অগ্রে সুচারু গমন করত যেন দময়ন্তীর লজ্জোৎপাদন নিমিত্তই তৎসম্বন্ধিনী গতির অনুকরণ করিয়া উপহাস করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥ অনন্তর ভাবিনী অর্থাৎ হংসগ্রহণানুসন্ধানবতী ঐ দময়ন্তী ভাবি পদে পদে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রতিচরণক্ষেপে সেই হংসকে যেমন নিশ্চয় করপ্রাপ্য জানিয়াছিলেন, অর্থাৎ এইবার পদ-ক্ষেপ করিলে অবশ্যই ইহাকে ধরিতে পারিব যেমন এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তেমনই লীলার সহিত গমন করিতে করিতে ঐ হংস কৃশাঙ্গী দময়ন্তীকে প্রতারণা করিয়া লতাগহনসমীপে আনীত করিল ॥ ১১ ॥ পশ্চাৎ সেই হংস যখন দেখিলেক যে দময়ন্তী কুপিতা হইয়া সখীগণকেও সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়া কেবল ছায়ামাত্রকেই সহ-চরী করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, তখন শুকপক্ষীর ন্যায় মানব-বাণী দ্বারা শ্রমবারিবিন্দুভূষিতা ভৈমীকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেক ॥ ১২ ॥ অয়ে অল্পমতিকে ভৈমি! তুমি আর কতদূর আগমন করিবে, আর এরূপ প্রকারে ব্যর্থ অর্থাৎ অনর্থ অথচ পক্ষিনিমিত্তই বা কেন পরিশ্রান্তা হইতেছ, আর এই ঘনগহনকাননাবলোকনে তোমার কি ভয়েরও উদয় হইতেছে না? ॥ ১৩ ॥ দময়ন্তি! তুমি যে এরূপ অপথে

হংসোঽপ্যসৌ হংসগতেঃ সুদত্যাঃ পুরঃপুরশ্চারু চলন্ বভাসে।
বৈলক্ষ্যহেতোর্গতিমেতদীয়ামগ্রেঽনুকুর্ব্বন্নুপহসন্নিবোচ্চৈঃ ॥ ১০ ॥
পদে পদে ভাবিনি ভাবিনী তং যথা করপ্রাপ্যমবৈতি নূনং।
তথা সখেলং চলতা লতাসু প্রতার্য্য তেনাচকৃষে কৃশাঙ্গী ॥ ১১ ॥
রুষা নিষিদ্ধালিজনাং যদৈনাং ছায়াদ্বিতীয়াং কলয়াঞ্চকার।
তদা শ্রমাম্ভঃকণভূষিতাঙ্গীং স কীরবন্মানুষবাগবাদীৎ ॥ ১২ ॥
অয়ে কিয়দ্‌যাবদুপৈষি দূরং ব্যর্থং পরিশ্রাম্যসি বা কিমিত্থং।
উদেতি তে ভীরপি কিন্নু বালে বিলোকয়ন্ত্যা ন ঘনা বনালীঃ ॥ ১৩ ॥

অর্থাৎ মদ্গ্রহণরূপ অসৎকার্য্যে অথচ কুমার্গে বৃথা পদ অর্থাৎ ব্যবসায় অথচ চরণ অর্পণ করিতেছ, দেখ এই বনালী অর্থাৎ বনশ্রেণী আলীর ন্যায় অর্থাৎ সখীর ন্যায় বাতচালিত পল্লবকরে কপোতহুঙ্কারবাণী দ্বারা তোমাকে নিষেধ করিতেছে, সখীর কার্য্যই এই কুপথগামিনী সহচরীকে করচালন ও হুঙ্কার দ্বারা নিবারণ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ যদি বল আমি ব্যর্থ পরিশ্রম করিতেছি না, কিন্তু ব্যর্থ অর্থাৎ বিহঙ্গমার্থই পরিশ্রম করিতেছি, কিন্তু দময়ন্তি! তুমি কিরূপে আমাকে ধারণ করিতে সমর্থা হইবে, আমি বিমানেও বিহার করিতে বিমুখ নহি, কিন্তু তুমি কেবল বসুধাতেই অবাধে বিচরণ করিতে সমর্থা, অতএব কি আশ্চর্য্য! এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান কন্দর্পমিত্র বয়োদ্বারা অর্থাৎ যৌবন দ্বারা তোমার শিশুতা অদ্যাপিও খণ্ডিতা হয় নাই? আপনার ভূমণ্ডলগামিত্ব এবং আমার বিমানবিহারিত্ব বিচার না করিয়া যে মদ্গ্রহণলালসা সে কেবল অবোধশিশুধর্ম্মই বলিতে হইবে, অথচ স্মরসম্বশ সেই নলের উপকারিত্ব নিমিত্ত মিত্রভূত এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বয়ঃ অর্থাৎ বিহঙ্গমজাতি যে আমি আমার দ্বারা তোমার শিশুত্ব অর্থাৎ কন্যাত্ব কি খণ্ডিত হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছে, অর্থাৎ নলের সহিত তোমার পরিণয়নার্থই আমি আসিয়াছি ॥ ১৫ ॥ দেখ দময়ন্তি! আমরা কমলাসনের বাহনরূপ হংসবংশ হইতে প্রসূত, আর আমাদিগের প্রিয়বচনরসামৃত স্বর্গীয় লোকেতর কর্ত্তৃক অতীব দুর্লভ, অতএব মদ্ধারণার্থ

বৃথার্পয়ন্তীমপথে পদং ত্বাং মরুল্লসৎপল্লবপাণিকম্পৈঃ।
আলীব পশ্য প্রতিষেধতীয়ং কপোতহুঙ্কারগিরা বনালী ॥ ১৪ ॥
ধার্য্যঃ কথংকারমহং ভবত্যা বিয়দ্বিহারী বসুধৈকগত্যা।
অহো শিশুত্বং তব খণ্ডিতং ন স্মরস্য সখ্যা বয়সাপ্যনেন ॥ ১৫ ॥

তোমার যত্ন বিফল সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ যদি বল আমার শরীর হেমময় হইবার কারণ কি, দেখ অবিরতই মন্দাকিনীসম্ভূত হেমকমলিনীর নাল ও মৃণালাদির অগ্রভাগই ভোজন করিয়া থাকি, সুতরাং আহারীয় দ্রব্যের অনুরূপ শরীরসৌন্দর্য্য অবশ্যই অনিবার্য্য বলিতে হইবে, কারণ শুক্লসূত্রে ধবল বসনই সর্ব্বত্রে প্রস্তুত হয়, পীতমৃৎখণ্ডে রক্তঘট একান্তই দুর্ঘট ॥ ১৭ ॥ যদি বল আমি ব্রহ্মার বাহন হইয়া অবনীতে কি কারণে আগমন করিলাম, দেখ করণীয় সাধন করণানন্তর কমলযোনি আদেশ করিয়া থাকেন তোমরা এক্ষণে যেকোন স্থানে অবস্থিতি করিয়া শ্রমাপনোদন কর, অতএব তদাজ্ঞানুসারে এই ভূলোকে নলীয়লীলাজলাশয় আশ্রয় করণার্থ আগত সমূহ হৈমহংসমধ্যে এক আমিই ভূলোকবিলোকনে উৎকণ্ঠিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তোমারই ক্রীড়াকাননে আগত হইয়াছি, কেবল আমাকেই ধরিবার নিমিত্ত এতাদৃক্ প্রয়াস পাইতেছ, কিন্তু মৎসদৃশ মনোহর মরাল নৈষধীয়সরোবরে সমূহ বিদ্যমান আছে ॥ ১৮॥ যদি বল আমি ভূলোকপর্য্যটনে পরিশ্রান্ত আছি অতএব কেননা অনায়াসে ধৃত হইব, কিন্তু হে দময়ন্তি! কোনসময়ে বিধির ভ্রমণলীলায় শ্রমাতুর স্বকুল মরালকুলের ভার যদবধি আমি গ্রহণ করিয়াছি তদবধি অবিশ্রান্ত সকল ভুবনে ভ্রমণ করিলেও

সহস্রপত্রাসনপত্রহংসবংশস্য পত্রাণি পতত্রিণঃ স্ম।
অস্মাদৃশাং চাটুরসামৃতানি স্বর্লোকলোকেতরদুর্ল্লভানি ॥ ১৬ ॥
স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥ ১৭ ॥
ধাতুর্নিয়োগাদিহ নৈষধীয়ং লীলাসরঃ সেবিতুমাগতেষু।
হৈমেষু হংসেষ্বহমেকএব ভ্রমামি ভূলোকবিলোকনোৎকঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রম বোধ করি না। ॥ ১৯॥ আর ধারণোপায় পাশাদি দ্বারা কাহারও ধার্য্য নহি, আমি স্বর্গীয় বিহঙ্গম; আমাতে পশুবন্ধনোপায়-পাশাদি কদাপিও পৌরুষ লাভ করিতে সমর্থ নয়, অর্থাৎ পাশ হইতেও অনায়াসে মুক্ত হই, কিন্তু বিরলোদয় সেই একপ্রসিদ্ধ নরের স্বর্গভোগভাগ্য বিনা আর সমগ্রই মদ্ধারণে বিফল হয়, অর্থাৎ যিনি নর হইয়াও ভূমণ্ডলে স্বর্গভোগ করেন তাঁহারই আমি বশ্য, অতএব মাদৃশাদিব্যপক্ষিদর্শন-জন্য সুখানুভব পুণ্যাতিশয়সাধ্য সন্দেহ নাই, ফলতঃ এরূপ ভাগ্যবান্ জন অতি সাধারণ, অথচ বিগত র এবং লকারেরউদয় এরূপ সেই নরেরই অর্থাৎ নলেরই স্বর্গেভাগভাগ্য বিদ্যমান, সুতরাং তাঁহারই আমি বশ্য, অতএব যদি তুমি নলপত্নী হও তবেই তোমার ধার্য্য হবো নতুবা নয় ২০ ॥ নলের স্বর্গভোগভাগ্যই কিরূপে সম্ভব তাহা অবগত হও, দেখ দেবতারা ইষ্ট অর্থাৎ যাগাদি এবং পূর্ত্ত অর্থাৎ খাতাদি দ্বারাই বশীভূত হয়েন, নলব্যতিরেকে তথাবিধ যাগ বা খাত কোনজন করিতে সমর্থ হয় নাই, সুতরাং দেবগণেরা নলবশীভূত হওত বিদ্যমান মানবজন্মেও নলের স্বর্গীয়োপভোগবিধান করিতেছেন, যদি বল মানবের স্বর্গীয়োপভোগ সম্ভব কিরূপে হইতে পারে দেখ যেহেতুক অচেতন পাদপগণও ধূপবিশেষ ও জলসেচন প্রদানবলে আকালিক কলিকা ও ফলাদি উদ্গিরণ করে স্বর্গীয়োদ্যানে যুগপৎ ষড়্-ঋতুর অবস্থান জন্য সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকার ফল পুষ্পাদি জন্মিয়া থাকে, নলোদ্যানেও সেইরূপ জন্মায়, আর বৃক্ষগণও ইষ্ট অর্থাৎ দোহদ

বিধেঃ কদাচিদ্ভ্রমণীবিলাসে শ্রমাতুরেভ্যঃ স্বমহত্তরেভ্যঃ।
স্কন্ধস্য বিশ্রান্তিমদাত্তদাদি শ্রাম্যামি নাবিশ্রমবিশ্বগোঽপি ॥ ১৯ ॥
বন্ধায় দিব্যে ন তিরশ্চি কশ্চিৎ পাশাদিরাসাদিতপৌরুষঃ স্যাৎ।
একং বিনা মাদৃশি তন্নরস্য স্বর্ভোগভাগ্যং বিরলোদয়স্য॥ ২০ ॥

পূর্ত্ত অর্থাৎ আলবালরূপ দ্বারা নলাধীন হইয়া আকালিক কলি-কাদি উদ্গিরণ করে ॥ ২১ ॥ আমরাও স্বর্গীয় জনতুল্য সেই নলকে সেবা করি, আমরা সুমেরু হইতে শীঘ্র অবতরণ করিয়া মন্দাকিনীর বারিকণাভিষিক্ত চামরতুল্য পক্ষ দ্বারা সুরতসময়ে সেই নলকে বীজন করিয়া থাকি, অর্থাৎ পক্ষবাতে তাঁহার সুরতশ্রম অপনয়ন করি, ফলতঃ এ সকল বিষয় অলীক হইলেও যেহেতুক নলরাজা তৎকালীন দময়ন্তীকে বিবাহ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিলেন সুতরাং ওরূপ মিথ্যা কথনে হংসের কিঞ্চিৎও দোষ নাই ॥ ২২ ॥ অনন্তর দময়ন্তীর লোভোৎপাদন জন্য হংস, নল-গুণের উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিল, দময়ন্তি! শ্রবণ কর, এই ভূমণ্ডলে কে কে সাধু, জনগণ যদি এইরূপে সাধুবিভক্তিচিন্তা অর্থাৎ সাধুবর্গের বিভাগ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হন তবে সেই নলরূপা ব্যক্তিকেই অগ্রে উল্লেখ করিয়া থাকেন, কেননা নলরাজাই সর্ব্বসাধুপূজিত, সাধুবিচা-রণে প্রথমে উৎকৃষ্টতম, তদনন্তর উৎকৃষ্টতর, পশ্চাৎ উৎকৃষ্ট এইরূপেই উল্লেখ হইয়া থাকে, যদিবল সে কোন্ নলরূপা ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বৌজসের অর্থাৎ নিজ প্রতাপের বিলাসে অর্থাৎ প্রভাবে বহু অর্থাৎ সমস্ত পদ অর্থাৎ রিপুগণের স্থান বা বস্তু সাধন করিতে অর্থাৎ আয়ত্ত করিতে সমর্থা হইয়াছেন, অথচ জনগণ যদি সাধুবিভক্তি-চিন্তা অর্থাৎ সপ্তবিভক্তিমধ্যে কে সাধুবিভক্তি এই বিচারণা ক-রিতে প্রবৃত্ত হন তবে সেই প্রথমা ব্যক্তিকেই অর্থাৎ প্রথমা

ইষ্টেন পূর্ত্তেন নলস্য বশ্যাঃ স্বর্ভোগমত্রাপি সৃজন্ত্যমর্ত্ত্যাঃ।
মহীরুহা দোহদসেকশক্তেরাকালিকং কোরকমুদ্গিরন্তি ॥ ২১ ॥
সুবর্ণশৈলাদবতীর্য্য তূর্ণং স্বর্বাহিনীবারিকণাবকীর্ণৈঃ।
তং বীজয়ামঃ স্মরকেলিকালে পক্ষৈর্নৃপং চামরবদ্ধসখ্যৈঃ ॥ ২২ ॥

বিভক্তিকেই অগ্রে উল্লেখ করেন, যদিবল সে কোন্ প্রথমা বিভক্তি, অর্থাৎ যে প্রথমা বিভক্তি স্বৌজসের অর্থাৎ সু ঔ জস্ এই তিনের বিলাস দ্বারা অর্থাৎ বিসর্গাদি রূপ পরিণাম দ্বারা বহুপদ অর্থাৎ সুবন্ত সাধন করিতে সমর্থা, অর্থাৎ সমস্ত উক্ত কারকে বা সমস্ত নাম বিষয়ে প্রথমা বিভক্তিরই প্রাধান্য সর্ব্বমান্য সন্দেহ নাই ॥ ২৩॥ নলরাজার যাগশীলত্ব ও সার্ব্বভৌমত্ব উক্ত হইতেছে। আশ্রিত-শ্রোত্রিয়গণে শ্রীপ্রদানশীল যাজ্ঞিক রাজা নল যজ্ঞে যেরূপ আজ্য অগ্রে দেবগণে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ উপভোগ করেন সেইরূপ রাজ্যও অগ্রে বিবুধ ব্রাহ্মণগণে দান করিয়া পরিশেষে উপভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অতীব অদ্ভুত, কেন না প্রথম আজ্য শেষ অর্থাৎ যাগাবশিষ্ট উপভোগ করেন, অন্ত্য রাজ্য অশেষ অর্থাৎ সমস্ত উপভোগ করেন, লোকে এইরূপ ব্যবহার আছে যে যাহা অগ্রে ভোজন করে তাহা অশেষ রূপেই ভোজন করে, আর যাহা অন্তে ভোজন করে তাহা শেষরূপেই ভোজন করিয়া থাকে, কিন্তু নলরাজার আজ্য ও রাজ্য বিষয়ে তদ্বিপরীত, অতএব অতীব আশ্চর্য্য ॥ ২৪ ॥ বদান্যতাতি-শয্য উক্ত হইতেছে। যেমন সজল জলধর সুশীতলজলবর্ষণে সকল জীবকেই পুলকিত করে সেইরূপ দারিদ্রনাশকদ্রবিণরাশীবর্ষণে যাচকগণকে পরিতুষ্ট করিয়া নলভূপাল অমোঘমেঘব্রত বলিয়া খ্যাত আছেন, অথচ সদাই সন্তুষ্ট, সুতরাং এরূপ লোকনাথ ইষ্টদেব অর্থাৎ পূজিতদেব যে নলভূপাল তন্নিকটে কোন্ জন ইষ্টসাধনার্থ যাচ্ঞা

ক্রিয়েত চেৎ সাধুবিভক্তিচিন্তা ব্যক্তিস্তদা সা প্রথমা ভিধেয়া।
যা স্বৌজসাং সাধয়িতুং বিলাসৈস্তাবৎ ক্ষমা নাম পদং বহু স্যাৎ। ২৩ ॥
রাজা স যজ্বা বিবুধব্রজত্রা কৃত্বাধ্বরাজ্যোপময়ৈব রাজ্যং।
ভুঙ্ক্তে শ্রিতশ্রোত্রিয়সাৎকৃতশ্রীঃ পূর্ব্বং ত্বহো শেষমশেষমন্ত্যং ॥ ২৪ ॥

না করে? অবশ্য সাধারণেই করিয়া থাকে, অথচ সন্তুষ্ট ইষ্টদেব লোকনাথ নারায়ণ সমীপে কোন্ জন ইষ্ট অর্থাৎ বর প্রার্থনা না করে অর্থাৎ সকলেই করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ সৌন্দর্য্যাতিশয় কথিত হইতেছে। সেই নারীমধ্যে প্রসিদ্ধা রম্ভা নলের লোকত্রয়েও অনুপমা কান্তি আমাদিগের মুখ হইতে দীর্ঘকাল শ্রোত্রের সুধাস্বরূপ বিধান করিয়া অর্থাৎ বহুকাল সাদরে শ্রবণ করিয়া সুতরাং সেই নলে জাতানুরাগা হওত তাঁহাকে না পাইয়া সেই নলনামসম্বন্ধহেতুক কুবেরপুত্র নলকূবরকে ভজনা করিয়াছেন, কেননা অন্য জনও ঈপ্সিতবস্তু না পাইয়া কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য দেখিয়া তৎসদৃশ অন্য বস্তু অগত্যা গ্রহণ করে, যাহা হউক নারীমধ্যে রম্ভাই অতি প্রসিদ্ধা অতএব তিনিও যখন নলকে প্রাপ্ত হন নাই অতএব নল কীদৃক্ অলৌকিকলাবণ্যশালী তাহা তুমিই বিবেচনা কর ॥ ২৬ ॥ গানলক্ষণগুণবত্ত্ব উক্ত হইতেছে। কেলীকালীন সেই নলের গানমাধুর্য্যাদি সাদরে শ্রবণ করিয়া এই মর্ত্যলোক হইতে স্বর্গলোকে যাইয়া সেই প্রসিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রগায়কের গান শুনিলে সুতরাং বিরক্তি নিমিত্ত হাহা এই শব্দ প্রয়োগে উপহাস করিতাম, সেই নিমিত্তই তদবধি সেই প্রসিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রগায়ক হাহা এই বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইলেন, হাহা হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বদিগের নাম ॥ ২৭ ॥ মর্ত্যপ্রমদাগণের কথা দূরে থাকুক নলগুণ শ্রবণ করিয়া দেবীদিগেরও বিকার জন্মায় ইহা কথিত হইতেছে। লোকপাল ইন্দ্র সস্ত্রীক

দারিদ্র্যদারিদ্রবিণৌঘবর্ষৈরমোঘমেঘব্রতমর্থিসার্থে।
সন্তুষ্টমিষ্টানি তমিষ্টদেবং নাথন্তি কে নাম ন লোকনাথং ॥ ২৫ ॥
অস্মৎ কিল শ্রোত্রসুধাং বিধায় রম্ভা চিরম্ভামতুলাং নলস্য।
তত্রানুরক্তা তমনাপ্য ভেজে তন্নামগন্ধান্নলকূবরং সা ॥ ২৬ ॥
স্বর্লোকমস্মাভিরিতঃ প্রয়াতৈঃ কেলীষু তদ্গানগুণান্নিপীয়।
হাহেতি গায়ন্ যদশোচি তেন নাম্নৈব হাহা হরিগায়নোঽভূৎ ॥ ২৭ ॥

হইয়া সেই নলের উদারভাব অর্থাৎ শত্রুমিত্রসমতা রূপ নায়কগুণ-পরম্পরা সাদরে সদাই শ্রবণ করিতেন, কিন্তু তৎকালীন ইন্দ্রাণীর যে মুহুর্ম্মুহুঃ শরীর লোমাঞ্চ হইত কেবল তাঁহার শুভাদৃষ্ট জন্যই ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাহা দৃষ্ট হইত না, অর্থাৎ নল-গুণ শ্রবণে আনন্দাশ্রু দ্বারা ইন্দ্রের নেত্রমালা পরিপূর্ণ হইয়া দৃষ্টি রোধ করিত, ফলতঃ পরপুরুষগুণ শ্রবণে শচীর জাত লোমাঞ্চ যদি দেবরাজ দর্শন করিতেন তবে মানসিক ব্যভিচার দোষ জন্য অসতী বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন, অতএব দর্শন না হওয়ায় শচীর পুণ্যই বলবৎ বলিতে হইবে ॥ ২৮ ॥ আর সেই হঠাৎ মনোহারি নলভূপালের শোভাবিলাসাদি সাত্ত্বিক নায়কগুণরাশি আশুতোষ যখন শ্রবণ করেন তৎকালীন পাতিব্রত্য ধর্ম্মে অতি প্রসিদ্ধা সেই পার্ব্বতীও কর্ণকণ্ডূয়নচ্ছলে কখন্ না অঙ্গুলিরুদ্ধকর্ণা হন, অর্থাৎ তৎকালীন সর্ব্বদাই তথাবিধ গুণ শ্রবণে মানসব্যভিচার সম্ভাবনা করিয়া পাতিব্রত্যভঙ্গভয়ে তৎশ্রবণবাধার্থ শ্রবণবিবরে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া থাকেন, কেননা আত্মশরীরার্দ্ধ শম্ভুকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার স্থানান্তর গমনের ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং পাতিব্রত্যরক্ষণার্থ কর্ণরোধই করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥ এবং স্বয়ং বিধি, সমাধি প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে আসক্ত হওত মৌনাবলম্বনচ্ছলে বৃথা বাণীকে রোধ করেন, বাণী বহির্গতা হইয়া যদি পুরুষান্তর ভজনা করেন এই আশঙ্কায় মৌনাবলম্বনচ্ছল করিয়া ব্রহ্মা যে তাঁহার বহির্গমন নিবারণ করেন সে বৃথা, কেননা অনবরত

শৃণ্বন্ সদারস্তদুদারভাবং হৃষ্যন্মুহুর্লোম পুলোমজায়াঃ।
পুণ্যেন নালোকত লোকপালঃ প্রমোদবাষ্পাবৃতনেত্রমালঃ ॥ ২৮ ॥
সাপীশ্বরে শৃণ্বতি তদ্গুণৌঘান্ প্রসহ্য চেতো হরতোঽর্দ্ধশম্ভুঃ।
অভূদপর্ণাঙ্গুলিরুদ্ধকর্ণা কদা ন কণ্ডূয়নকৈতবেন ॥ ২৯ ॥

বেদপাঠে বৈষয়িক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ সেই চতুরানন পরনায়কাশ্রয় জন্য কুটিলা সেই বাণী যে নলকণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া শৃঙ্গাররসানুভব করেন তাহা জানিতে পারেন না, অর্থাৎ বাণী নিরুদ্ধা হইয়াও যে স্বকণ্ঠ হইতে বহির্গতা হইয়া নলকণ্ঠে বাস করিবেন ইহা স্বপ্নেও জানেন না ॥ ৩০ ॥ আর শোভাচ্ছলে বা রাজ্যলক্ষ্মীচ্ছলে নলকে আলিঙ্গন করিলেও পতিব্রতা সেই পদ্মার কোন পাতিব্রত্যহানি হয় নাই, এবং কমলাপতিরও ঈর্ষ্যায় কালুষ্যলেশের সম্ভাবনা কি, কেননা বিষ্ণুর সর্ব্বভূতস্বরূপত্ব নিমিত্ত নলও বিষ্ণুস্বরূপ, অতএব নলালিঙ্গনে কমলার পাতিব্রত্যভঙ্গ বা তৎপতির ঈর্ষ্যাকালুষ্য কেনই হইবে ॥ ৩১ ॥ আর বিধির যে হস্ত পূর্ণিমায় বিধুকে পূর্ণ করিয়া থাকে সে অজাতলজ্জ করে ধিক্, কেননা নলানন বিদ্যমান থাকিতে যে পূর্ণচন্দ্রে পরিতোষ সে অতীব অসম্ভব, কিন্তু বিধির যে করকমল নলবদনসুধাকরের শোভা স্মরণ করিয়া প্রারব্ধ অর্দ্ধচন্দ্রকেও গোপন করণাভিলাষে শম্ভুর জটিল শিরে সমর্পণ করিয়াছে, সেই করকমলই বিজ্ঞ অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচক, ফলতঃ পূর্ণচন্দ্রাপেক্ষাও নলবদন অতি রমণীয় সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥ আর বিধু আমাদিগের বদন হইতে স্বজয়শীল নলাননের শোভাসৌভাগ্য শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া লজ্জায় বিকল হওত কদাচিৎ অমাবস্যায় সূরে অর্থাৎ দিবা-

---

অলং সজন ধর্ম্মবিধৌ বিধাতা রুণদ্ধি মৌনস্য মিষেণ বাণীং।
তৎকণ্ঠমালিঙ্গ্য রসস্য তৃপ্তাং ন বেদ তাং বেদজড়ঃ স বক্রাং ॥ ৩০ ॥
শ্রিয়স্তদালিঙ্গনভূর্ন্ন ভূতা ব্রতক্ষতিঃ কাপি পতিব্রতায়াঃ।
সমস্তভূতাত্মতয়া ন ভূতং তদ্ভর্ত্তুরীর্ষ্যাকলুষাণুনাপি ॥ ৩১ ॥
ধিক্ তং বিধেঃ পাণিমজাতলজ্জং নির্ম্মাতি যঃ পর্ব্বণি পূর্ণমিন্দুং।
মন্যে স বিজ্ঞঃ স্মৃততন্মুখশ্রীঃ কৃতার্দ্ধমৌজ্ঝদ্ভবমূর্দ্ধ্নি যস্তং ॥ ৩২ ॥

করে, কদাপি অন্ত সময়ে অর্ণবপুরে অর্থাৎ জলধি-জল-সমূহে, কখন বা জলদাগমে জলদগর্ব্ভে সদাই বিলীন হইতেছেন, কেননা অন্যজনও আত্মজেতার প্রসঙ্গ শুনিলে লজ্জায় বিকল হইয়া নিভৃত স্থানে অন্তর্হিত হয় ॥ ৩৩ ॥ আর অধিক কি বলিব, স্বয়ং পদ্মনাভ নিজবাহন গরুড়ের অনুচরগণ বলিয়া আমাদিগকে সেই জিতকমল নলাননের বর্ণনার্থ সদাই আদেশ করিয়া থাকেন, অতএব অস্মৎ কর্ত্তৃক নলাস্যকীর্ত্তনে তাঁহার নাভিকমল নিমীলিত হওয়ায় সুতরাং কমলাসনকেও আচ্ছাদিত হইতে হয়, তদবকাশে কমলায় কমলাপতি অবাধে রতিক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন বিদ্যা চতুর্দ্দশ, কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন বিদ্যা অষ্টাদশ, এরূপ সংশয়স্থলে অনুমান হয় নলে এই দ্বেধা বিদ্যাই বিদ্যমান ভাবিয়া বেধা দ্বাত্রিংশদ্দন্তরূপা রেখাচ্ছলে ঐ দ্বাত্রিংশৎ বিদ্যার সংখ্যাই নলমুখমধ্যে স্থাপন করিয়া থাকিবেন ॥ ৩৫ ॥ আর শুন দময়ন্তি! সেই নরেন্দ্র নলের শ্রীদ্বয় অর্থাৎ কান্তি ও সম্পত্তি এই উভয় অবলোকন করিয়া অন্যের কথা আর কি কহিব সেই প্রসিদ্ধ স্মর ও অমরেন্দ্রকে আমরা স্মরণও করি না, অর্থাৎ নলতুল্যত্বে চিন্তাও করি না, কারণ কন্দর্পে কেবল কান্তি, ইন্দ্রে কেবল সম্পত্তি, নলে তদুভয় সমভাবেই বিদ্যমান দেখিতে পাই, অতএব কাম ও ইন্দ্র হইতে নরেন্দ্র নলের আধিক্যই মানিতে হইল, তথা ঐ নলে ক্ষমাদ্বয়ের

নিলীয়তে হ্রীবিধুরঃ স্বজৈত্রং শ্রুত্বা বিধুস্তস্য মুখং মুখাগ্রঃ।
সুরে সমুদ্রস্য কদাপি পূরে কদাচিদর্ভ্রভ্রমদভ্রগর্ভে ॥ ৩৩ ॥
সংজ্ঞাপ্য নঃ স্বধ্বজভৃত্যবর্গান্ দৈত্যারিরত্যজ্জনলাস্যস্তুত্যৈ।
তৎ সঙ্কুচন্নাভিসরোজপীতাদ্ধাতুর্নির্বিলজ্জং রমতে রমায়াং ॥ ৩৪ ॥
রেখাভিরাস্যে গণনাদিবাস্য দ্বাত্রিংশতাদন্তময়ীভিরন্তঃ।
চতুর্দ্দশাষ্টাদশচাত্র বিদ্যা দ্বেধাপি সন্তীতি শশংস বেধাঃ ॥ ৩৫ ॥

অর্থাৎ মেদিনীমণ্ডল ও ক্ষান্তি এই উভয়ের নিরপায়ে অবস্থিতি জন্য নিশ্চয়ই শেষ ও বুদ্ধ এ উভয়কে বুদ্ধিতেও ধারণ করি না, কেননা শেষে অর্থাৎ অনন্তদেবে কেবল পৃথিবী এবং বুদ্ধে অর্থাৎ স্থগতে কেবল ক্ষান্তিই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নলে তদুভয়ই বিদ্যমান, অতএব এ উভয়াপেক্ষাও নলের আধিক্য মানিতে হইল, উৎকৃষ্ট প্রস্তাবে অন্য নিকৃষ্টের স্মরণ অবশ্যই নিন্দনীয়, এই জন্যই আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণও করি না ॥ ৩৬ ॥ আর পক্ষবিহীন গরুড়স্বরূপ, তথা নয়নগোচর সমীরণ স্বরূপ, অথচ অনণুপ্রমাণ মনঃস্বরূপ, এরূপ নলতুরঙ্গমগণ কোন্‌দিক্ না লঙ্ঘন করিয়াছে? অর্থাৎ অবশ্যই সকলদিক্ই লঙ্ঘন করিয়াছে, সন্দেহ নাই, কেননা বিনতাতনয় পক্ষ সহায়ে, পবন অপ্রত্যক্ষে, মনঃ গৌরবাভাবে, অবশ্যই দ্রুতগমনে পারগ হইতে পারে, কিন্তু নলাশ্বগণ তদ্বিপরীত হইয়া যে তদ্রূপ গমনে পটু ইহা অতীব আশ্চর্য্য, অতএব এরূপ অশ্বে আরোহি নল যে সর্ব্বদিগ্বিজেতা তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥ হে দময়ন্তি অরিরুধির-প্রবাহ দ্বারা প্রভূততরঙ্গিণীরূপ রণভূমিতে বিপক্ষভূপালসম্বন্ধি প্রাণপবনই সেই নলমুক্ত শরপরম্পরারূপ পবনাশনগণের অর্থাৎ ভুজঙ্গগণের আহারীয় বস্তুরূপেই কল্পিত আছে, অর্থাৎ রণে নলবাণেই সর্ব্ব শত্রু বিনাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥ আর রণকণ্ডূলভাবভঞ্জনশীল নলভুজ কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত যশঃ

শ্রিয়ৌ নরেন্দ্রস্য নিরীক্ষ্য তস্য স্মরামরেন্দ্রাবপি ন স্মরামঃ।
বাসেন সম্যক্ ক্ষময়োশ্চ তস্মিন্ বুদ্ধৌ ন দধ্মঃ খলু শেষবুদ্ধৌ ॥ ৩৬ ॥
বিনা পতত্রং বিনতাতনূজৈঃ সমীরণৈরীক্ষণলক্ষণীয়ৈঃ।
মনোভিরাসীদনণুপ্রমাণৈর্ন নির্জ্জিতা দিক্ কতমা তদশ্বৈঃ ॥ ৩৭ ॥
সংগ্রামভূমীষু ভবত্যরীণামস্ত্রৈর্নদীমাতৃকতাং গতাসু।
তদ্বাণধারা পবনাশনানাং রাজব্রজীয়ৈ রসুভিঃ সুভিক্ষং ॥ ৩৮ ॥

দিক্‌রূপ নদী সমূহের তটঘর্ষণরূপ ব্যবসায়টি কারণের গুণ হইতেই লাভ করিয়াছে স্বাভাবিক কখনই নয়, অর্থাৎ নলযশঃ দিগন্তেই বিশ্রাম করিতেছে ॥ ৩৯ ॥ ফলতঃ দময়ন্তি! নলগুণবর্ণনে আমার সামর্থ্য কি আছে, যদি ত্রিলোকীর লোকগণ তদ্‌গুণগণনায় তৎপর হন, আর তাঁহাদিগের যদি আয়ুঃসমাপ্তি না হয়, অথচ সংখ্যা যদি পরার্দ্ধ হইতেও অধিক থাকে, তবে সেই গুণশালী নলের গুণপরম্পরা গণনায় নিঃশেষ হইতে পারে, নতুবা আমার কি সাধ্য আছে যে তদ্‌গুণবর্ণনে সক্ষম হই ॥ ৪০ ॥ আর হে দময়ন্তি! বিহঙ্গমগণের অবারিতদ্বারতা নিমিত্ত সেই নলরাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পরমাণুমধ্যা কামিনীর মনোরম-গতিসত্ত্বেও বিশেষ উৎকর্ষতা আমরাই শিক্ষা করাই, অতএব যদি তুমি নলপত্নী হও তবে তোমাকেও সেইরূপ গমনোৎকর্ষ অবশ্যই শিক্ষা করাইব ॥ ৪১ ॥ আর রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরোগণের সুরতসৌভাগ্যকথা পীযূষধারা হইতেও উৎকৃষ্টা, বলিয়া কাব্যরচয়িতা শুক্রাচার্য্য অতীব সমাদর করেন সুতরাং তদ্দ্বারা আমরা সেই নলকামিনীগণের হৃদয়কে শৃঙ্গার-রসসমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া থাকি ॥ ৪২ ॥ এবং সেই নলান্তঃপুরে কোন্ মুগ্ধা কামিনী আমাকে বিশ্বাস করিয়া অভিনব কামরহস্য কথা না কহিয়া থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বরমণীই

যশো যদস্যাজনি সংযুগেষু কণ্ডূলভাবং ভজতা ভুজেন।
হেতোর্গুণাদেব দিগাপগালী কূলঙ্কষত্বং ব্যসনং তদীয়ং ॥ ৩৯ ॥
যত্রি ত্রিলোকীগণনাপরাস্যাত্তস্যাঃ সমাপ্তির্যদি নায়ুষঃ স্যাৎ।
পারে পরার্দ্ধং গণিতং যদি স্যাৎ গণেয়নিঃশেষগুণোহপি স স্যাৎ ॥ ৪০ ॥
অবারিতদ্বারতয়া তিরশ্চামন্তঃপুরে তস্য নিবিশ্য রাজ্ঞঃ।
গতেষু রম্যেষ্বধিকং বিশেষমধ্যাপয়ামঃ পরমাণুমধ্যাঃ ॥ ৪১ ॥
পীযূষধারা নধরাভিরস্তস্তাসাং রসোদন্বতি মজ্জয়ামঃ।
রম্ভাদিসৌভাগ্যরহঃকথাভিঃ কাব্যেন কাব্যং সৃজতাদৃতাভিঃ ॥ ৪২ ॥

অনুরাগের সহিত অতি গোপনীয় রহস্য কথা আমাকেই কহিয়া থাকে, কেননা যেহেতুক বিহঙ্গম ও মানব জাতির পরস্পর লজ্জার অসম্ভব, অতএব যদ্যপি তোমার কোন অন্তর্গত রহস্য কথা থাকে অবাধে কহিতে পার, লজ্জার আবশ্যকতা কি? ॥৪৩॥ আমি সেই সকল রমণীজনোক্ত রহস্য অন্যত্র কদাপিও প্রকাশ করি না, আমি বহুবিষয়বৃত্তিশূন্য হৃদয়ে যে প্রসঙ্গ অতিযত্নে রুদ্ধ করিয়া রাখি সে প্রসঙ্গ পরিহাস-সময় প্রযুক্ত অলীক হইলেও অন্যজন-হৃদয়ে কদাপিও স্থান পায় না, অর্থাৎ কোন কথা কাহাকেও প্রাণান্তে কহি না, আমি চতুরাননের চতুরাননোচ্চারণ জন্য অতি পবিত্র সমাধি শাস্ত্র সততই শ্রবণ করিয়া থাকি, অতএব তুমি হৃদয়গত রহস্য প্রকাশ করিতে কদাপিও শঙ্কা করিও না, আমি কাহাকেও প্রকাশ করিব না, তোমার বশ্য হইয়া রহস্য অবশ্যই গোপনে রাখিব ॥ ৪৪ ॥ হে দময়ন্তি! ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়, দেখ আমাদিগের কর্ত্তৃক পক্ষবীজনাদি রূপ স্বর্গোপভোগ্য সুখ নলাশ্রয় হেতুক অন্য কামিনী-জনেরা লাভ করিতেছে, কিন্তু তোমার অপ্রাপ্য হইল, ইহাও কি সহ্য করিতে পারা যায়? আহা! সরোজিনীর সুদুর্লভ জ্যোৎস্নারূপ উৎ-সব শশাঙ্কপরিণয়-জন্য কুমুদিনী ভোগ করে, ইহা কি সামান্য আক্ষে-পের বিষয় ॥৪৫॥ আর দময়ন্তি! তুমি নল পরিণীতা নও বলিয়া অস্মৎ-কথিত প্রিয়বচনের শ্রবণজনিত সুখে বঞ্চিতা হইয়াছ, কেননা অপ্রাপ্ত-

---

কান্তি র্ন তত্রান্তিনবস্মরাজ্ঞা বিশ্বাসনিক্ষেপবণিক্ ক্রিয়েঽহং।
জিহ্বে তি যন্নৈব কুতোঽপি তির্য্যক্ কশ্চিত্তিরশ্চস্ত্রপতে ন তেন ॥ ৪৩ ॥
বার্ত্তা চ সা সত্যপি মান্যমেতি যোগাদরন্ধ্রে হৃদি যাং নিরুন্ধে।
বিরিঞ্চিনামাননবাদধৌতসমাধিশাস্ত্রশ্রুতিপূর্ণকর্ণঃ ॥ ৪৪ ॥
নলাশ্রয়েন ত্রিদিবোপভোগ্যং ভবানবাপ্যং লভতে বতান্যা।
কুমুদ্বতীবেন্দুপরিগ্রহেণ জ্যোৎস্নোৎসবং দুর্লভমম্বুজিন্যাঃ ॥ ৪৫ ॥

বসন্তা যে রসালবল্লী সেও কি ভ্রমরঝঙ্কাররূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে? কখনই নয় ॥ ৪৬ ॥ কিন্তু দময়ন্তি! তুমি যে নিশ্চয়ই সেই নল-হস্তে যাবেনা তাহারই বা নিশ্চয় কি, কেননা বিধির হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া কে দেখিয়াছে, আর যেহেতুক তোমাকে অজাতপাণিগ্রহণা ও অসীম রূপগুণের আশ্রয় দেখিতেছি, ইহাতেই আমি অনুমান করি যে সেই এক যোগ্যপাত্র নল বিনা তোমাতে অন্যের অধিকার নাই ॥ ৪৭ ॥ আর দেখ, পরস্পর যোগ্যবস্তুর মিলন নিমিত্তই বিধির স্বাভাবিক প্রযত্ন প্রতীত আছে, কেননা তিনি যামিনীর সহিত শশাঙ্ককে, উমার সহিত আশুতোষকে এবং কমলার সহিত নারায়ণকে, যখন যোজিত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন তোমার সহিত ত্বৎসদৃশ সেই নলের যে যোজনা করিবেন, তাহার আর সন্দেহ কি ॥ ৪৮ ॥ আর উদ্বেল রমণীগুণজলধির প্রবাহরূপা অর্থাৎ অশেষ রমণীগুণযুতা হইয়া যে তুমি নলেতরসহ যোগযোগ্যা ইহাতো কখনই বোধ হয় না, কারণ কোন্ অভাজন অতি কর্কশ কুশসূত্রে অতি মৃদুলা মল্লীমালা গ্রন্থন করিয়া থাকে? অর্থাৎ কেহই এরূপ অকার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, অতএব যেমন কর্কশ কুশরজ্জুর সহিত মল্লীমালার যোগ অনুচিত সেই রূপ নলেতর সহিত তোমার যোগও অনুচিত সন্দেহ নাই ॥৪৯॥

তন্নৈষধানূঢ়তয়া দুরাপং শর্ম্ম ত্বয়াস্মৎকৃতচাটুজন্ম।
রসালবল্ল্যামধুপানুবিদ্ধং সৌভাগ্যমপ্রাপ্তবসন্তয়েব ॥ ৪৬ ॥
তস্যৈব বা যাস্যসি কিন্ন হস্তং দৃষ্টং মনঃ কেন বিধেঃ প্রবিশ্য।
অজাতপাণিগ্রহণাসি তাবদ্রূপস্বরূপাতিশয়াশ্রয়শ্চ ॥ ৪৭ ॥
নিশা শশাঙ্কং শিবয়া গিরীশং শ্রিয়া হরিং যোজয়তঃ প্রতীতঃ।
বিধেরপি স্বারসিকপ্রয়াসঃ পরস্পরং যোগ্যসমাগমায় ॥ ৪৮ ॥
বেলাতিগস্ত্রৈণগুণাব্ধিবেণী ন যোগযোগ্যাসি নলেতরেণ।
সন্দর্ভ্যতে দর্ভগুণেন মল্লীমালা ন মৃদ্বী ভৃশকর্কশেন ॥ ৪৯ ॥

এবং কেবল যে উক্ত যুক্তি দ্বারাই তোমার নলপ্রাপ্তি নিশ্চয় করিতেছি তাহাও নয়, আমি এক সময় ব্রহ্মার রথযোজিত হইয়া তাঁহাকে বহন করত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি নলকেলিযোগ্যা বধূ কাহাকে সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে রথচক্রচক্রের শব্দে অস্পষ্টরূপে যেন তোমারই নামবর্ণ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৫০ ॥ যাহাই বা হউক, বিধি যদি তোমাকে নলেতর পাত্রের সহিত যোজিতা করেন তবে তাঁহার লোকাপবাদরূপ অনবধি জলধি উত্তীর্ণ হইবার তরি কিরূপপ্রকার হইবে? কেননা বিধি চিরদিন বিজ্ঞত্বকীর্ত্তি দ্বারাই জন্ম যাপন করিলেন, অর্থাৎ সদৃশ বস্তুর পরস্পর মেলন দ্বারাই জন্ম অতিক্রম করিলেন, এক্ষণে তোমাকে অযোগ্য পাত্রের সহিত যোজিতা করিলে তাঁহার এ লোকনিন্দা চিরদিন থাকিবেক, সুতরাং জনাপবাদশঙ্কি বিধি অবশ্যই তোমাকে নলের সহিত যোজিতা করিবেন সন্দেহ নাই ॥৫১॥ দময়ন্তি! এক্ষণে ওকথায় আর প্রয়োজন নাই, নলগুণবিবরণ এই পর্য্যন্তই থাকুক, কেননা অপ্রস্তুতচিন্তায় প্রয়োজনাভাব, তোমার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই নলের রূপ স্মরণ হওয়ায় প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ কহিলাম, এক্ষণে ও প্রসঙ্গের আর আবশ্যকতা কি আছে, যাহা হউক হে ক্ষীণাঙ্গি! তুমি মৎকর্ত্তৃক একান্তই শ্রমিতা হইয়াছ, আমি তোমাকে অধিক দূরে আনিয়াছি, তুমি একান্তকোমলাঙ্গী, তোমাকে ওরূপ শ্রমপ্রদান করায় আমি একান্তই অপরাধ করিয়াছি, সুতরাং ঐ অপরাধ মার্জ্জনেচ্ছায় নিবেদন করিতেছি, অনুমতি কর তোমার কি

বিধিং বধূসৃষ্টিমপৃচ্ছমেব তদ্‌ যানযুগ্যো নলকেলিযোগ্যাং।
ত্বন্নামবর্ণাইব কর্ণপীতা ময়াস্য সংক্রীড়তি চক্রচক্রে ॥ ৫০ ॥
অন্যেন পত্যা ত্বয়িযোজিতায়াং বিজ্ঞত্বকীর্ত্ত্যা গতজন্মনো বা।
জনাপবাদার্ণব মুত্তরীতুং বিধা বিধাতুঃ কতমা তরিঃ স্যাৎ ॥ ৫১ ॥

অভীষ্ট সাধন করিব॥ ৫২॥ সেই পত্রী হংস রাজপুত্রীর চিত্ত নলে অনুরক্ত বা বিরক্ত ইহাই জানিতে ইচ্ছা করত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কহিয়া বিরত হইল, কেননা বিচক্ষণ ব্যক্তি স্বাভাবিক গম্ভীর হ্রদ অর্থাৎ জলাশয় বা গম্ভীর হৃদয় অর্থাৎ মনঃ এ সমস্ত সবিশেষে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কখনই স্নানক্রিয়ায় বা প্রস্তাব কথনে সাহসী হয়েন না, নচেৎ হংস দময়ন্তীকে এরূপ স্পষ্টই কহিত যে তোমার নলে অনুরাগ আছে কি না, অতএব যখন স্পষ্ট না বলিয়া কৌশলে ভৈমীর অভিপ্রায় জানিতে চেষ্টা করিয়াছিল তখন হংসের অতীব বিজ্ঞতাই প্রকাশ হইল সন্দেহ নাই॥ ৫৩॥ অনন্তর হংসের প্রতি দময়ন্তীর বচনোপক্রম। পৃথীবীন্দ্রপুত্রী সেই দময়ন্তী হংসের পূর্ব্বোক্ত বচনপরম্পরার বিচারণে স্বীয়োত্তমাঙ্গ ঈষৎ বক্রীভূত ও চঞ্চল করত মুহূর্ত্তমাত্র মনঃ দ্বারা বক্তব্য স্থির করিয়া সহজসৌন্দর্য্য হেতুক বা অভিলাষসিদ্ধির প্রত্যাশায় অতি প্রসন্নমুখকমলে হংসকে কহিলেন॥ ৫৪॥ হে হংস! যাহার অধীনতায় আমি নিতান্ত চঞ্চলা হইয়া তটস্থ অর্থাৎ পূর্ব্বপরিচয়াভাব প্রযুক্ত উদাসীন স্বরূপ তোমার প্রতি যথোচিত উপদ্রব করিয়াছি, অর্থাৎ গ্রহণার্থ তোমাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছি, সেই চপলতাপ্রতিপাদক বালত্বকে ধিক্, অথচ সমীরণসম্পর্কে চঞ্চল স্বল্প জলতরঙ্গ দ্বারা পাদপবৎ তুমি তটস্থ অর্থাৎ তীরস্থ থাকিয়া

আস্তাং তদপ্রস্তুতচিন্তয়ালং ময়াসি তন্বি শ্রমিতাতিবেলং।
সোঽহং তদাগঃ পরিমার্ষ্টু কাম স্তবেপ্সিতং কিং বিদধেঽবিধেহি॥ ৫২॥
ইতীরয়িত্বা বিররাম পত্রী স রাজপুত্রীহৃদয়ং বুভুৎসুঃ।
হ্রদে গভীরে হৃদিচাবগাঢ়ে শংসন্তিকার্য্যাবতরং হি সন্তঃ॥ ৫৩॥
কিঞ্চিত্তিরশ্চীন বিলোলমৌলি র্বিচিন্ত্য বাচ্যং মনসা মুহূর্ত্তং।
প্রাতত্রিণং সা পৃথিবীন্দ্রপুত্রী জগাদ বক্তে্রণ তৃণীকৃতেন্দুঃ॥ ৫৪॥

যেরূপ উপক্রুত হও মৎকর্ত্তৃকও সেইরূপ উপক্রুত হইয়াছ॥ ৫৫॥ পূর্ব্বে হংস যে আপনার সাপরাধতা স্বীকার করিয়াছিল এক্ষণে ভৈমী তাহাই স্বীয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া হংসকে স্তব করিতেছেন। হে দর্শ-নীয় অতিরম্যদর্শন হংস! তুমি স্বচ্ছতা নিমিত্ত অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণতা নিমিত্ত সাধুজনগণের আদর্শতা অর্থাৎ দৃষ্টান্ততা প্রাপ্ত হইয়াছ, অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণজনবিবেচনায় তুমিই প্রথম তাহাদিগের দৃষ্টান্ত-স্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছ, যেহেতুক সাপরাধা আমাকে তুমি পুরস্কার করিতেছ, সুতরাং আমারই অপরাধ তোমাতে প্রতি-বিম্বিত হইয়াছে, ফলতঃ সাধুর স্বভাবই এইরূপ বটে যে, অন্যের অপরাধকে স্বীয়ত্বরূপে অঙ্গীকার করিয়া তাহাকেই সম্মান করিয়া থাকেন, ফলতঃ গ্রহণেচ্ছায় চঞ্চলীকরণ হেতুক, আমিই তোমার অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু সাধুতায় সেই অপরাধ তুমি আত্মীয়ত্বে গ্রহণ করিতেছ, অতএব স্বচ্ছতা নিমিত্ত তোমাকেই সাধুপদবাচ্য বলিতে হইল, অথচ স্বচ্ছতা জন্য অর্থাৎ নির্ম্মলতা জন্য তোমাকে আদর্শস্বরূপ অর্থাৎ দর্পণস্বরূপ বোধ করিতেছি, যেহেতুক দর্পণ ও দর্শকজনের দর্শনীয় এবং অগ্রস্থিত কালিমাদিযুত বস্তুর প্রতিবিম্ব-গ্রাহী হইয়া থাকে॥ ৫৬॥ হে ক্ষমাশীলহংস! আমি অতি কুমারী সুতরাং আমার অনুচিত উপদ্রবরূপ আচরণ আপনি ক্ষমা করুণ, আমার অভীষ্টসাধন দূরে থাকুক, অগ্রে অপরাধ ক্ষন্তব্য হইতেছে, তুমি হংস হইয়াও দেবাংশতা জন্য অর্থাৎ ব্রহ্মবাহনত্ব জন্য অবশ্যই

ধিক্ চাপলে বৎসিমবৎসলত্বং যৎপ্রেরণাদুত্তরলীভবন্ত্যা।
সমীরসঙ্গাদিবনীরজন্যা ময়া তটস্থ ত্বমুপক্রুতোসি॥ ৫৫॥
আদর্শতাং স্বচ্ছতয়া প্রয়াসি সতাং স তাবৎ খলু দর্শনীয়ঃ।
আগঃ পুরস্কুর্ব্বতি সাগসং মাং যস্যা অনীদং প্রতিবিম্বিতং তে॥ ৫৬॥

পূজনীয়, কেননা নারায়ণ মীনমূর্ত্তি হইলেও ত্রিভুবন পূজ্য সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥ হে হংস! অতিরম্যদর্শন ভবদ্দর্শনে আমি যেরূপ নয়নের অপূর্ব্ব প্রীতিলাভ করিয়াছি, ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রীতি আমার আর কি বিধান করিবে? ফলতঃ তোমার সুমধুর আকৃতি দর্শনে ও সুমধুর বচন শ্রবণে আমি যে কতই অতুল আনন্দলাভ করিতেছি তাহা বলিতে পারিনা, কেননা দেখ নিশানাথ নিজ পীযূষধারায় লোক-লোচন সেচন করত যেরূপ পুলক প্রদান করিয়া থাকেন, তদপেক্ষায় আর অতিরিক্ত কি করিবেন? অর্থাৎ সুধাকর নিজসুধা করণক নয়ন-সেচনদ্বারা যেরূপ জীবের আহ্লাদক হন, তুমিও নলবর্ণনদ্বারা আমার সেইরূপ আহ্লাদ জন্মাইয়া দিতেছ, অতএব মিনতি এই, আমার সম্মুখে থাকিয়া দীর্ঘকাল কেবল নলবর্ণনেই তৎপর হও, কদাপি বিরত হইবে না ॥ ৫৮ ॥ এবং হে হংস! আমার মনঃ কদাচিত যে মনোরথকে ত্যাগ করিতেছে না সেই মনোরথ অর্থাৎ বাঞ্ছাবিষয় কিপ্রকারে কণ্ঠ-পথে আগত হইবে? যে অভিলাষ বিষয় আমি মনোমধ্যেই চিরদিন ধারণ করিয়া আসিতেছি, সে কিরূপে বচনগোচরত্ব প্রাপ্ত হইবে? যদ্যপি ভবাদৃশ সুহৃজ্জনে মনোভিলাষ কথনে দোষাভাব তথাপিও বলিতে পারিতেছি না, কেননা কোন্ বালা অলজ্জা হইয়া দ্বিজরাজ-পাণিগ্রহণাভিলাষ অর্থাৎ করদ্বারা চন্দ্র গ্রহণ বাঞ্ছা, কহিয়া থাকে? ফলতঃ এরূপ কহিতে কেহই সমর্থা হয় না, যেমন করদ্বারা চন্দ্র গ্রহণেচ্ছা কথনে অত্যন্ত অসম্ভবতা জন্য বক্তার নির্লজ্জতাই প্রকাশ হয়,

অনার্য্য মপ্যাচরিতং কুমার্য্যা ভবান্মম ক্ষাম্যতু সৌম্য তাবৎ।
হংসোঽপি দেবাংশতয়াভিবন্দ্যঃ শ্রীবৎসলক্ষ্মেব হি মৎস্যমূর্ত্তিঃ ॥ ৫৭ ॥
মৎপ্রীতিমাধিৎসসি কাং ত্বদীক্ষামুদং মদক্ষ্ণোরপি যাতিশেতাং।
নিজামৃতৈর্লোচনসেচনাদ্বা পৃথক্ কিমিন্দুঃ সৃজতি প্রজানাং ॥ ৫৮ ॥

তেমনি আমার মানসবিষয়াভিলাষের কথনও সেইরূপ, ফলতঃ মদভিলাষসিদ্ধি একান্তই দুর্ঘট, অথচ হে দ্বিজ! অর্থাৎ হংস! কোন্ বালা অলজ্জা হইয়া রাজপাণিগ্রহাভিলাষ কহিয়া থাকে? কখনই কোন বালা এরূপ কথনে সমর্থা হয় না, ফলতঃ আমি নলকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিতেছি, কিম্বা আমবালা অর্থাৎ নবযৌবনা কোন্ স্ত্রী লজ্জাপরিত্যাগ করিয়া রাজপাণিগ্রহণাভিলাষ অর্থাৎ নলসহ বিবাহ-বাঞ্ছা না কহিয়া থাকে? অবশ্য সকল তরুণীই অলজ্জা হইয়া অবশ-ভাবে নলপাণিগ্রহণবার্ত্তা কহিতে আদরিণী হয়॥ ৫৯॥ অনন্তর সেই হংস, এরূপ কোমলাক্ষরা অথচ দ্রাক্ষারসবৎ অতিমধুরা রাজদুহিতার বচনপরম্পরা সাদরে শ্রবণ করিয়া, কোকিলকলভাষণে বা সুমধুর বীণাবাদনে অতীব ঘৃণাদান করিতে সুতরাং বাধিত হইয়াছিল॥ ৬০॥ দময়ন্তী মন্দাক্ষজন্য মন্দাক্ষর-সংযুক্ত বাক্‌বিন্যাস করিয়া অর্থাৎ লজ্জায় অস্পষ্টরূপে বাক্য কহিয়া নিবৃত্তি-ভাব অবলম্বন করিলেপর, হংস বৈদর্ভীর ঐ অস্ফুট ভাষণের অর্থাবধারণে কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়া বাক্যরূপ অমলমধু মুখকমলে যোজিত করিল, অর্থাৎ সুমধুর বাক্য কহিল॥ ৬১॥ করদ্বারা বিধুধারণ বাঞ্ছার ন্যায় অর্থাৎ হস্তদ্বারা চন্দ্র-গ্রহণ স্পৃহার ন্যায় তুমি অতি আদরিণী হইয়া যে বিষয় প্রস্তাব করিলে, শূদ্রবর্গ যেরূপ শ্রুতির বর্ণ শ্রবণে অনধিকারী আমিও কি সেই-রূপ ঐ প্রস্তাবার্থ শ্রবণে অধিকারী নই? যদ্যপি আমি উক্তার্থ সাধন

মনস্তু যং নোজ্ঝতি জাতু যাতু মনোরথঃ কণ্ঠপথং কথং সঃ।
কা নাম বালা দ্বিজরাজপাণিগ্রহাভিলাষং কথয়েদলজ্জা॥ ৫৯॥
বাচন্তদীয়াং পরিপীয় মৃদ্বীং মৃদ্বীকয়া তুল্যরসাং স হংসঃ।
তত্যাজ তোষং পরপুষ্টঘোষে ঘৃণাঞ্চ বীণাক্বণিতে বিতেনে॥ ৬০॥
মন্দাক্ষমন্দাক্ষরমুদ্রমুক্ত্বা তস্যাং সমাকুঞ্চিতবাচি হংসঃ।
তচ্ছংসিতে কিঞ্চন সংশয়ালুর্গিরা মুখাম্ভোজময়ং যুযোজ॥ ৬১॥

করিতে অসমর্থ তথাপি কি শ্রবণ করিতেও সমর্থ নহি? শ্রবণে বাধা কি আছে, ফলতঃ সেবিষয় আমি সাধন করিতে অধিকারী, তবে শ্রবণ করিতে কেন অধিকারী না হইব ॥ ৬২ ॥ দুর্লভ হউক বা সুলভই হউক, মনোরথ বিষয় প্রকাশ করিয়া বল, আমাতে গোপন অনুচিত। হে দময়ন্তি! চিত্তগোচর বিষয় আমাতে কেনইবা গোপন করিতেছ, কর-দ্বারা চন্দ্রগ্রহণ-কথনভঙ্গীতে মাদৃশ চতুরজন তোমার হৃদয়গত বিষয় সকলই অবগত হইয়াছে, অতএব আমাতে উহা গোপন করায় কি ফলোদয় হইবে? চতুরজন চিত্তগোচর বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, চিত্তের অগোচর বিষয়ও তাহারা জানিতে সমর্থ হয়, কেননা দেখ অনলস জন চিত্তের অগোচর পরমাত্মাকেও প্রাপ্ত হইতে পারে, চিত্তগোচর বিষয়ে তাহাদিগের অনবগতির সম্ভাবনা কি, অতএব সূক্ষ্মার্থদর্শী এজন তোমার মনোগত বিষয় অবশ্যই জ্ঞাত আছে, অতএব প্রকাশ করিয়া বল, আমি উহা নিশ্চয় সাধন করিতে সমর্থ হইব ॥ ৬৩ ॥ যদি বল, মনোগত বিষয় বিশ্বস্তেই বক্তব্য, তুমি বিহঙ্গমজাতি তোমাতে কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? সত্য, আমি পক্ষিজাতি সুতরাং অনভিজ্ঞ বটে তাহার সন্দেহ কি, কিন্তু হে অতিক্ষীণমধ্যে ভৈমি! এই ত্রিভুবন জনগণ-মধ্যে সত্যবাদিতা বা সামাজিকতার প্রশ্ন-বিষয়ে মদীয় যশঃ অবশ্যই প্রথিত আছে, যদ্যপি আমি পক্ষিযোনিত্ব হেতুক কার্য্যাকার্য্যানভিজ্ঞ, তথাপি সত্যবাদী ও সামাজিকগণের অগ্রগণ্য বটে, অতএব বিশ্বাস

করেণ বাঞ্ছেব বিধুং বিধর্ত্তুং যমিত্থমাত্থা দরিণী তমর্থং।
পাতুং শ্রুতিভ্যামপি নাধিকুর্ব্বে বর্ণং শ্রুতের্ব্বর্ণ ইবান্তিমঃ কিং ॥ ৬২ ॥
অবাপ্যতে বা কিমিয়ন্তবত্যা চিত্তৈকপদ্যামপি বিদ্যতে যঃ।
যত্রান্ধকারঃ কিলচেতসোঽপি জিহ্মেতরৈর্ব্রহ্ম তদপ্যবাপ্যং ॥ ৬৩ ॥

কর্ত্তব্য ॥ ৬৪ ॥ হংসের স্বীয় সত্যবাদিতা প্রকটন। হে ভীমকুমারি! আমাদিগের বদনবাসবতী যে সরস্বতী অর্থাৎ বাণী সদাই সাধুসঙ্গরূপ উৎকর্ষতাগুণে একান্তই বদ্ধা আছেন, এজন্য সুতরাং প্রতিবেশিনী অর্থাৎ ব্রহ্মমুখোচ্চরিতত্ব হেতুক অতি সমীপবর্ত্তিনী শ্রুতির সমীপে যেন লজ্জাভয়েই যথার্থ মার্গ হইতে স্খলিত হইতে অসমর্থা, কেননা অন্য-বস্তুও গুণবদ্ধ হইলে কখনই স্খলিত হয় না, অর্থাৎ অনবরত ব্রহ্মমুখো-চ্চরিত বেদধ্বনি শ্রবণদ্বারা পবিত্রান্তঃকরণতা জন্য কদাপিও মিথ্যা-কথনে প্রবৃত্তি রাখিনা, অতএব আমি যাহা কহিব কখনই মিথ্যা বোধ করিবেন না ॥ ৬৫ ॥ এক্ষণে হংস আপনার অলৌকিক সামর্থ্য প্রকাশদ্বারা ভৈমীর অনুরাগ বর্দ্ধন করিতেছে। হে রাজনন্দিনি! জল-ধিমধ্যশায়িনী লঙ্কাপুরী দর্শনে বা গমনে কি ভবদীয় চিত্তের অভিলাষ হইতেছে? না অন্য কোন বস্তুলাভার্থই অভিলাষ হইতেছে? কোন্ দুষ্প্রাপ্য বস্তুতে আপনার একান্ত চিত্তস্পৃহা, উহা আমায় কহিতে লজ্জা করিও না, ফলতঃ আপনার স্পৃহনীয় বিষয় সুলভ বা দুর্লভই হউক, তাহা ভবদীয় শয়ে অর্থাৎ করে একান্তই শয়ালু জানিবেন, অর্থাৎ দুষ্কর-কার্য্য-সাধনেও আমি সমর্থ, অতএব মনোগত বিষয় প্রকাশ করিয়া বল ॥ ৬৬ ॥ অনন্তর হংসের প্রতি ভৈমীর উক্তি। ভীমতনয়া হংসমুখ হইতে ঐরূপ অত্যাহ্লাদজনক স্বাভিলাষসাধনযোগ্য বাক্য শ্রুতিগোচর মাত্র সুতরাং অমনি অতিমাত্র হর্ষিতা হইয়া উঠিলেন, এবং

ঈশাণিমৈশ্বর্য্যবিবর্ত্তমধ্যে লোকেশলোকেশয়লোকমধ্যে।
তির্য্যঞ্চ মপ্যঞ্চ মৃষা নভিজ্ঞ রসজ্ঞতোপজ্ঞসমজ্ঞমজ্ঞং ॥ ৬৪ ॥
মধ্যে শ্রুতীনাং প্রতিবেশিনীনাং সরস্বতী বাসবতী মুখে নঃ।
হ্রিয়েব তাভ্যঃ স্খলতীয়মদ্ধা পথান্নসং সর্গগুণেন বদ্ধা ॥ ৬৫ ॥
পর্য্যঙ্কতাপন্ন সরস্বদঙ্কাং লঙ্কাপুরী মপ্যভিলাষি চিত্তং।
কুত্রাপিচেদ্বস্তুনি তে প্রয়াতি তদপ্যবেহি স্বশয়ে শয়ালু ॥ ৬৬ ॥

পরক্ষণেই স্বরসনায় নলাভিলাষ কথনে একান্ত লজ্জিতা হইয়াও আবার কহিলেন। দেখ হংস মদীয় চিত্ত লঙ্কায় অয়ন অর্থাৎ গমন করিতেছেনা, আমার লঙ্কাপুরী দর্শনে বা গমনে স্পৃহা নাই, এবং অন্য কোন রমণীয় বস্তুতেও অভিলাষ নাই, অথচ মদীয় চিত্ত কেবল নল-কামনাই করিতেছে, অর্থাৎ নলরাজার সহিত পরিণয়বিষয়েই আমার একান্ত অভিলাষ, অন্য কোন ভূপতিতে অভিলাষ নাই॥ ৬৭॥ কিন্তু ভৈমীর ঐ পূর্ব্বোক্ত শ্লেষ বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও তদ্বাক্যের দৃঢ়তা জানিবার জন্যই তাঁহার প্রতি হংসের পুনঃপ্রশ্ন। মানসসরোবরের সেই প্রসিদ্ধ রাজহংস বালাজনশীলশৈলে অর্থাৎ দুর্জ্জ্ঞেয়ত্ব নিমিত্ত ভৈমীর অতিগহন স্বভাবরূপ পর্ব্বতে যে ত্রপারূপা তরঙ্গিণী বিরাজমানা হইয়াছে, তাহাতে অনঙ্গরূপ মত্তমাতঙ্গের মজ্জন বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ কামপীড়িতা বালা দময়ন্তী লজ্জাবশতই স্বাভিলাষ প্রকাশ করিতে অসমর্থা, এইরূপ বিচার করিয়া অস্পষ্টরূপে ভাষমাণা ভৈমীকে পুনর্ব্বার কহিল। অন্যত্রেও শৈলনদীতে মাতঙ্গগণ মজ্জন করিয়া থাকে॥ ৬৮॥ হে দময়ন্তি! তুমি অদ্বিতীয় শ্লেষকবি স্বীকার করিলাম, তা যাহাই বা হউক আমি কি এমনই অবোধ যে তোমার ঐ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ শ্লেষ কথনের মর্ম্মার্থ আমি বুঝিতে পারি নাই? অবশ্যই বুঝিয়াছি, অর্থাৎ প্রথমোক্ত শ্লেষ কথনের অর্থ ভূপতি নল-সহ পাণিগ্রহণ-স্পৃহা। দ্বিতীয় শ্লেষ কথনের অর্থ মদীয়চিত্ত নলকা-

---

ইতীরিতা পত্ররথেন তেন হ্রীণা চ হৃষ্টা চ বভাণ ভৈমী।
চেতো ন লংকাময়তে মদীয়ং নান্যত্র কুত্রাপিচ সাভিলাষং॥ ৬৭॥
বিচিন্ত্য বালাজনশীলশৈলং লজ্জানদীমজ্জদনঙ্গনাগং।
আচষ্ট বিস্পষ্ট মভাষমাণামেতাং স চক্রাঙ্গপতঙ্গশক্রঃ॥ ৬৮॥

মনাই করিতেছে, ইহাই তোমার মনোগত অভিপ্রায়॥ ৬৯॥ তবে যদি বল আমার অভিপ্রায় যদি বুঝিতেই পারিয়াছ কেনই আর লজ্জাত্যাগ করাইয়া বার বার বলাইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছ? কিন্তু শুন দময়ন্তি! কেবল ত্বদীয় চিত্তের স্থৈর্য্যবিপর্য্যয় সন্দেহ করিয়াই আমি তোমার পুনঃ পুনঃ শ্লেষ কথন বিষয়ে অনভিজ্ঞের ন্যায়ই হইয়া রহিয়াছি, কারণ অতিচপলশীল বালাজনহৃদয়ে অন্যের কথা দূরে থাকুক, চ্যুতিভয়ে স্বয়ং কুসুমেষু ও আশু ইষুমোচনে অসমর্থ হয়েন, বালাজনের চিত্তচাঞ্চল্য হেতুক তোমার নলাভিলাষের নিশ্চয়াভাব ভাবিয়া আমি অজ্ঞই হইয়াছি, অতএব নিশ্চয়ার্থ পুনর্ব্বার বলাইতেছি॥ ৭০॥ কারণ সেই নৈষধেন্দ্র নলকে মহীমহেন্দ্র বলিয়াই জানিবেন, অতএব আমি স্বয়ং তাঁহাকে এরূপ প্রস্তাব কেমন করিয়াই বা জানাইব, যে মহারাজ এক স্পৃহনীয় প্রসঙ্গ উপস্থিত, কিন্তু বালাজনের হৃদয়চাঞ্চল্য প্রযুক্ত একান্তই সংশয়কম্প্র বোধ হইতেছে, অর্থাৎ উহা ঘটিলেও বা ঘটিতে পারে, হে দময়ন্তি! আমি একান্ত বিশ্বাসভাজন হইয়া সেই রাজাধিরাজ সমীপে এরূপ অনিশ্চিত বিষয় প্রস্তাব করিতে কখনই সমর্থ হইব না, যেমন ইতরজন লজ্জাভয়াদি পরিত্যাগ করিয়া ভূপালাগ্রে অবাধেই অনিশ্চিতার্থ প্রস্তাব করে, ভদ্রজন কি সেরূপ করিতে সমর্থ হয়? কখনই নয়॥৭১॥ ভাল দময়ন্তি! জনকানুমতিক্রমে বা নিজেচ্ছা বশতঃ যদি তুমি পরিশেষে নলেতর আশ্রয়

নৃপেণ পাণিগ্রহণস্পৃহেতি নলং মনঃ কাময়তে মমেতি।
আশ্লেষি ন শ্লেষকবের্ভবত্যাঃ শ্লোকদ্বয়ার্থঃ সুধিয়া ময়া কিং॥ ৬৯॥
ত্বচ্চেতসঃ স্থৈর্য্যবিপর্য্যয়ন্তু সম্ভাব্য ভাব্যস্মিতদজ্ঞ এব।
লক্ষ্যে হি বালাহৃদি লোলশীলে দরাপরাদ্ধেষু রপি স্মরঃ স্যাৎ॥ ৭০॥
মহীমহেন্দ্রঃ খলু নৈষধেন্দ্র স্তদ্বোধনীয়ঃ কথমিত্থমেব।
প্রয়োজনং সংশয়কম্প্র মীদৃক পৃথগ্জনেনেব স ময়া বুধেন॥ ৭১॥

করিতে অনুরাগিণী হও তবে প্রীতিভাজন এজনের প্রতি সেই পৃথ্বী-পতির প্রতীতি কিরূপ প্রতীয়মান হইবে বল দেখি? ফলতঃ আমি তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন অভাজন হইয়াই থাকিব সন্দেহ নাই॥ ৭২॥ অতএব ভৈমি তুমি কি আমায় নলেতরাশ্রয়রূপ শঙ্কাকর্ণ বিষয়েই নিয়োগ করিতে নিশ্চয় করিলে? কিন্তু আমি একান্তই মিনতি করিয়া কহিতেছি সম্পূর্ণ সংশয় পূর্ণ কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পণ করিবেন না, হে উর্ব্বীপতিপুত্রি! তুমি ইহা ভিন্ন আর যাহা যাহা প্রার্থনা করিবে তৎসমুদয়ই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব, কিন্তু প্রাণান্তেও ওরূপ কার্য্যের ভারবহনে সমর্থ হইব না॥৭৩॥ অনন্তর ক্ষিতীন্দ্রসুতা দময়ন্তী অসম্মতি জন্য কম্পিতমস্তকে সেই পূর্ব্বোক্ত হংসের বচনপরম্পরা কর্ণান্তর্গত জলাদিবৎ অপসারিত করত অথচ অগ্রাহ্যত্বরূপে বিজ্ঞাপন করত লজ্জারও অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন॥ ৭৪॥ হে হংস! আমার গুরুজন আমাকে নলেতরে সমর্পণ করিবেন এইরূপ কল্পনাই যদি তোমার হৃদয়ে বেদস্বরূপ অর্থাৎ বেদবৎ প্রমাণভূত হইয়া থাকে, ফলতঃ যদি তুমি ইহাই স্থির করিয়া থাক, তবে ঐ বেদকে কখনই আর অসহায় রাখা উচিত হয় না, কেননা, ওঙ্কার ভিন্ন বেদের উচ্চারণ অসম্ভব, অতএব তবে সর্ব্বরীর সোমেতরকান্তশঙ্কাকে ঐ বেদের পুরোবর্ত্তি ওঙ্কার স্বরূপ মানিতে হইবে, হায়! রাত্রির চন্দ্রাতিরিক্ত কান্ত প্রথমে না ভাবিয়া আমার নলাতি-

---

পিতুর্নিয়োগেন নিজেচ্ছয়া বা যুবানমন্যং যদি বা বৃণীষে।
ত্বদর্থমর্থিত্বকৃতি প্রতীতিঃ কীদৃঙ্ময়ি স্যান্নিষধেশ্বরস্য॥ ৭২॥
ত্বয়াপি কিং শঙ্কিতরাবক্রয়েঽস্মিন্নধিক্রিয়ে বা বিষয়ে নিধাতুং।
ইতঃ পৃথক্ প্রার্থয়সে তু যদ্যৎ কুর্ব্বে তদুর্ব্বীপতিপুত্রি সর্ব্বং॥ ৭৩॥
শ্রবঃ প্রবিষ্টাইব তদ্গিরস্তা বিধূয় বৈমত্যধুতেন মূর্দ্ধ্না।
উচে হ্রিয়োঽপিপ্রার্থিতাস্নু রোধা পুনর্ধরিত্রী পুরহূতপুত্রী॥ ৭৪॥

রিক্ত কান্তকে ভাবনা করা কি তোমার উচিত হইল? অর্থাৎ যেমন সর্ব্বরীর শশাঙ্কাতিরিক্ত কান্ত নাই তেমনি আমারও নলাতিরিক্ত কান্ত অতীব অসম্ভব ॥ ৭৫ ॥ হে হংস! কমলিনীমানসানুরাগবৃত্তির অনর্কসম্পর্ক তর্ক না করিয়া অর্থাৎ পদ্মিনীর অন্তঃকরণানুরাগের সূর্য্যাতিরিক্ত সম্বন্ধ বিচার না করিয়া তুমি আমার নলেতরসহ পাণি-গ্রহণ শঙ্কা অবাধেই করিতেছ, অতএব তোমার কি সাহস আমি বলিতে পারি না। দেখ হংস! যদি কমলিনীর দিনমণি ভিন্ন কান্ত সংঘটন হয় তবে আমারও নলাতিরিক্ত কান্ত অবশ্যই ঘটিবেক সন্দেহ নাই ॥ ৭৬ ॥ আর তুমি পূর্ব্বে ইহাও অতি সাধু তর্ক করিয়াছ, যে আমি স্বয়ং নলেতর আশ্রয় করিব, অতএব তোমার এই পরিণাম-দর্শিতায় আমি একান্তই বাধিত হইলাম। দেখ হংস! নললাভ না হইলে আত্মপ্রহারার্থই আমি অনল অর্থাৎ হুতাশন আশ্রয় করিব, কিন্তু সেই ভূপাল সমীপে তোমাকে মিথ্যাবাদী করিবার জন্য কখনই অনল অর্থাৎ নলভিন্ন যুবা আশ্রয় করিব না, ফলতঃ তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি নলব্যতিরেকে একান্তই আত্মঘাতিনী হইব সন্দেহ নাই ॥ ৭৭ ॥ এবং হে হংস! তুমি যে তর্ক দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছ যে আমি তোমাকে প্রতারণাই করিতেছি, ভাল জিজ্ঞাসা করি সেই তর্ক দ্বারা তোমার ইহাও ত বিচার করা উচিত, যে তোমাকে প্রতারণা করিলে আমার কি ফলোদয় হইবে, অতএব প্রতা-

---

মদন্যদানং প্রতি কল্পনাভুৎ বেদস্তদীয়ে হৃদি ভাবনেষা।
নিশোহপি সোমেতরকান্তশঙ্কা মোঙ্কারমগ্রেসরমস্য কুর্য্যাঃ ॥ ৭৫ ॥
সরোজিনীমানসরাগবৃত্তেরনর্কসম্পর্কমতর্কয়িত্বা।
মদন্যপাণিগ্রহশঙ্কিতেয়মহো মহীয়স্তব সাহসিক্যং ॥ ৭৬ ॥
সাধু ত্বয়া তর্কিতমেতদেব স্বেনানলং যৎকিল সংশ্রয়িষ্যে।
বিনামুনা স্বাত্মনি তু প্রহর্ত্তুং মৃষা গিরং ত্বাং নৃপতৌ ন কর্ত্তুং ॥ ৭৭ ॥

য়ণার ফলোদয় কথনে মৌনাবলম্বন করা উচিত নয়, দেখ লোকে কোন প্রয়োজনোদ্দেশেই প্রতারণা করিয়া থাকে, অতএব প্রয়োজন না জানিয়া যে আত্মাকে মৎপ্রতার্য্য জ্ঞানকরা ইহা কখনই উচিত নয়, কিম্বা যদি বল মদ্বচনেরই বা প্রামাণ্য কি, কিন্তু ব্যভিচারবিরহিতা মদ্বাণী যদি বেদবৎ প্রমাণভূতা না হইবে তবে আর কোন্ বিষয়ে প্রামাণ্য হইবে, ব্যভিচারদোষশূন্য কথনের অপ্রামাণ্য হইলে বেদেরও অপ্রামাণ্য মানিতে হইবে, সুতরাং ব্যভিচারশূন্য মদ্বচনে বিশ্বাস কর্ত্তব্য ॥ ৭৮ ॥ আর পিতা যদি আমাকে নলভিন্নে প্রদান করেন তবে অতিকৃশা এ তনয়াকে কি কৃশানুতে নিক্ষেপ করিবেন না? অবশ্যই অনলসাৎ করিবেন সন্দেহ নাই, কেননা নলেতরসহ পরিণয়পূর্ব্বেই আমি প্রাণত্যাগ করিব, অনন্তর পিতা কেবল আমার শরীর মাত্রই নলেতরে অর্থাৎ অনলে সমর্পণ করিবেন, ফলতঃ হংস! ইহাতেই বিবেচনা কর যে পিতা আমার মরণব্যবসায় নিশ্চয় করিয়া নলহস্তেই আমাকে সমর্পণ করিবেন, আর যদ্যপিও অন্য পাত্রে আমাকে প্রদান করেন, তথাপিও আমার প্রাণের নাথ সেই নলকেই জানিও, এবং সেই পিতা নিশ্চয় অপত্যতনুরই প্রভু, সুতরাং তদধীন শরীরের যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন, প্রাণ আমার নলের অধীন, অতএব পিতা অন্য পাত্রে প্রদান করেন করুন, আমি কিন্তু জন্মান্তরেও প্রাপ্তিলালসায় নলোদ্দেশে হুতাশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥ ৭৯ ॥ আহা হংস! তুমি সাধু, কেননা আমার সেই চিরাভিলষিত অদ্বিতীয়

মদ্বিৎ লভ্যং পুনরাহ যস্ত্বাং তর্কঃ স কিং তৎফলবাচি মূকঃ।
অশক্যশঙ্কব্যভিচারহেতুর্বাণী ন বেদা যদি সন্তু কেতু ॥ ৭৮ ॥
অনৈষধায়ৈব জুহোতি তাতঃ কিং মাং কৃশানৌ ন শরীরশেষাং।
ঈষ্টে তনূজন্মতনোঃ স নূনং মৎপ্রাণনাথস্তু নলস্তথাপি ॥ ৭৯ ॥

নলদাসীত্বপদ অপেক্ষাও রম্য বস্তু বিধান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, বস্তুতঃ আমার সেই নলদাসীত্বেই অভিলাষ, অতএব তুমি তাহাই সম্পন্ন কর, অন্য আর কিছুই তোমার নিকট প্রার্থনা করি না, কেননা নিষ্প্রয়োজন রম্য বস্তুও অকিঞ্চিৎকর। দেখ দেখি নলিনী দিনমণির অভাবে কি অপরিমিত সুধার আকর সুধাকরে অনুরাগিণী হয়? কখনই নয়॥ ৮০॥ দেখ হংস! আমার অন্তঃকরণ কেবল সেই নলেতেই অভিলাষুক, সুতরাং অমূল্য চিন্তামণিনামক রত্ন লাভেও আমার চিন্তা নাই, কেননা সেই ত্রিলোকীশ্রেষ্ঠ পদ্মমুখ নিধিস্বরূপ নলই আমার চিত্তে বিরাজমান আছেন, অতএব অন্য ত্রিলোকীশ্রেষ্ঠ পদ্মমুখে অর্থাৎ পদ্ম প্রভৃতি অষ্ট নিধিতে আমার কি প্রয়োজন, অর্থাৎ সেই নলই আমার ত্রিলোকীসার পদ্মমুখ অষ্টনিধি, সুতরাং যাহার অষ্টনিধি বিরাজমান তাহার আর চিন্তামণিতে কি প্রয়োজন? ॥ ৮১॥ আর শুন হংস! অধুনাই যে কেবল তোমার মুখে গুণরাশি শ্রবণ করিয়া বালভাবে তাঁহাকে স্পৃহা করিতেছি তাহাও নয়, পূর্ব্বাবধিই তাঁহাতে আমি জাতানুরাগা আছি, পূর্ব্বে দ্বিজবন্দ্যাদিমুখে তাঁহাকে অনেক বার শুনিয়াছি, এবং মোহবশতঃ সকল দিকেই দর্শন করিয়াছি, অর্থাৎ উন্মাদপ্রসাদে সকল জগৎতন্ময় দেখিয়াছি, তথা অনন্য হৃদয়ে সদাই ধ্যান করিয়াছি, অতএব অদ্য আমার সেই অসাধারণ গুণসমুদায়ের একাধার নললাভ বা প্রাণাপগম এই অবশিষ্ট দ্বয় তোমারই হস্তে ন্যস্ত দেখিতেছি, কারণ পূর্ব্বরাগে অভিলাষাদি মরণান্ত যে দশটি

তদেকদাসীত্বপদাদুদগ্রে মদীপ্সিতে সাধু বিধিৎসুতা তে।
অহেলিনা কিং নলিনী বিধত্তে সুধাকরেণাপি সুধাকরেণ॥ ৮০॥
তদেকলুব্ধে হৃদি মেঽস্তি লব্ধুং চিন্তা ন চিন্তামণিমপ্যনর্ঘ্যং।
চিত্তে মমৈকঃ সকলত্রিলোকীসারো নিধিঃ পদ্মমুখঃ স এব॥ ৮১॥

কামদশা বিরহিগণের জন্মিয়া থাকে তন্মধ্যে নবদশা আমি অনুভব করিয়াছি, সুতরাং নললাভ বা দশমদশা এ উভয় তোমারই অধীনে বিদ্যমান ॥ ৮২ ॥ অতএব হে আর্য্য ! এক্ষণে শরণপ্রাপ্ত জনের পালন এবং এ অধীনীর প্রাণ অধীনীকেই বিতরণ করিয়া এই ত্রিভুবনে পুণ্য সঞ্চয় করিতে আর তোমার আলস্য করা উচিত নয়, তবে পূর্ব্বে সেই গুরুজনাজ্ঞায় বা নিজেচ্ছায় অন্য বরাভিলাষরূপ বৃথা শঙ্কা এক্ষণে পরিত্যাগ কর, আপনি অতিসাধু আপনার এরূপ সঙ্কোচরূপা ভঙ্গী কখনই অঙ্গীকার করা উচিত নয় ॥ ৮৩ ॥ এবং হে পরপ্রিয়করণবিজ্ঞ হংস ! আপনি এ অধীনীর প্রার্থনা অতিক্রম করিবেন না, তথা করণীয় বিষয়ে বিবিধ প্রতিকূলতাও ত্যাগ করা উচিত, এবং বচনকারিতারূপ যে পদ অর্থাৎ ব্যবসায় অথচ চরণ তাহা হইতে প্রকাশিত তথা দুর্জ্জন কর্ত্তৃকও প্রশংসিত যে যশোরূপ পথ তাহা হইতে স্খলিত হওয়া কদাপিও বিধেয় নয়, অর্থাৎ হংসসদৃশ পরোপকারী ত্রিজগতেও দৃষ্ট হয় না, দুর্জ্জনগণও যাহাতে তোমাকে এইরূপে প্রশংসা করে সেরূপ করা কর্ত্তব্য বটে, ফলতঃ আপনার কৃপাপাঙ্গে দর্শন ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর নাই ॥ ৮৪ ॥ এবং হে হংস ! নলরূপ মদীয় জীবন অন্যজনে নয় আমাতেও প্রদানে অনিচ্ছুক হইতেছ, অতএব ঈদৃশ বদ্ধমুষ্টি অর্থাৎ কৃপণশিরোমণি যে তুমি তোমার অর্থিসন্তোষার্থ স্বজীবদাতার সমীপে কি লজ্জালেশও

শ্রুতঃ স দৃষ্টঃ স হরিৎসু মোহাদ্ধ্যাতঃ স নীরন্ধ্রিতবুদ্ধিধারং।
মমাদ্য তৎপ্রাপ্তিরসুব্যয়ো বা হস্তে তবাস্তে দ্বয়মেব শেষঃ ॥ ৮২ ॥
সঞ্চীয়তামাশ্রিতপালনোত্থং মৎপ্রাণবিশ্রাণনজন্ম পুণ্যং।
নিবার্য্যতামার্য্য বৃথা বিশঙ্কা ভদ্রেহপি মুদ্রেয়মযে ত্বৃশংকা ॥ ৮৩ ॥
অলং বিলঙ্ঘ্য প্রিয়বিজ্ঞ যাচ্ঞাং কৃত্বাপি বাম্যং বিবিধং বিধেয়ে।
যশঃপথাদাশ্রবতাপদোত্থাৎ খলু স্খলিত্বাহস্ত খলোক্তিখেলাৎ ॥ ৮৪ ॥

বোধ হইতেছে না? তবে সুতরাং তোমার স্বকর হইতে অতি পবিত্র যশোধর্ম্ম এ উভয়ই বিনষ্ট হইতেছে, যে ব্যক্তি অন্যদীয় বস্তু গ্রহণ করিয়া তাহাকেই পুনঃ প্রদানে কাতর হয় তাহার স্বজীবনদাতার সমীপে লজ্জা অবশ্যই হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার তাহা দেখিতেছি না, অতএব কীর্ত্তি ধর্ম্ম এ উভয়ই তোমার বিনষ্ট হইল ॥ ৮৫ ॥ পুনঃ সানুনয়ে কহিতেছেন। হে হংস! আমার জীবপ্রদ যে তুমি তোমাকে উভয়ের সাম্যহেতুক স্বজীবন প্রতিদান করিয়া অবাধেই ঋণ হইতে মুক্ত হইব, কিন্তু জীবাধিক সেই নলকে প্রদান করিলে যে কি প্রকারে তোমার ঋণ হইতে মুক্ত হইব বলিতে পারি না, কেননা সেই জীবাধিক নলতুল্য আর আমার কিছুই নাই, সুতরাং সেই নলদান দ্বারা ত্বরায় আমাকে অসীম দারিদ্র্যসমুদ্রে নিমগ্ন করাই উচিত, তাহা হইলে যাবজ্জীবন তোমারই অধমর্ণা হইয়া রহিলাম ॥ ৮৬ ॥ আর হংস! তুমি সেই অমূল্য নলমূল্য দিয়া আমার জীবনরূপ বিক্রেয়-বস্তু ক্রয় করিয়া আবার আমাকেই প্রদান কর, অর্থাৎ অতি ত্বরায় নলদান করিয়া আমাকে বাঁচাও, ইহাতে তোমার আর অন্য কোন লাভ নাই সত্য, তথাপিও পবিত্র পুণ্য সঞ্চয়ে বাধা কি আছে। যদি বল পুণ্য পরত্রফলদ আমি ঐহিক বিষয়ের অভিলাষী, কিন্তু হে প্রাণনাথপ্রদ! প্রতিদানোপযুক্ত বস্তু যদিও তোমাকে দান করিতে আমার সামর্থ্য নাই তথাপিও তোমার অমল যশঃ গান করিতে অবশ্যই সামর্থ্য হইবে, অর্থাৎ হংসপ্রসাদেই আমি জীবিতা আছি

স্বজীবমপ্যর্থিমুদে দদন্ত্যস্তব ত্রপা নেদৃশবদ্ধমুষ্টেঃ।
মহ্যং মদীয়ান্ যদসূনদিৎসোর্দ্ধর্ম্মঃ করান্তূ শ্যতি কীর্ত্তিধৌতঃ ॥ ৮৫ ॥
দত্বা স্বজীবং ত্বয়িজীবদেঽপি শুদ্ধ্যামি জীবাধিকদে তু কেন।
বিধেহি তস্মাৎ ত্বদৃণেষু শোকু সমুদ্রদারিদ্র্যসমুদ্রমগ্নাং ॥ ৮৬ ॥

এরূপ কীর্ত্তি অবশ্যই গান করিতে পারিব, অতএব কীর্ত্তিমাত্র উদ্দে-শেই আমার জীবন রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য ॥ ৮৭ ॥ স্বাভীষ্টলাভ না করিয়াও সাধুজনেরা উপকার করিয়া থাকেন। দেখ ধনলুব্ধ জ-নেরা এক কপর্দ্দকমাত্র দানোপকারেও অনায়াসলভ্য কৃতজ্ঞগণকে পরিতুষ্ট করিতে পরাঙ্ মুখ, কিন্তু পরোপকরণে সাধু সাধুগণ প্রাণ-দানরূপ মূল্য দ্বারাও সেই সকল কৃতজ্ঞকে বাধিত করেন, অতএব তুমি পরম সাধু এই জন্যই বলি আপনার প্রয়োজনাভাব হইলেও নলদানে আমাকে যাবজ্জীবন উপকারজ্ঞা করা উচিত ॥ ৮৮ ॥ যেহে-তুক সেই ভূপাল নলই রাজত্ব নিমিত্ত লোকপালগণের অংশে জন্মি-য়াছেন বলিয়া ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপাল স্বরূপই বিরাজমান, অতএব সেই ইন্দ্রাদিরূপ নলকেই আমি একাগ্রচিত্তে অহর্নিশ ধ্যান করি-তেছি, সুতরাং সেই লোকপালগণ অবশ্যই প্রসন্ন আছেন সন্দেহ নাই, দেবগণ অনবরত ধ্যানেই প্রসন্ন হন, নতুবা হে হংস! কেনই বা তুমি স্বয়ং আসিয়া আমার সেই নলপ্রাপ্তি-বিষয়ে প্রতিভূ হইয়াছ, ইহা লোকপালপ্রসাদভিন্ন কখনই ঘটিতে পারে না, আমার বিশ্বাস নিমিত্ত লোকপালেরাই তোমাকে প্রতিভূ করিয়া পাঠাইয়াছেন, কেননা লোকে ঋণদানাদিবিষরে অগ্রে প্রতিভূ আসিয়া অধমর্ণের পক্ষপাতী হওত কহিয়া থাকে, তুমি শঙ্কা করিওনা আমিই ইহা সম্পন্ন করিব; সেইরূপ তুমিও আসিয়া আমার বিশ্বাস নিমিত্ত প্রথমে কহিয়াছ যে তোমার অভিলষিত বিষয় স্বকরে শয়ালু জানিও, ইহাতে

ক্রীণীষ্ব মজ্জীবিতমেব পণ্যমন্যন্নচেদস্তি তদস্তু পুণ্যং।
জীবেশদাতর্যদি তেন দাতুং যশোঽপি তাবৎ প্রভবামি গাতুং ॥ ৮৭ ॥
বরাটিকোপক্রিয়য়াপি লভ্যায়েভ্যাঃ কৃতজ্ঞানথবাম্রিয়ন্তে।
প্রাণৈঃ পণৈঃ স্বং নিপুণং ভণন্তঃ ক্রীণন্তি তানেব তু হন্ত সন্তঃ ॥ ৮৮ ॥

আমিও বুঝিয়াছি যে নলদানে তুমিই প্রতিভূ হইয়াছ, অতএব লোকপাল পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটই নলযাচ্ঞা করিতেছি, তুমিই অনুকূল হইয়া তাঁহাকে প্রদান কর ॥ ৮৯ ॥ আর শুন হংস! অকাণ্ডে অর্থাৎ কন্যাবস্থায় অনুচিতত্ব হেতুক অসময়ে আমাতে আত্মভূ কর্ত্তৃক অর্থাৎ কাম কর্ত্তৃক জনিত যে রণ অর্থাৎ রহস্যকথনরূপ শব্দ তুমি বি অর্থাৎ পক্ষী হইয়াও ইহার মূল অর্থাৎ কারণ হইয়াছ, সুতরাং তুমিই নলদত্ব অর্থাৎ নলদাতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ নলকে প্রদান করিয়া কেনই বা আমার হৃদয়চন্দনলেপকার্য্যের সাধন না করিবে, ফলতঃ অবশ্যই করা উচিত বটে, কেননা দেখ দেখি কৌমারাবস্থায় কামরহস্যকথন নিন্দিত হইলেও তোমারই অনুরোধে কহিয়াছি, অতএব নলদ হইয়া আমার হৃদয় শীতল করা তোমার অবশ্যই কর্ত্তব্য বটে। অথচ অকাণ্ড অর্থাৎ স্কন্ধরহিত যেরূপে হয় সেইরূপে আত্মভূ কর্ত্তৃক অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জনিত যে বীরণ অর্থাৎ তৃণ বিশেষ তাহারই মূলের ন্যায় তুমি আমার প্রতি উদয় হওত নলদত্ব অর্থাৎ উষীররূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদয়চন্দনলেপকার্য্যের সাধন কেনইবা না করিবে, ফলতঃ অবশ্যই করিবা সন্দেহ নাই ॥ ৯০ ॥ অতএব হে হংস! এক্ষণে শুভকার্য্যে সত্বর হও, আর বিলম্ব করিও না, বিলম্বে বিঘ্নোপস্থিতির সম্ভব, তাহা হইলে সে কার্য্য সাধন দুর্ঘট হইয়া উঠিবে, যদি বল সময় বিচার না করিয়া কিরূপে কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু দেখ হংস! স্থৈর্য্যসহ কার্য্যেই

স ভূভৃদষ্টাবপি লোকপালাস্তৈর্মে তদেকাগ্রধিয়ঃ প্রসেদে।
ন হীতরস্মাদ্ঘটতে যদেত্য স্বয়ং তদাপ্তিপ্রতিভূর্মমাভূঃ ॥ ৮৯ ॥
অকাণ্ডমেবাত্মভুবার্জ্জিতস্য ভূত্বাপি মূলং ময়ি বীরণস্য।
ভবান্ন মে কিং নলদত্বমেত্য কর্ত্তা হৃদশ্চন্দনলেপকৃত্যং ॥ ৯০ ॥

বারবেলাদি বিচার করিয়া থাকে, অতএব বিলম্ব হইলে একার্য্যে অবশ্যই বিঘ্ন ঘটিবে, সুতরাং সময় বিচার করিতে প্রবৃত্তহইলে এ অধীনার প্রতি অবিচার করা হয়, দেখ যেরূপ অতিতীক্ষ্ণা শিষ্যপ্রজ্ঞা গুরূপদেশ প্রতীক্ষা করেনা সেইরূপ বিরহযাতনাও কদাচিৎ কালবিচার প্রতীক্ষা করিতে পারেনা, অতএব হংস! দয়াদান করিয়া ত্বরায় সত্বর হও ॥ ৯১ ॥ আর দেখ হংস তুমি নলসমীপে যাইয়া যদি দেখ তিনি রমণীয়রমণীপার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন তবে কদাপিও মদভিলাষ প্রকাশ করিও না, কেননা সে সময়ে সেই প্রিয়ার বদনবিধুর অনুরোধবলে অন্য বধূর প্রসঙ্গ হইলে অপ্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৯২ ॥ এবং যদি দেখ তিনি অন্তঃপুরপ্রমদাজনসম্ভোগে একান্তই পরিতৃপ্ত আছেন তাহা হইলে কদাপিও আমার এ প্রস্তাব জানাইবে না, তাহা হইলে পরিশেষে একান্তই মনস্তাপ পাইতে হইবে, কেননা দেখ তুষারবৎ শীতলা অথচ সুগন্ধি ও সুরসা বারিধারা তৃষ্ণার্ত্তেতর জনের কেনইবা আদরণীয়া হইবে, অতএব তুমি বিজ্ঞ অবশ্যই জ্ঞানাধীন কার্য্য করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৯৩ ॥ কিম্বা নলান্তঃকরণ যদি ক্রোধকলুষ বোধ কর তাহা হইলে মৎপ্রয়োজনবচন কদাপিও অর্পণ করিও না, কেননা হে হংসকুলালঙ্কারভূত! পিত্তদূষিত রসনার মধুররসেও বাসনা হয় না, যে হেতুক উহা নিম্ববৎ তিক্তানুভূতই

অলং বিলম্ব্য ত্বরিতুং হি বেলা কার্য্যে কিল স্থৈর্য্যসহে বিচারঃ।
গুরূপদেশং প্রতিভেব তীক্ষ্ণা প্রতীক্ষতে জাতু ন কালমর্ত্তিঃ ॥ ৯১ ॥
অভ্যর্থনীয়ঃ স গতেন রাজা ত্বয়া ন শুদ্ধান্তগতো মদর্থং।
প্রিয়াস্যদাক্ষিণ্যবলাৎকৃতো হি তদোদয়েদন্যবধূনিষেধঃ ॥ ৯২ ॥
শুদ্ধান্তসম্ভোগনিতান্ততুষ্টে ন নৈষধে কার্য্যমিদং নিগাদ্যং।
অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা ॥ ৯৩ ॥

হইয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥ আরও বলি শুন যদি সেই ধরাধিপ নলকে কার্য্যান্তরাসক্তচিত্ত দেখিতে পাও তাহা হইলেও মৎপ্রয়োজন প্রার্থনা কদাপিও করা উচিত নয়, কেননা কার্য্যান্তরচিন্তাকালে অন্যজনপ্রার্থিত কার্য্যের অনববোধ প্রায়ই অবজ্ঞাচরণের চিহ্ন ধারণ করে, অর্থাৎ কার্য্যান্তরাসক্তচিত্তত্ব হেতুক যদি তোমার প্রার্থনা তিনি না শুনেন তবে তুমি অবশ্যই বুঝিবে ইঁহার ইহাতে রুচি নাই, সুতরাং তোমার পুনঃকথনে আর কখনই প্রবৃত্তি হইবে না ॥ ৯৫ ॥ আমি অধিক আর কি বলিব তুমি পরম বিজ্ঞ অতএব সুসময় দেখিয়া সেই নরেন্দ্র সমীপে মৎপ্রয়োজন সমস্ত বিজ্ঞাপন করিবে, আর যদি বিবেচনা কর সময়প্রতীক্ষায় আমার প্রয়োজনসিদ্ধির বিলম্ব হইবে হউক ক্ষতি নাই, কেননা কার্য্যের একান্ত অসিদ্ধি বা কালান্তরসিদ্ধি এ উভয়ের মধ্যে বুদ্ধিমান্ যে আপনি আপনার বুদ্ধিতে বলুন দেখি ইহার কোন্ পক্ষ সাধু, ফলতঃ বরং কালান্তরসিদ্ধির প্রত্যাশায় কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতে সমর্থা হইব কিন্তু অসিদ্ধি শ্রবণমাত্রে অবশ্যই আত্মঘাতিনী হইব সন্দেহ নাই ॥ ৯৬ ॥ পূর্ব্বোক্ত ঐরূপ কথন দ্বারা দময়ন্তীর যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইতেছে কবি স্বয়ং তাহা অপহার করিতেছেন। এইরূপে ভাষমাণা ভৈমীর যে লজ্জালোপ হইয়াছিল সেই লজ্জাত্যাগরূপা অনৌচিতী আমাদিগের চিত্তে প্রকাশ পাইতেছে পাউক, অর্থাৎ বালাজনের

ত্বয়া নিধেয়া ন গিরো মদর্থাঃ ক্রুধা কদুষ্ণে হৃদি নৈষধস্য।
পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস ॥ ৯৪ ॥
ধরাতুরাসাহি মদর্থযাচ্ঞা কার্য্যা ন কার্য্যান্তরচুম্বিচিত্তে।
তদার্থিতস্যানববোধনিদ্রা বিভর্ত্ত্যবজ্ঞাচরণস্য মুদ্রাং ॥ ৯৫ ॥
বিজ্ঞেন বিজ্ঞাপ্যমিদং নরেন্দ্রে তস্মাৎ ত্বয়াস্মিন্ সময়ং সমীক্ষ্য।
আত্যন্তিকাসিদ্ধিবিলম্বিসিদ্ধ্যোঃ কার্য্যস্য কার্য্যস্য শুভা বিভাতি ॥ ৯৬ ॥

লজ্জানুরোধরক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্য। অতএব ইহার অতিক্রমে আপাতত ভৈমীর অনুচিতত্ব আমরা অবগত হইলাম, কিন্তু সেই দময়ন্তীর নির্দ্দোষতায় স্বয়ং স্মরই সাক্ষী বিদ্যমান আছেন, কারণ তিনিই সেই ভৈমীকে উন্মত্তা করিয়া সেই সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য কহাইয়াছেন, ফলতঃ ভৈমী কামবশগা হইয়াই সেই সেই বাক্য কহিয়াছেন, নতুবা স্বভাবতঃ প্রগল্‌ভা নন ॥ ৯৭ ॥ কন্দর্পই বা কেন ঐরূপ বলাইলেন। কারণ হর ও স্মর ইঁহারা উভয়ই উন্মত্ত বস্তু পাইয়া সাতিশয় হর্ষধারণ করেন, কিন্তু তন্মধ্যে প্রথমভাষিত আশুতোষ উন্মত্ত ধুস্তূরকুসুম পাইয়া দ্বিতীয় কুসুমেষু বিয়োগজনিত মানসব্যথায় উন্মত্ত জনকে পাইয়া একান্তই হর্ষলাভ করেন, এ উভয়ের পরস্পর উন্মত্তবস্তু প্রাপ্তে হর্ষাতিশয়ের কারণ এই যে পরস্পর্দ্ধিতা জন্য স্মরবৈরি শম্ভু উন্মত্ত বিরহিজনের উপর মদনের হর্ষ দেখিয়া কি আমিও উন্মত্তবস্তুতে হর্ষপ্রকাশ করিব না! এইরূপ স্পর্দ্ধা করত উন্মত্তনামক ধুস্তূরকুসুম পাইয়া হর্ষিত হন, এবং অনঙ্গও আত্মবৈরি আশুতোষকে উন্মত্তনামক ধুস্তূরকুসুমপ্রণয়ী দেখিয়া উন্মত্ত বিরহি জনকে পাইয়া হর্ষিত হন, উভয় শত্রুর এক বস্তু গ্রহণে শেষগ্রহীতার একান্তই ত্রপাকর হয় এই হেতুক একনামক পৃথক্ পৃথক্ বস্তুদ্বয় উভয়ে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৯৮ ॥ অনন্তর হংস দময়ন্তীর প্রতি পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জল্পনশীলা রাজবালা ভৈমীকে সেই মরালরাজ একান্তই দৃঢ়রূপে নলানুমোদিনী নিশ্চয় করিয়া ঈষৎ হাস্য পুরঃসর পুনর্ব্বার

ইত্যুক্তবত্যা যদলোপি লজ্জা সানৌচিতী চেতসি নশ্চকাস্তু।
স্মরস্তু সাক্ষী তদদোষতায়ামুন্মাদ্য যস্তত্ত্বদবীবদত্তাং ॥ ৯৭ ॥
উন্মত্তমাসাদ্য হরঃ স্মরশ্চ দ্বাবপ্যসীমাং মুদমুদ্বহেতে।
পূর্ব্বঃ পরস্পর্দ্ধিতয়া প্রসূনং নূনং দ্বিতীয়ো বিরহাধিনূনং ॥ ৯৮ ॥

চঞ্চুযুগলের তুষ্ণীম্ভাবভঙ্গী ভঙ্গ করিল, অর্থাৎ বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৯৯ ॥ হে পৃথ্বীপালপুত্রি! ঐ পুর্ব্বোক্ত সমস্ত যদি সত্যই সত্য হয় তবে একার্য্যে আমার নিজকরণীয় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অর্থাৎ মৎকর্ত্তব্য কিছুই অবশিষ্ট নাই, কেননা তোমাকে এবং সেই নৃপেন্দ্র নলকে সাতিশয় উত্তাপিত করিতেছেন যে সেই নির্দ্দয় মদন তিনিই তাহার যোজনা স্থাপনা করিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ উভয়ের পরস্পরানুরাগিত্ব নিমিত্ত যোজনা দুর্লভা বলিয়া বোধ হইতেছে না, কেননা অতি উত্তপ্তের মিলন রজতকাঞ্চনাদিতে সদাই দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১০০ ॥ শুন ভৈমি! কেবল তুমিই যে বিরহযাতনা অনুভব করিতেছ তাহা নয়, তোমার বিরহে সেই রাজেন্দ্র নলের যে কি প্রবল সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারিনা। দেখ দময়ন্তি! নলবুদ্ধি কেবল অনবরত ত্বচ্চিন্তনাসক্তাই হইয়াছে, সুতরাং এরূপ সেই নলের নয়নাদি বহিরিন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়াগ্রাহকত্বরূপ অনশনব্রত অবিরত ধারণ করিতেছে, অর্থাৎ সেই নল নিরন্তর কেবল তোমাকে হৃদয়ে ভাবনা করিতেছেন বলিয়া তাঁহার নয়নাদির দর্শনাদিশক্তি একেবারেই রহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ঐ তপস্যাসঞ্চিতপুণ্যবলে অদ্য তোমাকে লাভ করিয়া অমৃতজনিত তুষ্টিসদৃশ তুষ্টি ভজনা করায় ঐ ইন্দ্রিয়দিগের নিজদেবতাত্ব চরিতার্থ হউক, অর্থাৎ তোমার সৌন্দর্য্যদর্শন, মধুরালাপশ্রবণ, বদননাসার সৌগন্ধঘ্রাণ, বিম্বাধররসপান ও কোমলাঙ্গস্পর্শ দ্বারা ক্রমযোগে নয়ন

তথাভিধাত্রীমথ রাজপুত্রীং নির্ণীয় তাং নৈষধবদ্ধরাগাং।
অমোচি চঞ্চুপুটমৌনমুদ্রা বিহায়সা তেন বিহস্য ভূয়ঃ ॥ ৯৯ ॥
ইদং যদি ক্ষ্মাপতিপুত্রি তত্ত্বং পশ্যামি তন্ন স্ববিধেয়মস্মিন্।
ত্বামুচ্চকৈস্তাপয়তা নৃপঞ্চ পঞ্চেষুণৈবাজনি যোজনেয়ং ॥ ১০০ ॥

শ্রবণ ঘ্রাণ রসনা ত্বক্ প্রভৃতির অমৃতস্বাদসুখ লব্ধ হইয়া নিজ নিজ দেবত্ব সার্থক হউক, কেননা আগমে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়গণের আদিত্যাদি দেবস্বরূপত্ব উক্ত আছে, অতএব পুর্ব্বে ঐ বহিরিন্দ্রিয়গণের অমৃততৃপ্তির অভাব হেতুক কেবল শব্দমাত্রেই দেবত্ব ছিল, এক্ষণে তোমাকে লাভ করায় অমৃততৃপ্তিমত্ত্ব হেতুক সার্থক হউক, কেননা দেবগণে অমৃতপান করিয়া থাকেন ॥ ১০১ ॥ এবং হে দময়ন্তি! তোমারই বিরহে অনঙ্গ যেন এইরূপ ঈর্ষা করতই নলের শরীরে সন্তাপ প্রদান করিতেছেন, যে পুর্ব্বে আমাদিগের উভয়ের আকৃতি তো একাকৃতিই ছিল, পশ্চাৎ মৎসম্বন্ধিনী মূর্ত্তি মহেশ কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছে, তবে এই নলকলেবরকে কি আমি তাপযুক্তও করিব না? দাহই না করি সন্তাপপ্রদান কেননা করিব, যেন এইরূপ ঈর্ষান্বিত হইয়াই অনঙ্গ নলের যাতনাদানে সংকল্প করিয়াছেন ॥ ১০২ ॥ অধুনা পূর্ব্বরাগিত্ব হেতুক নলের নয়নপ্রীতি প্রভৃতি কামদশার প্রসঙ্গ হইতেছে। হে দময়ন্তি! সেই নৃসিংহ নল অত্যাদরে নির্নিমেষ হইয়া ভিত্তির বিভূষণরূপ স্বহস্তচিত্রিত যে তোমার অবয়বের প্রতিকৃতি তাহা লোচন দ্বারা সাদরে অবলোকন করায় অনিমিষাবলোকনজাত নয়নজলপ্রবাহ দ্বারা এবং ভিত্তিচিত্রিত তোমার অবয়ব দ্বারা অতীব গাঢ় দ্বিবিধ আত্মচক্ষূরাগ সদাই ধারণ করিতেছেন, অর্থাৎ নিরন্তর অবিরলজলধারায় লোচনের লৌহিত্যও অতিশয় হইয়াছে, এবং তোমার প্রতিকৃতি দেখিয়াও যার পর নাই গাঢ়ানুরাগও জন্মিয়াছে। ইহাই নয়ন-

---

স্বব্রদ্ধবুদ্ধের্ব্বহিরিন্দ্রিয়াণাং তস্যোপবাসব্রতিনাং তপোভিঃ।
ত্বামদ্য লব্ধ্বামৃততৃপ্তিভাজাং স্বদেবভূয়ং চরিতার্থমস্তু ॥ ১০১ ॥
তুল্যা বয়োর্ম্মূর্ত্তিরভূন্মদীয়া দগ্ধা পরং সাস্য ন তাপ্যতেঽপি।
ইত্যভ্যসূয়ন্নিব দেহতাপং তস্যাতনুস্ত্বদ্বিরহাদ্বিধত্তে ॥ ১০২ ॥

প্রীতিরূপা কামদশা॥ ১০৩ ॥ আহা ভৈমি! নলরাজা লীলালয়ের ভিত্তিপ্রদেশে তোমার প্রতিকৃতি চিত্র করিয়া নির্নিমেষ নেত্রে সদাই নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর অশ্রুধারাও অবিরলভাবে অবিরত বিগলিত হইতেছে, আবার আশ্চর্য্য দেখিলাম, ঐ গলিত অশ্রুজলে ইহা মজ্জনিত এই বলিয়া নিমেষবিচ্ছেদসহ নেত্রবর্ত্তিনী প্রীতির সদাই বিবাদ হইতেছে, কেননা প্রীতি ও নিমেষশূন্য দর্শন এ উভয় দ্বারাই অশ্রুস্রাব হইয়া থাকে, সুতরাং একবস্তু লইয়া উভয়ের বিবাদ সম্ভব বটে॥ ১০৪ ॥ এবং দেখ ভৈমি! তুমি বহির্গতা অর্থাৎ দূরস্থা হইলেও নাসিকা বা আস্য দ্বারা অর্থাৎ দূতাদিমুখে তোমার মুখ নাসিকার সৌন্দর্য্য শ্রবণ দ্বারা সেই নলের হৃদ্গতা অর্থাৎ অন্তঃকরণবর্ত্তিনী হওয়ায় প্রাণবৎ প্রিয়া কেনই না হইবে, অবশ্যই তাঁহার প্রাণতুল্যা হইয়াছ সন্দেহ নাই, কেননা প্রাণবায়ু ও মুখ নাসিকা দ্বারা বহির্গত হইয়াও হৃদ্গত হইয়া থাকে, অতএব নলান্তঃকরণ যে কেবল তোমাকেই অবলম্বন করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কেননা ইন্দ্রিয়গণের প্রাণাবলম্বনই প্রসিদ্ধ আছে। ইহাই চিন্তাসঙ্গরূপা কামদশা॥ ১০৫ ॥ পুনশ্চ হে ভৈমি! তুমি অতি মহতী নলসম্বন্ধিনী চিন্তাসোপান-পরম্পরায় অজস্রই আরোহণ করিতেছ, অর্থাৎ নলরাজা অনন্যহৃদয় হইয়া অনবরত কেবল তোমাকেই ভাবনা করিতেছেন, যদি বল আমিইবা ইহা কিরূপে জানিলাম, দেখ ভৈমি! যে হেতুক সেই নল

লিপিং দৃশা ভিত্তিবিভূষণং ত্বাং নৃপঃ পিবন্নাদরনির্নিমেষঃ।
চক্ষুর্ঝরৈরর্পিতমাত্মচক্ষূরাগং স ধত্তে রচিতং ত্বয়া চ॥ ১০৩ ॥
পাতুর্দৃশা লেখ্যময়ীং নৃপস্য ত্বামাদরাদস্তনিমীলয়াস্তি।
মমেদমিত্যশ্রুণি নেত্রবৃত্তেঃ প্রীতের্নিমেষচ্ছিদয়া বিবাদঃ॥ ১০৪ ॥
ত্বং হৃদ্গতা ভৈমি বহির্গতাপি প্রাণায়িতা নাসিকয়াস্য গত্যা।
ন চিত্রমাক্রামতি তত্র চিত্রমেতন্মনো যদ্ভবদেকবৃত্তি॥ ১০৫ ॥

নিরন্তর তোমায় ভাবনা করত তোমারই স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূয়ো-ভূয়ঃ অতিদীর্ঘ শ্বাস বর্ষণ করিতেছেন, কেননা অতিদীর্ঘসোপানারোহণে শ্রমবশতঃ সুদীর্ঘকাল অবশ্যই নিশ্বাস মোচন করিতে হয়, সুতরাং ভৈমি! তোমার বিশ্বাস করা উচিত যে সেই ভূপাল সর্ব্বকাল কেবল ত্বচ্চিন্তনে ত্বদ্রূপত্বই প্রাপ্ত হইয়াছেন, নতুবা ভবৎ কর্ত্তৃক চিন্তা-সোপানারোহণজনিত শ্বাস নলনাসায় বাস করিতেছে কেন? যে যাহাকে নিরন্তর চিন্তা করে সে তদ্রূপত্বই প্রাপ্ত হয়। ইহাই সংকল্প-রূপা দশা ॥ ১০৬ ॥ আর হে ভৈমি! নলান্তঃকরণ অতিসংগোপনে "হে প্রিয়ে! আমাতে আলিঙ্গন দান কর" এইরূপে তোমাকে সাদরে সম্ভাষা করে, কিন্তু নলবদন যে সদাই অগোপনে রহস্য প্রকাশ করিয়া থাকে ইহা উপযুক্তই বটে, কেননা চন্দ্রতুল্যত্ব হেতুক নলবদন চন্দ্র-মিত্র, চন্দ্র ও শম্বরারির পরিবার, শম্বরারিও বিরহিনলবৈরী, সুতরাং চন্দ্রানুরোধে নলবদন নলানিষ্ট সাধন জন্যই রহস্য প্রকাশে সদাই রত হইতেছে ॥ ১০৭ ॥ এবং শুন ভৈমি! যে নিদ্রা বা প্রমদা পূর্ব্বে বিভাবরীতে শয্যারোহি নলের অন্তঃকরণকে মোহে অর্থাৎ সংজ্ঞাভাবে অথচ শৃঙ্গারে নিমগ্ন করত এবং অঙ্গও আলিঙ্গন করিয়া অর্থাৎ শ্লথ অথচ অঙ্গাঙ্গে মিলিত করিয়া লোচনযুগলকেও চুম্বন অর্থাৎ নিমী-লন অথচ বক্ত্রসংযুক্ত করিত, অধুনা, ভবদ্বিয়োগে সে সকলই রহিত হইয়াছে, অর্থাৎ তোমার বিরহে সেই নলের নিদ্রাও নাই ইতরাঙ্গনাতে রুচিও নাই। ইহাই নিদ্রাচ্ছেদ ও বিষয়-

---

অজস্রমারোহসি দূরদীর্ঘাং সংকল্পসোপানততিং তদীয়াং।
শ্বাসান্ স বর্ষত্যধিকং পুনর্যদ্ধ্যানাত্তব ত্বন্ময়তামবাপ্য ॥ ১০৬ ॥
হৃত্তস্য যাং মন্ত্রয়তে রহস্তাং তাং ব্যক্তমামন্ত্রয়তে মুখং যৎ।
তদ্বৈরিপুষ্পায়ুধমিত্রচন্দ্রসখ্যৌচিতী সা খলু তন্মুখস্য ॥ ১০৭ ॥

চ্ছেদরূপা কামদশা ॥ ১০৮ ॥ আর দেখ ভৈমি! অনঙ্গ যে শর-প্রহারে নলকলেবর ভেদ করত তাঁহাকে অতিকৃশ ও লাবণ্যমাত্রাবশিষ্ট করিয়াছেন সে বৃথা, কেননা সেই নল অনঙ্গতা অর্থাৎ অতি-ক্ষীণশরীরতা অথচ অঙ্গশূন্যতা প্রাপ্ত হইয়াও সেই অনঙ্গসহ স্পর্দ্ধা অর্থাৎ সাম্যাভিলাষ ত্যাগ করিতেছেন না, কেনই বা ত্যাগ করিবেন, পূর্ব্বে লাবণ্যসাম্যে অতীব স্পর্দ্ধা ছিল, এক্ষণে তাদৃশলাবণ্যাভাব হইলেও অনঙ্গতাসাম্যে প্রবল স্পর্দ্ধা বিদ্যমানই আছে। ইহাই তনু-তারূপা দশা ॥১০৯॥ আর সেই নল এক্ষণে তোমাকে যুদ্ধহরণাদি দ্বারা যেরূপে লাভ করিতে পারেন তাহাই করিবেন, ত্বল্লাভার্থ কোন পাপ-কার্য্যেও পরাঙ্মুখ নহেন, আর তোমাতে কেবল দাসত্বকার্য্যেও তাঁহার লজ্জা বোধের লেশও নাই, সুতরাং ইহাতে অনুমান হয় রতিপতি তৎপ্রতি অতি খরতর শর প্রহারে শরীরলাবণ্যসহ স্বভাবেরও অভাব করিয়া থাকিবেন, কেননা পূর্ব্বে ধর্ম্মশীলত্ব ও রাজত্ব হেতুক পাপকার্য্যে ভয় ও দাস্যকার্য্যে লজ্জা অতিশয়ই ছিল, অধুনা ত্বৎ-প্রাপ্তিলোভে তৎসমুদয় এককালেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই ত্রপানাশরূপা দশা ॥ ১১০ ॥ এবং অতি ঘোরতর স্মারজ্বরের উপশ-মার্থ যে সমস্ত চিকিৎসক সমাগত হইয়াছিলেন অনুমান হয় লজ্জা-শীল নলের অতিপ্রবলা লজ্জা সাংক্রামিক ব্যাধিবৎ সেই সমস্ত চিকিৎসকে প্রবেশ করিয়াছিল, নতুবা কেনইবা তাঁহারা আদিকারণ-

স্থিতস্য রাত্রাবধিশয্য শয্যাং মোহে মনস্তস্য নিমজ্জয়ন্তী।
আলিঙ্গ্য যা চুম্বতি লোচনে সা নিদ্রাধুনা ন ত্বদৃতেঽঙ্গনা বা ॥ ১০৮ ॥
স্মরেণ নিস্তক্ষ্য বৃথৈব বাণৈর্লাবণ্যশেষাং কৃশতামনায়ি।
অনঙ্গতামপ্যয়মাপ্যমানঃ স্পর্দ্ধাং ন সার্দ্ধং বিজহাতি তেন ॥ ১০৯ ॥
ত্বৎপ্রাপকাত্ত্রস্যতি নৈনসোঽপি ত্বয্যেকদাস্যেঽপি ন লজ্জতে যৎ।
স্মরেণ বাণৈরতিতক্ষ্য তীক্ষ্ণৈর্নঃস্বভাবোঽপি কিয়ন্ন কিমস্য ॥ ১১০ ॥

কথনে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, ফলতঃ ঐ জ্বরের আদিকারণ বিপ্রলম্ভ জানিয়াও কি এতাদৃশ গম্ভীর ব্যক্তির ঈদৃশ ভাব! তবে কিপ্রকারে জনসমাজে প্রস্তাব করিব এইরূপ বিবেচনা করিয়া লজ্জায় তাঁহারা আদিকারণ-কথনে পরাঙ্মুখ ছিলেন। ইহাই জ্বররূপা কামদশা ॥ ১১১ ॥ আবার সেই নল 'হে দময়ন্তি! তুমি কি কুপিতা হইয়াছ' এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া অকস্মাৎ সভয় হইয়া থাকেন, তথা তোমাকে অলীকদর্শন করিয়াও তোমার প্রতি উপগত হন, এবং অনবসরে ত্বৎপ্রাপ্তি ব্যতিরেকেও সুখাতিশয় হেতুক হাস্য করেন, আর যেন তুমিই গমন করিতেছ এইরূপ ভাবিয়া সত্বরেও গমন করিয়া থাকেন, এবং যেন তুমিই কোন প্রশ্ন করিতেছ এই বিবেচনায় অনর্থক প্রত্যুত্তর প্রদানেও ব্যগ্র হন, ফলতঃ এসমস্ত উন্মাদচেষ্টিত সন্দেহ নাই, ইহাই উন্মাদরূপা কামদশা ॥ ১১২ ॥ হায় হায় ভৈমি! তোমারই বিরহজনিত নিবিড়পীড়াপরম্পরা রূপ যমুনার মূর্চ্ছারূপ দ্বীপে যে মহৎ অজ্ঞানরূপ পঙ্ক হাহা তাহাতেই সেই ভটকুঞ্জর মহীভৃৎ নল নিঃশরণ্য হইয়া নিমগ্ন হইতেছেন, অন্য হস্তীও দ্বীপপঙ্কে মগ্ন হইয়া থাকে, ইহাই মূর্চ্ছারূপা কামদশা ॥ ১১৩ ॥ আর বাম দক্ষিণ কর হইতে মোচন হেতুক দ্বিগুণ কামশর দ্বারা অর্থাৎ দশটি কামবাণ দ্বারা পৃথক্ উৎপাদিত যে দশদশা তাহার মধ্যে অবশিষ্টা সেই নলের যে মরণরূপা দশা তাহা গগণকুসুমরূপা হউক, অর্থাৎ দশম দশাটি না

স্মারং জ্বরং ঘোরমপত্রপিষ্ণোঃ সিদ্ধাগদঙ্কারচয়ে চিকিৎসৌ।
নিদানমৌনাদবিশদ্বিশালা সাংক্রামিকী তস্য রুজেব লজ্জা ॥ ১১১ ॥
বিভেতি রুষ্টাসি কিলেত্যকস্মাৎ স ত্বাং কিলোপৈতি হসত্যকাণ্ডে।
যান্তীমিব ত্বামনুযাত্যহেতোরুক্তস্ত্বয়েব প্রতিবক্তি মোঘং ॥ ১১২ ॥
ভবদ্বিয়োগাচ্ছিদুরার্ত্তিধারা যমস্বসুর্মজ্জতি নিঃশরণ্যঃ।
মূর্চ্ছামযদ্বীপমহান্ধ্যপঙ্কে হাহা মহীভৃদ্ভটকুঞ্জরোঽয়ং ॥ ১১৩ ॥

হউক, এক এক স্মরশরে অন্য জনের দশদশা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু নল রাজা নবমী পর্য্যন্ত অনুভব করিয়াছেন, দশমী দশার এই সময়, অতএব এক্ষণে তোমাকে লাভ করিতে পারিলে ঐ শেষদশা আর না ঘটিলেও না ঘটিতে পারে ॥ ১১৪ ॥ দময়ন্তি! এক্ষণে শ্রবণ কর, কামজনিত মানসপীড়ায় সততই স্মিতরহিত যে সেই নল তৎ কর্ত্তৃকই আমি ভবৎসমীপে প্রেরিত হইয়াছি, যাহা হউক তোমাকে গুণলোভবতী ও সেই নলের প্রতি অনুরাগিণী দেখিয়া এক্ষণে আমি কৃতকার্য্য হইলাম ॥ ১১৫ ॥ হে রাজপুত্রি! তুমি যে অতিরমণীয় সৌন্দর্য্যগুণে তাদৃশ অতিধীর সেই নলকেও চঞ্চল করিয়াছ ইহাতে আর অধিক কি কহিব তমি অতীব ধন্যা সন্দেহ নাই, কেননা চন্দ্রচন্দ্রিকার আর ইহার পর কি স্তুতি আছে যে অতি গাম্ভীর্য্যশালী জলধিকেও চপল করিতে পারে ॥ ১১৬ ॥ যাহা হউক ভৈমি! এক্ষণে শশীর সহিত নিশা যেরূপ শোভিতা হয় তমিও নলের সহিত সেইরূপ শোভিতা হও, আর শশী যেরূপ নিশার সহিত শোভিত হন নলও সেইরূপ তোমার সহিত শোভিত হউন, অর্থাৎ তোমরা পরস্পর দ্বারা পরস্পর শোভা ধারণ কর, আর বিধিও তাহাই সম্পন্ন করিবেন, কেননা তিনি স্বয়ং তোমার সহিত নলকে ও নলের সহিত তোমাকে যুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া বারম্বার শশাঙ্ক-শর্ব্বরী যোগ করত উপযুক্ত অভ্যাসই করিতেছেন, অন্য শিল্পীও রমণীয়বস্তুর সংঘটন মানসে

সব্যাপসব্যত্যজনাদ্বিরুক্তৈঃ পঞ্চেষুবাণৈঃ পৃথগর্জ্জিতাসু।
দশাসু শেষঃ খলু তদ্দশায়া তয়া নভঃ পুষ্পতু কোরকেন ॥ ১১৪ ॥
ত্বয়ি স্মরাধেঃ সততাস্মিতেন প্রস্থাপিতো ভূমিভৃতাস্মি তেন।
আগত্য ভূতঃ সফলো ভবত্যা ভাবপ্রতীত্যা গুণলোভবত্যাঃ ॥ ১১৫ ॥
ধন্যাসি বৈদর্ভি গুণৈরুদারৈর্যয়া সমাকৃষ্যত নৈষধোঽপি।
ইতঃ স্তুতিঃ কা খলু চন্দ্রিকায়া যদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি ॥ ১১৬ ॥

শিল্পাভ্যাস করিয়া থাকে ॥ ১১৭ ॥ হে কৃশাঙ্গি! পত্রাবলিরচনায় নলরাজার বিবিধ নৈপুণ্য আছে, অতএব দেখিতেছি তোমারই এই প্রশস্ত স্তনমণ্ডলে ঐ রচনার সমাপ্তি হইবার সম্ভাবনা, কেননা অন্য রমণীর এতাদৃক্ স্তনপ্রাশস্ত্য দেখিতে পাই না ॥ ১১৮ ॥ হে দময়ন্তি! সেই সজাতীয়শূন্য সুধাংশুইবা কিরূপ প্রকারে তোমার নেত্রযুগলের প্রীতিজনন-সমর্থ হইবেন কখনই নয়, অতএব সেই হেতুক ঐ সুধাংশু নলবদনরূপ সুধাংশু দ্বারা সজাতীয়সহিত হওত তোমার লোচনদ্বয়ের অসীমপ্রীতিজনক হউন, অর্থাৎ বিধুর ন্যায় নলবদন তোমার নয়নপ্রীতি জন্মাইয়া দিবে সন্দেহ নাই ॥ ১১৯ ॥ ফলতঃ নলপুণ্যাতিশয়েই তুমি এতাদৃশী লাবণ্যাতিশয়শালিনী হইয়াছ, আহা! নলরাজার উগ্রতপোরূপ কল্পতরু কি আশ্চর্য্যরূপই হইয়াছে, কেননা ভৈমি! তোমার কররুহাগ্রই ইহার অঙ্কুরস্বরূপ, ভ্রূযুগলই দ্বিপত্রস্বরূপ, আর মনোহর অধরও নবপত্রাঙ্কুরস্বরূপ হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে ॥ ১২০ ॥ পুনশ্চ তোমার করযুগলই নবপল্লবস্বরূপ, ঈষৎ হাস্যই কলিকাস্বরূপ, অঙ্গমার্দ্দবই কুসুমস্বরূপ, কুচযুগলই ফলস্বরূপ হইয়া নলকঠোরতপঃকার্য্যের কি সাক্ষাৎ ফলগৌরবই প্রকাশ হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য! অন্য কল্পতরুর অঙ্কুরাদি

নলেন ভায়াঃ শশিনা নিশেব ত্বয়া স ভায়ান্নিশয়া শশীব।
পুনঃ পুনস্তদ্‌যুগযুগ্বিধাতা যোগ্যামুপাস্তে নু যুবাং যুযুক্ষুঃ ॥ ১১৭ ॥
স্তনদ্বয়ে তন্বি পরং তবৈব পৃথৌ যদি প্রাপ্স্যতি নৈষধস্য!
অনল্পবৈদগ্ধ্যবিবর্দ্ধিনীনাং পত্রাবলীনাং রচনা সমাপ্তিং ॥ ১১৮ ॥
একঃ সুধাংশুর্ন কথঞ্চন স্যাত্তৃপ্তিক্ষমস্ত্বন্নয়নদ্বয়স্য।
ত্বল্লোচনাসেচনকস্তদস্তু নলাস্যশীতদ্যুতিসদ্বিতীয়ঃ ॥ ১১৯ ॥
অহো তপঃকল্পতরুর্নলীয়স্ত্বৎপাণিজাগ্রস্ফুরদঙ্কুরশ্রীঃ।
ত্বদ্‌ভ্রূযুগং যস্য খলু দ্বিপত্রী তবাধরো রজ্যতি যৎকভম্বঃ ॥ ১২০ ॥

ক্রমেই উদিত হয়, এ অদ্ভুত তপস্তরুর সকলই যুগপৎ প্রকাশিত দেখিতেছি ॥ ১২১ ॥ আর দময়ন্তি! তোমাদিগের পরস্পরানুরাগের সাম্যকরণে স্বয়ং স্মরই সংলগ্নরশ্মি সুধাংশুমণ্ডলকে পরিমাণপাত্র স্বরূপ, এবং নিজবাণকে তুলাদণ্ডস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১২২ ॥ নলসহ ভাবিরতিকেলিবর্ণনায় ভৈমীর আহ্লাদোৎপাদন করত কহিতেছে, হে দময়ন্তি! মদনোৎসবসময়ে সত্ত্বোদয়ে গলিত স্বেদবারি দ্বারা আর্দ্রীভূত নলকরকমলে তোমার কুচোপরিরচিতপত্রলেখা-বিমর্দ্দনবশাৎ একবার লগ্না ও আরবার উত্থিতা হওত পুনশ্চ ঐ পয়ো-ধর হইতে নির্গতা হইয়া ভূয়োভূয়ঃ ঐ চূচকদ্বয়েই প্রবেশ করুক ॥ ১২৩ ॥ হে ভৈমি! তোমরা যুবক যুবতী উভয়ে কেলিকাননে বন্ধ-নাঢ্য বিপরীতাদি নানারতিরূপ মল্লযুদ্ধ দ্বারা কুসুম বিমর্দ্দন করত মরুদ্গণকে অর্থাৎ বায়ুসমূহকে অথচ দেবগণকে প্রমোদিত কর, এবং ঐ মরুদ্গণও পুনঃ পুনঃ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তোমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন ॥ ১২৪ ॥ আর ভৈমি! অধুনা তোমাদিগের পরস্পরসঙ্গমবশাৎ সেই নলের এবং তোমার কামবিলাসি চিত্ত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করুক, অর্থাৎ ভগবৎশিবকোপে কামকলেবর ভস্মীভূত হওয়ায় তাঁহার নাম মনসিজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে, অতএব এক্ষণে ঐ মন-

---

যস্তে নবঃ পল্লবিতঃ করাভ্যাং স্মিতেন যঃ কোরকিতস্তবাস্তে।
অঙ্গম্রদিম্না তব পুষ্পিতো যঃ স্তনশ্রিয়া যঃ ফলিতস্তবৈব ॥ ১২১ ॥
কাংসী কৃতাসীৎ খলু মণ্ডলীন্দোঃ সংসক্তরশ্মিপ্রকরা স্মরেণ।
তুলা চ নারাচলতা নিজৈব মিথোঽনুরাগস্য সমীকৃতৌ বাং ॥ ১২২ ॥
সত্ত্বপ্রভবস্বেদমধূত্থসান্দ্রে তৎপাণিপদ্মে মদনোৎসবেষু।
লগ্নোত্থিতাস্ত্বৎকুচপত্রলেখাস্তান্নির্গতাস্ত্বং প্রবিশন্তু ভূয়ঃ ॥ ১২৩ ॥
বন্ধাঢ্যনানারতমল্লযুদ্ধপ্রমোদিতৈঃ কেলিবনে মরুদ্ভিঃ।
প্রসূনবৃষ্টিং পুনরুক্তমুক্তাং প্রতীচ্ছতং ভৈমি যুবাং যুবানৌ ॥ ১২৪ ॥

সিজের তনু পুনঃ সৃজনার্থ যেন তোমাদিগের পরমাণুরূপ উভয় চিত্তই দ্ব্যণুককারি হইয়াছে, কেননা পরমাণুদ্বয়েই প্রথম দ্ব্যণুকারম্ভ করিয়া থাকে, এবং ক্রমে মহৎকার্য্য জন্মায়, ফলতঃ কামের পুনঃ শরীরান্তরোৎপত্তি বিষয়ে পরমাণুস্বরূপ তোমাদিগের মনোদ্বয়ই দ্ব্যণুকরূপে পরিণত হইয়া ঐ কামকলেবরকারণতাই প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তোমাদিগের উভয়ের মদনানুরাগের বাহুল্যহেতুক মদন মূর্ত্তিমানের ন্যায় প্রতীয়মান হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ১২৫ ॥ ফলতঃ ভৈমি! তুমিই নলকে বশীভূত করিবে সন্দেহ নাই। দেখ সেই প্রসিদ্ধপ্রভাব মনোভব স্বকীয় কৌসুম ধনুর অবশ্য সেই নলকে অবশ্য বশ্য করণাভিলাষে অচ্ছিদ্রবংশজা অর্থাৎ নির্দ্দোষভীমকুলজা, অথচ ঘুণাদিজন্যচ্ছিদ্ররহিতবেণুজাতা, তথা অধিগুণা অর্থাৎ অতিশয়িতসৌন্দর্য্যাদিগুণযুতা, অথচ আরোপিতমৌর্ব্বীকা, তথা নিকষপাষাণলগ্না হেমরেখার ন্যায় সিন্দূরশোভিতা ও পৃষ্ঠলগ্না যে গ্রীবার অলঙ্কারস্বরূপ পট্টসূত্রলতা তাহাতেও শোভমানা, এতাদৃশী ত্বন্ময়ী ধনুর্ল্লতা লাভে কতই হর্ষিত হইতেছেন ॥ ১২৬ ॥ এবং হে ভৈমি! তুমি নিশ্চয়ই জানিও যে তোমার অঙ্গধৃত মুক্তাকলাপই সেই প্রভু মনোভবের বেধনগুলিকাস্বরূপ, আর তোমার মধ্যদেশলগ্ন লোমাবলিই মৌর্ব্বীস্বরূপ, তথা গভীরনাভিবিবরই গুলিকাধারণের আধার স্বরূপ, এবং সুতরাং তুমি স্বয়ংও ধনুর্ল্লতাস্বরূপ হইয়াছ, তবে সেই রাজহংস অর্থাৎ

অন্যোঽন্যসঙ্গমবশাদধুনা বিভাতাং তস্যাপি তেঽপি মনসী বিকসদ্বিলাসে।
স্রষ্টুং পুনর্ম্মনসিজস্য তনুং প্রবৃত্তমাদাবিব দ্ব্যণুককৃৎপরমাণুযুগ্মং ॥ ১২৫ ॥
কামঃ কৌসুমচাপদুর্জ্জয়মমুং জেতুং নৃপং ত্বাং ধনু-
র্ব্বল্লীমব্রণবংশজামধিগুণামাসাদ্য মাদ্যত্যসৌ।
গ্রীবালঙ্কৃতিপট্টসূত্রলতয়া পৃষ্ঠে কিয়ল্লম্বয়া
ভ্রাজিষ্ণুং কষলেখয়েব বিলসৎসিন্দূরসৌন্দর্য্যয়া ॥ ১২৬ ॥

রাজশ্রেষ্ঠ অথচ পক্ষিবিশেষস্বরূপ নল কেননা বেধ্য হইবেন, ফলতঃ তিনিও বেধ্যস্বরূপ হইয়াছেন সন্দেহ নাই॥ ১২৭ ॥ আর দেখ ভৈমি! যে লাবণ্যজলধি কন্দর্প নললাবণ্যে হতদর্প হওত ঈর্ষায় আত্মাতে অবজ্ঞা করিয়া তোমার রুচির চিকুরে শরচয় অর্থাৎ পুষ্পময় বাণ-সমূহ, তথা ললাটমূলে ধনুর্ল্লতা, এবং ভর্জ্জনপাত্রসদৃশ ভবনেত্রে আত্মতনু পর্য্যন্তও নিক্ষেপ করিয়াছেন, অধুনা সেই মদন অনঙ্গ অর্থাৎ অতিকৃশ হওত সেই নলজয়ার্থই তপস্যাভিলাষে তপোবন-স্বরূপ তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সুতরাং তোমার কুচগিরিরচিত পত্রাবলিই ঐ মনোজতপস্বীর উটজ স্বরূপ হইয়াছে, অর্থাৎ কামো-দ্দীপকতা নিমিত্ত কেশস্থ কুসুমকদম্বের কামবাণতা, ভ্রূযুগলের ধনু-রূপতা, তথা কুচরচিত পত্রাবলির পর্ণকুটীরতাই স্বীকার করিতে হইল, অন্য কোন বীরও কোন যোদ্ধা কর্ত্তৃক জিত হইলে আত্মাতে অবজ্ঞা এবং অস্ত্রশস্ত্রাদিও স্থানান্তরে নিক্ষেপ তথা হুতাশনাদি সেবায় শরীরও শীর্ণ করত কোন শৈলমধ্যে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া শত্রুপরাভবার্থই তপস্যা করিয়া থাকে, ফলতঃ রতিপতি অন্য কোন গতিকে নয় কেবল তোমার দ্বারাই নল জয় করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১২৮ ॥ অনন্তর ভৈমীসখীগণের সেই স্থানে আগমন এবং

স্বৰ্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ। ...

স্ব লগু চ্ছাবলিমৌক্তিকানি গুলিকাস্তং রাজহংসং বিভো-
র্ব্বেধ্যং বিদ্ধি মনোভুবঃ স্বমপি তাং মঞ্জুং ধনুর্মঞ্জরীং।
যন্নিত্যাঙ্কনিবাসলালিততমজ্যাতজ্যমানং লস
ন্নাভীমধ্যবিলা বিলাসমখিলং রোমালিরালম্বতে ॥ ১২৭ ॥
পুষ্পেষুশ্চিকুরেষু তে শরচয়ং স্বভালমূলে ধনু-
র্ভৌমে চক্ষুষি তজ্জিতস্তনুমনুভ্রাষ্ট্রৈশ্চ যশ্চিক্ষিপে।
নির্ব্বিদ্যাশ্রয়দাশ্রমং স বিতনুস্তাং তজ্জয়ায়াধুনা
পত্রালিস্তদুরোজশৈলনিলয়া তৎপর্ণশালায়তে ॥ ১২৮ ॥

হংসেরও প্রস্থান যুগপৎ কথিত হইতেছে। ঐ রাজহংস পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রস্তাব জল্পন করিলে পর সুদীর্ঘকাল ঐ ভৈমীর অন্বেষণে কৃতযত্না সখীরা হঠাৎ ভৈমীসমীপে সমাগতা হইল, সুতরাং ঐ হংসও (হে ভৈমি! তোমার মঙ্গল হউক আমাকে বিদায় দেও) এই বলিয়া অতি দ্রুত নলনগরীতে যাত্রা করিল ॥ ১২৯ ॥ হংসমুখে নলগুণ শ্রবণ করায় সুতরাং হংসের অদর্শনে ভৈমীর বিমনস্কতা। সেই ভৈমী প্রিয়প্রেরিত হংসদূতের বাণীরূপ ইষ্টসুরভি অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অথচ অতি সুগন্ধি হৈয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্যোজাত ঘৃত পঞ্চশরের শরকুসুমগলিত মধুমিলিত বলিয়া অনুরাগবশতঃ পুনঃ পুনঃ স্বাদগ্রহ করিয়া অর্থাৎ সাদরে শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ দূরে থাকুক বরং মনোমধ্যে নিতান্তই সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন, এবং নিঃসীমা মূর্চ্ছাও লাভ করিলেন, অর্থাৎ নলগুণের উদ্দীপকতা জন্য বিরহব্যথায় একান্ত ব্যথিতা হইলেন, অন্য জনও মধুমিশ্রিত ঘৃতাস্বাদনে তাপ ও মূর্চ্ছা লাভ করিয়া থাকে, কেননা ঘৃত মধুমিলিত হইলে বিষবৎ হইয়া উঠে ॥ ১৩০ ॥ অনন্তর হংসগমনে খিন্না ভৈমীর অশ্রুপতন ও হংসচিন্তন। ঐ প্রিয় হংস আকাশমার্গে শুভগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিল, এবং দময়ন্তীও অনুগমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৃষ্টিগত বাষ্পবারির প্রতিবন্ধকতায় সমীপস্থ হংসকেও দৃষ্টিগোচর করিতে অসমর্থা হইলেন বটে, কিন্তু ঐ হংস দূরস্থ

ইত্যালপত্যথ পতত্রিণি তত্র ভৈমীং সখ্যশ্চিরাত্তদনুসন্ধিপরাঃ সমীয়ুঃ।
শর্ম্মাস্তু তে বিসৃজ মামিতি সোঽপ্যদীর্য্য বেগাজ্জগাম নিষধাধিপরাজধানীং ॥ ১২৯ ॥
চেতোজন্মশরপ্রসূনমধুভির্ব্যামিশ্রতামাশ্রয়ৎ
প্রেয়োদূতপতঙ্গপুঙ্গবগবীহৈয়ঙ্গবীনং রসাৎ।
স্বাদং স্বাদমসীমমিষ্টসুরভি প্রাপ্তাপি তৃপ্তিং ন সা
তাপং প্রাপ নিতান্তমন্তরতুলামানর্চ্ছ মূর্চ্ছামপি ॥ ১৩০ ॥

হইয়াও আবার তাঁহার চিত্তবৃত্তির অগোচর হইতে কদাপিও সমর্থ হইল না॥ ১৩১ ॥ অনন্তর হংসের নলসমীপে গমন ও ভৈমীর স্বনিকেতনপ্রাপন। সেই উভয়ের মধ্যে এক হংস পক্ষদ্বয়ের চালনবিশেষ দ্বারা যেন ভৈমীসমীপে নলপ্রাপ্তিরূপ কার্য্যসিদ্ধির প্রস্তাব করিতে করিতে নলসমীপে ভৈমীদর্শনাদি বৃত্তান্ত কথনার্থ প্রস্থান করিল। এদিকে হে প্রিয়সখি! এরূপ দুর্গম পথে আসিয়াছ, হে মুগ্ধে ভৈমি! তুমি কি পথ বিস্মৃত হইয়াছ? আর রোদন করিও না আমাদিগের সহিত আইস, আমরা সকলে মিলিয়া গৃহে যাই, প্রিয়সখীগণ এইরূপ কহিতে কহিতে প্রিয়সখী দময়ন্তীকে সেই স্থান হইতে স্বস্থানে লইয়া গেল ॥ ১৩২ ॥ অনন্তর হংসের পুনর্ব্বার নলদর্শন। পূর্ব্বে সেই হংস যে সরোবরের তীরে সেই নল রাজাকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল ইদানীও সেই সরোবরের তীরস্থিত তথা দীপ্যমানকামবাণসদৃশ কুসুমেস্থশোভিত অশোক বৃক্ষের মূল সমীপে তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইল, এবং দেখিল তিনি অনঙ্গতাপে তাপিত হইয়া অতি কোমল নব কিসলয়শয্যাকেও মলিন করিতেছেন ॥ ১৩৩ ॥ হংস ঐ স্থলে আগত হইয়া ভৈমীবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কহিল, ইহাই উক্ত হইতেছে। হে পরাধীনে ভৈমি! কৈ আমিতো তোমায় কিছুই কহিতেছি না কেনই

তস্যা দৃশো বিয়তি বন্ধুমসূত্রজস্ত্যাস্তং বাষ্পবারি ন চিরাদবধীবভূব।
পার্শ্বেঽপি বিপ্রচকৃষে তদনেন দৃষ্টেরারাদপি ব্যপদধে নতু চিত্তবৃত্তেঃ ॥১৩. ॥

অস্তিত্বং কার্য্যসিদ্ধেঃ স্ফুটমনুকথয়ন্ পক্ষয়োঃ কম্পভেদৈ-
রাখ্যাতুং বৃত্তমেতন্নিষধনরপতৌ সর্ব্বমেকঃ প্রতস্থে।
কান্তারে নির্গতাসি প্রিয়সখি পদবী বিস্মৃতা কিন্নু মুগ্ধে
মারোদীরেহি যামেত্যুপহৃতবচসো নিন্যুরন্যাং বয়স্যাঃ ॥ ১৩২ ॥

সরসি নৃপমপশ্যদ্ যত্র তত্তীরভাজঃ স্মরতরলমশোকানোকহস্যোপমূলং।
কিসলয়দলতল্পমাপিবমং প্রাপ তং স জ্বলদসমশরেষুস্পর্দ্ধিপুষ্পার্দ্ধমৌলেঃ ॥১৩৩॥

আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতেছ, হে হংস! তুমি ত্বরায় আসিয়া দেখা দেও, দময়ন্তী কিরূপ কহিলেন তাহা কহিয়া আমার উত্তাপিত হৃদয় শীতল কর, নলরাজা এইরূপ কহিতেছেন এমত সময়ে ঐ হংস নলসমীপে সমাগত হইয়া দময়ন্তীর বচনপরম্পরা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল; কিন্তু নলের ঐরূপ কথনসমকালেই যে হংস আসিয়া ঐরূপ কহিল, ইহার কারণ এই, ভাগ্যবান্ জনের স্বাভীষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্বেচ্ছার কালক্ষেপ হয়, ফলতঃ ইচ্ছাকরণেই যে বিলম্ব হউক, ইচ্ছা হইলে আর বিলম্বের বিষয় কি ॥ ১৩৪ ॥ ভৈমীবৃত্তান্ত শ্রবণে নলের অনুরাগাতিশয়। সেই নরেন্দ্র নল, প্রিয়া দময়ন্তীর ভাষিত হংস কর্তৃক কথিত হইলেও, কি বলিলেন কি বলিলেন, এইরূপে জিজ্ঞাসা করত ঐ হংসকে ভূয়োভূয়োই বলাইতে লাগিলেন। অনন্তর নিবিড় আনন্দরূপ মধু দ্বারা একান্ত মত্ত হইয়া হংসমুখ শ্রবণে সেই প্রিয়াভাষিত একান্ত পরিজ্ঞাত হইলেও, স্বয়ং স্বচিত্তে শত শত বার কেবলই আলোচনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৫ ॥ কবিরাজরাজির মুকুটালঙ্কারহীরস্বরূপ শ্রীহীর এবং মামল্লদেবী যে জিতেন্দ্রিয়চয় শ্রীহর্ষকে তনয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহর্ষের চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফলস্বরূপ অথচ শৃঙ্গাররসপ্রাধান্য জন্য অতি মনোহর নৈষধীয় কাব্যের তৃতীয় সর্গ গত হইল ॥ ১৩৬ ॥

পাতকি দময়ন্তি ত্বাং ন কিঞ্চিদ্বদামি দ্রুতমুপনম কিং মামাহ সা শংস হংস।
ইতি বদতি নলেঽসৌ তচ্ছশংসোপনম্রঃ প্রিয়মনু সুকৃতাং হি স্বস্পৃহায়া বিলম্বঃ॥ ১৩৪ ॥
কথিতমপি নরেন্দ্রঃ শংসয়ামাস হংসং কিমিতি কিমিতি পৃচ্ছন্ ভাষিতং স প্রিয়ায়াঃ।
অধিগতমথ সান্দ্রানন্দমাধ্বীকমত্তঃ স্বয়মপি শতকৃত্বস্তত্তথাম্রাচচক্ষে ॥ ১৩৫ ॥
শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং।
তার্তীয়ীকতয়া মিতোঽয়মগমত্তস্য প্রবন্ধে মহা
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১৩৬ ॥

চতুর্থ সর্গ।

পূর্ব্বে স্বপ্নদর্শনে ভৈমী নলানুরক্তা থাকিলেও এক্ষণে হংস-মুখে গুণপরম্পরা শ্রবণ করায় তাঁহার যে অনুরাগাতিশয় জন্মিয়াছিল, তদ্বর্ণনার্থ কবি চতুর্থ সর্গ আরম্ভ করিতেছেন। হংসপ্রস্থানানন্তর বিরহিবৈরী মদন সেই নলের সৌন্দর্য্যাদিগুণকেই গুণ অর্থাৎ মৌর্ব্বীস্বরূপ, তথা সুরভি অর্থাৎ বিখ্যাত অথচ সুগন্ধি যশোরাশিকেই কুসুমময় ধনুঃস্বরূপ, এবং সুমনস্তা নিমিত্ত অর্থাৎ ধীরতা জন্য ভৈমীর শ্রুতিপথোপগত ঐ নলকে বাণস্বরূপ বিধান করিয়া আশু ঐ দময়ন্তীকে জয় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ হংসমুখে নলগুণ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভৈমী মদনপীড়িতা হইয়াছিলেন, কামধনুঃও পুষ্পময়ত্ব হেতুক সুরভি অর্থাৎ সুগন্ধি এবং বাণও শ্রুতিপথোপগত ও সুমনস্তা জন্য পুষ্পময় হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ পরিশেষে সেই দময়ন্তী মদনজ্বরযুতা হইয়া প্রিয়কথারূপ সরোবরের শৃঙ্গাররসরূপ সলিলে যেমন মজ্জন অর্থাৎ অবগাহন অথচ চিন্তাবধান করিয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ অমনিই ঐ মজ্জনফলস্বরূপ চিরান্তরতাপিনী বিষমা পরিণতি প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ জাতানুরাগতা জন্য কামপীড়িতা হইলেও হংসমুখে কামোদ্দীপক গুণগণ শ্রবণ করিয়া আরও সাতিশয় কামব্যথিনী প্রাপ্ত হইলেন, অন্য বিষমজ্বরযুক্ত জনও সরোবরে মজ্জন করিলে চিরান্তরতাপক

অথ নলস্য গুণং গুণমাত্মভূঃ সুরভি তস্য যশঃ কুসুমং ধনুঃ।
শ্রুতিপথোপগতং সুমনস্তয়া তমিষুমাশু বিধায় জিগায় তাং ॥ ১ ॥

বৈষম্য প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥ এবং অতিকৃশোদরী ঐ দময়ন্তী প্রিয়দূত ঐ হংসের গমনবিষয়ে যে বেগ তাহা হইতেই স্থিতিবিরোধকরী, অর্থাৎ মর্য্যাদাবিরোধিনী অধীরতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ হংসের গমনাবধিই অতি অধৈর্য্যাবলম্বনে কালাতিপাত করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ আহা! দময়ন্তীর বদনসুধাকর করণের কথা দূরে থাকুক স্মিতলেশস্মরণেও সাতিশয় জড়াশয় হইয়াছিল, অর্থাৎ বিরহযাতনায় ভৈমীমুখে হাস্যলেশও ছিলনা, অন্য জড়মতি জনও পূর্ব্বানুভূত কিছুই স্মরণ করিতে সমর্থ হয় না, তথা অতিচাপল্যহেতুক তাঁহার নয়নরূপ খঞ্জনযুগলও অপাঙ্গরূপ নিজ প্রাঙ্গন সমীপে ভ্রমণলেশেও পঙ্গু হইয়াছিল, অর্থাৎ বিরহব্যথায় দময়ন্তী কটাক্ষ করিতেও অসমর্থা ছিলেন। অন্য খঞ্জও নিজাসনভ্রমণে সমর্থ হয়না ॥ ৪ ॥ আর নলভূপতি ও রতিপতি দময়ন্তীর হৃদয় আলে ভুমর্থই অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অর্থাৎ নল ও নলবিষয়ক কাম এউভয় সদাই ভৈমীর চিন্তাগোচর হইয়া বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু অনুমান হয় যেন ভৈমীর-লাবণ্যলোভী স্বয়ং দেবেন্দ্র দময়ন্তীর চিকিৎসার্থই স্বর্গবৈদ্য উভয় অশ্বিনীকুমার কে প্রেরণ করিয়া থাকিবেন ॥ ৫ ॥ আর ক্রমশঃ সখীজন প্রফুল্ল কমলবৎ কোমল ভৈমীবদনকে অনঙ্গতাপে একান্তই সমাকুল দেখিয়া

মদভঙ্গুরতাং তনুতে স্ম সা প্রিয়কথাশ্রবণীরসনজ্জনং।
সপদি তস্য চিরান্তরতাপিনী পরিণতির্বিষমা সমপদ্যত ॥ ২ ॥
কৃশবতী তবতীরমুদীরয়াং দয়িতদূতগতাতবেগতঃ।
স্থিতিবিরোধকরীং হৃদুকোদরী অতুবিকং ন [illegible] ॥ ৩ ॥
অতিতরাং নমপাবি জড়াশয়ং স্মিতলবস্মরণেহপি তদাননং।
অভ [illegible] নয়নখঞ্জনযুগ্মপি তদীয় [illegible] ॥ ৪ ॥
কিমু তদন্তরুভৌ ভিষজৌ দিবঃ স্মরনলৌ [illegible] ।
তদীতকেন চিকিৎসিতুমাত তাং মধুকামবিদেশ [illegible] ॥ ৫ ॥

বোধ করিতে লাগিল যেরূপ কৃষ্ণপক্ষে অধঃস্থিতসূর্য্যকিরণ দ্বারা সুধাকরের দিন দিন অধিকাধিক তিরোধান হয় সেইরূপ বিরহতাপে ভৈমীবদনেরও প্রতিদিন অধিকতর ক্ষীণভাবের আবির্ভাব হইতেছে ॥ ৬ ॥ এবং বিরহসময়ে তরুণতারুণ্য তপনকিরণ দ্বারা ভৈমীকুচ-কুম্ভযুগলের তো একান্তই আঢ্যিমা অর্থাৎ কাঠিন্য অথচ নীরসত্ব হইয়া উঠিল, তবে সুতরাং কামরূপ কুলালের বিলাসে অর্থাৎ প্রাদুর্ভাবে অথচ উদ্যোগে অনলসঙ্গতিতাপ অর্থাৎ মলসঙ্গমাভাব জন্য বিরহস্বর অথচ বহ্নিসম্বন্ধি উষ্ণভাব কেনই বা না প্রাপ্ত হইবে, অবশ্যই প্রাপণ যুক্তিযুক্ত বটে, কুম্ভকারও ঘট নির্ম্মাণ করিয়া তপনতাপে পরিশুষ্ক করত বহ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥ আর ঐ সময়ে মদন কর্ত্তৃক বিরহদাহদূষিত ভৈমীর উরু-যুগল যেরূপ অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল সেরূপ অবসাদ রামরম্ভাতরু তবেই লাভ করিতে পারে যদি মরুপ্রদেশে ভূরুহদাহি উষর দ্বারা দূষিত হয়, নতুবা উরুর উপমানভূত হইলেও তদনুরূপ অবসাদ কখনই প্রাপ্ত হইতে পারে না, ফলতঃ ভৈমীর উরুদ্বয় বিরহতাপে মরুদেশ-ক্ষারমৃত্তিকাদগ্ধ কদলীতরু সদৃশ হইয়াছিল ॥ ৮ ॥ আর অনবসরেও অবিরত স্মরশরপ্রহারশীর্ণ ভৈমীর করযুগল নিদাঘকালীন তপনতা-

কুহূনিশীথ[illegible]জতাপসম্ভূতং ক্ষণকোমলনৈষধাত অথ[illegible] ।
অহোবিহীন[illegible]বিষাং [illegible]বিধোর্বিধাং ॥ ৬ ॥
তরুণতারুণ্য[illegible]তিরিশি[illegible] তৎকুচকুম্ভযুগং তদা ।
অনলসঙ্গতিতাপ[illegible] কুলাল[illegible]বিলাসবশং ॥ ৭ ॥
অথ [illegible] কথিতং মনসিজেন তদূরুযুগং তদা ।
[illegible] কদলীতরু[illegible] মরুস্থল[illegible]বিদ্ধং ॥ ৮ ॥

পনিপীত সরোবরের সরসীরুহকেও উপহাস করিয়াছিল ॥ ৯ ॥ আহা! উপরিধৃত নিবিড় ও অতিপীবর কুচদ্বয়াবরণ জন্যই ভৈমীর হৃদয় মদনজনিত সন্তাপবাহুল্যে বিদীর্ণ হইয়া উৎপতিত হইতে পারে নাই, অন্য কোন স্থূল পাষাণাদি উপরিস্থিত থাকিলে তাপাতিশয়ে বিদীর্ণ হইয়া উৎপতনোন্মুখ কোন বস্তুকেও আবরণ করিয়া রাখে ॥ ১০ ॥ যদি ধান্যকণ্টকাগ্রও কদাচিৎ চরণে প্রবিষ্ট হয় তবে কতই মহতী যন্ত্রণা প্রদান করে, অতএব সেই অলৌকিকসুকুমারাঙ্গী ভৈমীর হৃদয়প্রবিষ্ট যে অবনিভৃৎ অর্থাৎ নল অথচ অচল কেনইবা সেরূপ ব্যথা না প্রদান করিবে, অবশ্যই ততোধিক ব্যথা প্রদান করিবে সন্দেহ নাই। ফলতঃ অনবরত নলচিন্তাসক্তা ভৈমীর কতই যন্ত্রণা জন্মিয়াছিল তাহার সীমা নাই ॥ ১১ ॥ আর ভৈমীর নয়নদ্বয়ের এরূপ ভাবান্তর হইয়াছিল যে সম্মুখস্থ রম্য বস্তুতেও গ্রহণশক্তি ছিলনা, তবে সুতরাং অনুমান হয়, চিন্তাবিষয়ত্ব হেতুক চিন্তারোহি প্রিয় নলকে স্পৃহা প্রযুক্ত অবলোকন করিবার জন্যই হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥ বিরহ-গৌরবে একান্ত নীরবা অধোবদনা ভীমতনয়ার বাষ্পজলপ্রবাহব্যাপ্ত হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত তাদৃক্ সুন্দর বদনসুধাকর কি অসীম শোভাই ধারণ করিয়াছিল,

---

স্মরশরাহৃতিনির্ম্মিতসংজ্বরং করযুগং হসতি স্ম দমস্বসুঃ।
অনপিধানপতত্তপনাতপং তপনিপীতসরঃ সরসীরুহং ॥ ৯ ॥
মদনতাপভরেণ বিদীর্য্য নো যদুদপাতি হৃদা দমস্বসুঃ।
নিবিড়পীনকুচদ্বয়যন্ত্রণা তদপরাধমধাৎ প্রতিবধ্নতী ॥ ১০ ॥
নিবিশতে যদি শূকশিখা পদে সৃজতি সা কিয়তীমিব ন ব্যথাং।
মৃদুতনোর্বিতনোতু কথং ন তামবনিভৃত্তু নিবিশ্য হৃদি স্থিতঃ ॥ ১১ ॥
মনসি সন্তমিব প্রিয়মীক্ষিতুং নয়নয়োঃ স্পৃহয়ান্তরুপেতয়োঃ।
গ্রহণশক্তিরভূদিদমীয়য়োরপি ন সম্মুখবাস্তবি বস্তুনি ॥ ১২ ॥

কেননা এমনই বোধ হইয়াছিল, যেন হৃদয়মধ্যশায়ী নলের মুখচুম্বনার্থই সমীপগত হইতেছে, অর্থাৎ ভৈমী অধোবদনে রোদন করত কেবল বিরলে সেই অপূর্ব্ব নলমূর্ত্তিই হৃদয়ে ধ্যান করিতেন ॥ ১৩ ॥ কুরঙ্গনেত্রা ভীমপুত্রীর নিশ্বাসরূপ গন্ধবহ অর্থাৎ পবন হৃদয়স্থিত যে সুহৃৎ মদনরূপ অনল তাঁহাকেই প্রবল করিবার জন্য যেন গোপনে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু বহির্গমন দ্বারা সখীগণ বায়ুর গুপ্তপ্রবেশে মায়াবিত্ব অনায়াসেই জানিতে পারিল, কেননা অন্তঃপ্রবেশ বিনা বহির্গমন কিরূপেই বা সম্ভবে, সুতরাং বায়ুর গুপ্তপ্রবেশ স্বীয় সুহৃৎ মদনানলের উত্তেজনার্থই স্বীকার করিতে হইল, অর্থাৎ বিরহ দ্বারা ভৈমীর অনবরতই নিশ্বাসপরম্পরা নিঃসৃত হইত। আর দময়ন্তীর পদ্মিনীত্ব হেতুক নিশ্বাসেরও গন্ধবহত্ব যুক্তিযুক্ত বটে ॥ ১৪ ॥ আর ভৈমীর নেত্ররূপা চিত্রকারিণী বিরহজনিত বদনপাণ্ডিম, ও রোদনবশাৎ নয়নলৌহিত্য, এবং মূর্চ্ছারূপা কালী, তথা সেই ভীমনন্দিনীর সহজগৌরতা ইত্যাদিরূপ নানাবর্ণ দ্বারা অতি বিচিত্র চিত্র করিয়া কেবল নলমূর্ত্তিতেই দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া তুলিল, অর্থাৎ প্রবলবিরহবশতঃ ভীমাত্মজার মুখপাণ্ডিমাদি ও সর্ব্ব প্রদেশ এককালীন তন্ময় অর্থাৎ নলময় হইয়া পড়িল, অন্য কোন চিত্রকারিণীও নানাবর্ণে কোন প্রতিমূর্ত্তি ভিত্তির উপরি চিত্র করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ এবং নিশ্বাসবায়ু ভীমনন্দিনীর হৃৎপীড়া যেন তদাশ্রিত বসনসমীপে প্রস্তাব

হৃদি দমস্বসুর প্রকরং নু তে প্রতিকলম্বিরহাত্তমুখা [illegible]তঃ।
হৃদয়স্তাংশমরাজত চুম্বিতুং নলমুপেত্য কিলাগমিতম্মুখং ॥ ১৩ ॥
সুহৃদমগ্নিমুদক্কয়িতুং স্মরং মনসি গন্ধবহেন মৃগীদৃশঃ।
অকলি নিশ্বসিতেন বিনির্গমাম্নুমিতনিহ্নুতবেশমমায়িতা ॥ ১৪ ॥
বিরহপাণ্ডিমরাগতমোমসীশিতিমতান্নিজপীতিমবর্ণকৈঃ।
দশ দিশঃ খলু তদ্দৃগকল্পয়ল্লিপিকরী নলরূপকচিত্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

করিয়াই তাহার কম্প উৎপাদন করিয়াছিল, আর ইহাও উপযুক্ত বটে, কেননা আশ্রয়ের বাধা জন্মাইলে কোন্ আশ্রিত জন ত্রাসযুক্ত না হয়? সকলেই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই, অতএব আশ্রয়ভূতা ভৈমীর মনঃপীড়া হইলে তদাশ্রিত বস্ত্রেরও কম্প হওয়া উচিত বটে, অন্য কোন ব্যক্তি কোন মহদ্ব্যক্তির মনঃপীড়া করিয়া তদাশ্রিতের কম্প জন্মাইয়া দেয়, অর্থাৎ দীর্ঘনিশ্বাসসম্পর্কে বস্ত্রের চাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল ॥ ১৬ ॥ সুকোমলাঙ্গী ভৈমীর বিরহজ্বরকালীন করকমল, পদপদ্ম, ও বদনবারিজ, তথা নেত্রনালোৎপল ইত্যাদিরূপ পদ্মসমাজ সুদীর্ঘকাল নিরন্তর তাপচ্ছলে পূর্ব্বপীত যে অপরিমিত তপনতাপ তাহাই যেন অবিরত বমন করিয়াছিল, অর্থাৎ বিরহজ্বরে ভৈমীর হস্তপদাদিতে অতীব সন্তাপ হইয়াছিল, সূর্য্যোদয় হইলেই পদ্মজাতি প্রফুল্লমুখে ভাস্করভাতি পান করিয়া থাকে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে ॥১৭॥ আহা! ভীমবালার বিরহতাপিত হৃদয়ে অর্পিত আর্দ্র চন্দন ফেণবিকারবিশেষ ধারণকরত কতই শোভা পাইয়াছিল, এবং এমনই বোধ হইয়াছিল যেন স্বয়ং শশাঙ্কই নক্ষত্ররূপ নিজপরিজন সমভিব্যাহারে ভৈমীর হৃদয়শায়ি স্বীয় সুহৃৎ মদনের সমীপে উপগত হইতেছেন, অর্থাৎ চন্দনচয়ের চন্দ্রসাম্য ও ফেণচয়ের নক্ষত্রসাম্য হওয়ায় এইরূপ উৎপ্রেক্ষা। যাহাউক ইহাতেও তাপাধিক্য প্রকাশিত হইল, আর অন্য জনও পরিজনের সহিত মিত্রসমীপে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

স্মরকৃতাং হৃদয়স্য মশাং মুহুর্ব্বহু বদন্নিব নিশ্বসিতানিলঃ।
ব্যথিত বাসসি কম্পমদঃশ্রিতে ব্রজতি কঃ সতি নাশ্রয়বাধনে ॥ ১৬ ॥
করপদাননলোচননামভিঃ শতদলৈঃ সুতনোর্ব্বিরহজ্বরে।
রবিমহোবহু পীতচরং চিরাদনিশতাপমিষাদুদসৃজ্যত ॥ ১৭ ॥
উদয়তি স্ম তদদ্ভুতমালিভির্ধরণিভৃত্তনুজাহৃদি লেপনম্।
স্মরবিয়োগিনিদাঘবিধূননং শশিকরেণ সমং মিলিতম্ ॥ ১৮ ॥

আহা! অতি দুর্নীতি রতিপতি নিষধাধিপতি নলের বেধনার্থ ভীম-তনয়ার হৃদয় অতি খরতর শর দ্বারা প্রহার করত যে অতীব মূর্চ্ছা-লাভ করিয়াছিলেন সে উপযুক্তই হইয়াছে, কেননা পরানিষ্ট করণে স্পৃহা করিয়াই ভৈমীর হৃদয়মধ্যগত আত্মাকেও সুদৃঢ় যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং ইহাতে তাঁহার অনীতিও প্রতিফলদা হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য! ভৈমীহৃদয়ে নল বিদ্যমান আছেন এই ভাবিয়া ঐ হৃদয় শর দ্বারা প্রহার করত তন্মধ্যগত আত্মাকেও প্রহার করিলেন। নিপুণ যোদ্ধা আত্মাকে রক্ষা করিয়াই অরিকে প্রহার করিয়া থাকে, কিন্তু এ অবোধ আত্মভূ আত্মাকে রক্ষা না করিয়া কেবল নলপরাভবব্যাকু-লিত মনেই প্রহার করিলেন, সুতরাং বীরস্থানভিজ্ঞ মদনের মূর্চ্ছা হওয়াই উপযুক্ত বটে, অর্থাৎ কাম-প্রাবল্যে ভৈমী নানা পীড়া লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥ সেই ভৈমী যদি দাহকত্ব হেতুক সুধাংশুকে সূর্য্যস্বরূপ মানিয়াছিলেন তবে সেই সূর্য্যস্বরূপে আরোপিত বিধু ঐ ভৈমীর হৃদয়কে কিরণ দ্বারা কি হেতু প্রাকৃত সূর্য্যবৎ প্রজ্বলিত করি-য়াছিলেন, কেননা বিরহবাহুল্যেও যখন হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই তখন ঐ হৃদয়ের সূর্য্যকান্তপাষাণত্বই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, সুতরাং চন্দ্রো-দয়ে উহার জ্বলন অতীব অসম্ভব, কেননা আরোপিত পদার্থ কখনই প্রাকৃতের কার্য্যকারী হইতে পারে না, অতএব কি আশ্চর্য্য! প্রাকৃত সূর্য্যই সূর্য্যকান্তকে প্রজ্বলিত করে, আরোপিত সূর্য্যের তৎকার্য্যে কখনই সামর্থ্য নাই, অতএব বিধু সূর্য্যস্বরূপে আরোপিত হইয়াও তাপবাহুল্যে বিদীর্ণ হয় নাই বলিয়া সূর্য্যকান্তপাষাণ রূপে স্থিরীকৃত

হৃদি বিদর্ভভুবঃ প্রহরন্ধ্রুবৈরতিপতির্নিষধাধিপতেঃ কৃতে।
কৃতমনস্তরমবদুষ্যবধঃ ফলমনীতিরমূর্চ্ছ্যদলং খল ॥ ১৯ ॥

ভৈমীহৃদয়কে যে প্রজ্বলিত করিয়াছেন সে অতীব আশ্চর্য্য! অর্থাৎ বিরহে দময়ন্তী সুধাংশুকিরণ সহ্য করিতে অসমর্থা ছিলেন ॥ ২০ ॥ এবং বিরহতাপিতা ভৈমী সন্তাপশান্তি নিমিত্ত স্বীয় হৃৎকমলে কমল ধারণ করিয়া একান্তই অসামান্যা হইয়াছিলেন, অর্থাৎ ভৈমী-সদৃশী আর কেহই ছিলনা, কেননা সেই রতিও কি আত্মপতির ধনুঃ হৃদয়ে ধারণ করিয়া ঐ মদনের অনুমরণার্থ চিতাগ্নিতে শয়ন করিয়া-ছিলেন? কখনই নয় স্ত্রীজাতি প্রিয়বিয়োগে প্রিয়াভিলষিত বস্তু হৃদয়ে ধারণ করিয়াই প্রাণত্যাগ করে এইরূপ আচার প্রসিদ্ধ আছে, অতএব দময়ন্তী নলাভিলষিত পদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিরহহুতাশনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যতা, কিন্তু রতি স্বপ্রিয়াভিলষিত ধনুঃ হৃদয়ে নিধান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারেন নাই, তবে কিরূপে ভৈমী-সদৃশী বলিতে পারা যায়, অর্থাৎ বিরহে দময়ন্তী মৃতপ্রায়া হইয়া-ছিলেন সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ এবং সেই দময়ন্তী আত্মীয় বিরহের রহস্য অর্থাৎ যথার্থ অনলভাব (অগ্নিত্ব) নিতান্তই জানিতে পারেন নাই, কেননা দীপ্যমান সেই বিরহানলে প্রশমনার্থ প্রাণকে তৃণস্বরূপে বিধান করিয়া ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতএব যদি বিরহের অগ্নিত্বই জানিতেন তবে কখনই শান্তি নিমিত্ত তাহাতে তৃণ নিক্ষেপ করিতেন না, কেননা অগ্নি তৃণের সহিত সাতিশয় প্রজ্বলিতই হইয়া থাকে, নির্ব্বাণ কখনই হয় না। অথচ দময়ন্তী স্বীয় বিরহের অনলভাব অর্থাৎ নলপ্রাপ্তির অভাবরূপ রহস্য (মূল কারণ)

বিধুরমানি তয়া যদি জান্থমান্ কথমহো স তু তক্ষ্ দয়ং তথা।
অপি বিয়োগভরাস্ফুটমস্ফুটী কৃতদৃবত্বমজিজ্বলদংশুভিঃ ॥ ২০

হৃদয়দত্তসরোরুহয়া তয়া ক সদৃগস্তু বিয়োগনিমগ্নয়া।
প্রিয়ধনুঃ পারবতা হৃদা রতিঃ কিমনুমর্ত্তু মশেত চিতার্চ্চিষি ॥ ২১ ॥

কি জানিতে পারেন নাই? অবশ্যই জানিতে পারিয়াছিলেন, যেহে- তুক ঐ বিরহ প্রজ্বলিত হইলে প্রাণকে তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ করিয়া ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর ভাবিয়াছিলেন, বরং মরণ হউক, তথাপি এতাদৃশদুঃসহবিরহসহনসাধন প্রাণ ধারণ করিতে যেন না হয়, অর্থাৎ বিরহে ভৈমী মৃতপ্রায়া হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ এবং যোষিদ্গণের হৃদয় অতি কোমল এই স্বাভাবিক গুণ অবশ্যই প্রসিদ্ধ আছে, তবে দময়ন্তীতে এরূপ গুণ কেন না থাকিবে, অবশ্যই তাঁহার হৃদয়-মার্দ্দব স্বীকার করিতে হইল, অতএব সেই বিবুধ অর্থাৎ দেব অথচ পণ্ডিত মদন কুসুমময় বাণ দ্বারা ভৈমীর হৃদয়পীড়া প্রদান করত হৃদয়মার্দ্দব বিশেষরূপেই প্রকাশ করিয়াছেন যদি তাঁহার হৃদয়ের মৃদুত্ব না থাকিত তবে কুসুম দ্বারা কখনই পীড়া হইত না, অন্য দুর্জ্ঞেয় বস্তু বিজ্ঞ কর্ত্তৃক স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে, ফলতঃ ভৈমী কামবাণে একান্তই পীড়িতা হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই ॥ ২৩ আর উদ্দীপকতা ও বিরহিপীড়কতা নিমিত্ত অতি বৈরিণী চন্দ্রকান্তি- ধারা ভবনাভ্যন্তরশায়িনী ভৈমীকে যেন সন্তাপ প্রদানার্থই গবাক্ষ- বিবর দ্বারা রূপান্তর স্বীকার পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, কেননা স্বরূপ ধারণ করিয়া প্রবেশ করিলে আত্মনিরোধের শঙ্কা আছে, যেন এই ভাবিয়াই সুতরাং মৃণালরূপ ধারণ করিয়া প্রবেশ করিতে হইয়াছে, কারণ শত্রুপক্ষ, স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলে অবশ্যই গৃহস্থ নিবারণ করিয়া থাকে, অতএব গৃহস্থিত

অমলজ্জাবমিয়ং স্বনিবাসিনো ন বিরহস্য বহুস্যমবুধ্যত।
প্রশমনায় বিধায় তৃণান্যসূন্ জ্বলতি তত্র যদুজ্ঝিতুমৈহত ॥ ২২ ॥
প্রকৃতিরেত্তু গুণঃ স ন যোষিতাং কথমিমাং হৃদয়ং মৃদু নাম যৎ।
তদিষুভিঃ কুসুমৈরপি দুষ্যতা স্ফুবিবৃতং বিবুধেন মনোভুবা ॥ ২৩ ॥

কাহারও রূপ গ্রহণ করিয়াই প্রবেশ করিতে হয়, সুতরাং চন্দ্রকান্তি-ধারাও যেন সেই আশঙ্কা করিয়াই ভৈমীর তাপোপশান্তি নিমিত্ত প্রিয়সখী কর্তৃক আনীত যে মৃণাল তাহার রূপ গ্রহণ করিয়াই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥ আহা! ভৈমীর নেত্রাম্বু প্রবাহিত হৃদয়ে নম্রমুখত্ব হেতুক বদন, নয়নদ্বয়, ও ওষ্ঠাধর, এ সমুদয় প্রতিবিম্বিত হওয়ায় কি অপূর্ব্ব শোভাই হইয়াছিল, এবং এরূপও বোধ হইয়াছিল, যেন কুসুমেষু বদনাদির উপমাযোগ্য কুসুমপঞ্চকই অর্থাৎ কমল, নীলোৎপল ও বন্ধূক ইত্যাদি কুসুম রূপ বাণপঞ্চকই ভৈমীহৃদয়ে নিক্ষেপ করিয়াছেন, অর্থাৎ ভৈমীবধ নিমিত্ত পঞ্চশর পঞ্চ শরই বক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছেন, ফলতঃ বিরহপ্রাবল্যে ভৈমী কেবলই অধোবদনে রোদন করিতেন ॥২৫॥ আর স্বয়ং শশাঙ্ক বিরহবশাৎ ভৈমীর পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডদেশে প্রতিবিম্বিত হওত, সমানবর্ণতা জন্য শুভ্রাংশ একান্ত অদৃশ্য হওয়ায় কেবল মুখমধ্যে অঙ্করূপ মৃগার্পণ দ্বারাই অনায়াসে ভৈমীবদনকে আত্মতুল্য করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় গণ্ডদেশের পাণ্ডুতা নিমিত্ত সমগ্রপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রের শুক্লভাগ অদৃশ্য হইয়াছিল, কেবল কৃষ্ণবর্ণত্ব হেতুক কলঙ্কই প্রকাশিত বোধ হইত। বিরহের পূর্ব্বকালীন আস্যের গৌরত্ব হেতুক প্রতিবিম্বিত চন্দ্র পৃথক্ দৃষ্ট হইত, অতএব তৎকালীন মুখের নিষ্কলঙ্কতা জন্য চন্দ্রাপেক্ষাও অতিরমণীয় বোধ হইত, কিন্তু অধুনা নির্ব্বিশেষ চন্দ্রতুল্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অন্য জনও কোন জনকে স্বকীয় কিঞ্চিৎ

রিপুতয়া ভবনাদবিনির্যতীঃ বিধুরুচির্গৃহজালবিলৈর্ভৃতাং।
ইতরথাঅনিবারণশঙ্কয়া ব্যণয়িতুং বিসবেশধরাবিশৎ ॥ ২৪ ॥
হৃদি বিদর্ভভুবোঽশ্রু হৃতি স্ফুটং বিমলমাস্যতয়া প্রতিবিম্বিতং।
মুখদৃগোষ্ঠমবৈাপি মনোভুবা তদুপমাকুসুমান্যখিলাঃ শরাঃ ॥ ২৫ ॥

প্রদান করিয়া আপনার মিত্র করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ আহা ! সখীজনেরা বিরহসন্তাপশান্তি নিমিত্ত ভৈমীশরীরে যে সমস্ত চন্দন বা মৃণাল অর্পণ করিয়াছিল তাহাতে ভৈমী কি ভয়ানক শোভাই স্বীকার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ঐ মৃণাল ও চন্দনধূলি দ্বারা বিষধরভস্মভূষিত ভবসদৃশী হইয়া (আমিই ভব) এইরূপ মনোভবের প্রতি ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভবদগ্ধ মনোভব ভবভ্রমে আমাকে কদাপিও প্রহার করিতে পারিবেন না, এই বিবেচনা করিয়াই যেন মৃণালাদি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ এবং ভৈমীর পরিতাপিত-হৃদয়লিপ্ত চন্দনে ফেণনিচয়ের উপচয় দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যেন সর্ব্বরীশ্বর নক্ষত্ররূপ সর্ব্ব পরিবার সমভিব্যাহারে ভৈমীর হৃদয়-শায়ি নিজ সুহৃৎ মনোসিজের প্রতি ধাবমান হইতেছেন, অন্য ব্যক্তিও পরিজনসহিত মিত্রের প্রতি উপগত হয়, অর্থৎ চন্দনচয়ের চন্দ্রসাদৃশ্য ও ফেণচয়ের নক্ষত্রসাম্য স্পষ্টই বোধ হইয়াছিল, ইহাতে ভৈমীর অতীব তাপাধিক্যই প্রকাশ হইতেছে ॥ ২৮ ॥ আর মদন-হুতাশনতাপিতা ভীমদুহিতা বার বার শরীরসন্তাপ নিবারণার্থ আশ্রয় করিবার জন্য অনেক সরস সরসীরুহকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অত্যুষ্ণ নিশ্বাসবায়ু স্পর্শে অর্দ্ধ পথেই ঐ সরস কমল সকল শুষ্ক হইয়া যাইত, সুতরাং তাহা হইতে মর্ম্মরশব্দ নির্গত হইবা-

---

বিরহপাণ্ডু কপোলতলে বিধুর্ব্যধিত ভীমভুবঃ প্রতিবিম্বিতঃ।
অনুপলক্ষ্যসিতাংশতয়া মুখং নিজসখং সুখমক্ষমৃগার্পণাৎ ॥ ২৬ ॥
বিরহতাপিনি চন্দনপাংশুভির্ব্বপুষি সার্পিতপাণ্ডিমমণ্ডনা।
বিষধরাভবিসাভরণা দধে রতিপতিং প্রতি শম্ভুবিভীষিকাং ॥ ২৭ ॥
বিনিহিতং পরিতাপিনি চন্দনং হৃদি তয়া স্তবুদ্বুদমাবভৌ।
উপনমন্ সুহৃদং হৃদয়েশয়ং বিধুরিবাঙ্কগতোডুপরিগ্রহঃ ॥ ২৮ ॥

মাত্র অমনিই পরিত্যাগ করিতেন॥ ২৯॥ এবং ভৈমী কর্ত্তৃক হৃদয়ে অর্পিত কমলযুগল তাপবাহুল্যে সঙ্কুচিত হইয়া ঐ পীনস্তনী দময়ন্তীকে যেন ইহাই কহিয়াছিল যে হে ভৈমি! আমরা যেরূপ সঙ্কুচিত হইয়াছি এইরূপে তোমার এই স্তনযুগলও প্রিয়-করকমল-গ্রহণ প্রাপ্ত হইবে, অতএব তুমি আর কেন পরিতাপ করিতেছ। ইহাতেও তাপাধিক্য প্রকাশ হইল॥ ৩০॥ এবং হে প্রিয়! আমি তোমাভিন্ন পতি মনোমধ্যেও ধারণ করি নাই অতি কৃশা পাণ্ডুবর্ণা ভৈমী এইরূপ প্রকারে প্রজ্বলিত মদনহুতাশনে যেন স্বীয় পাতিব্রাত্য ধর্ম্ম হৃদয়স্থিত নলকে অবগত করাইয়াছিলেন, কোন সাধ্বী নারীও স্বামিসান্নিধ্যে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা নিজ পাতিব্রাত্যধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে, ফলতঃ বিরহপ্রাবল্যে পৃথ্বীপালসুতার অতীব পাণ্ডুতা জন্মিয়াছিল॥ ৩১॥ আর বিরহবহ্নিবিদগ্ধ ভীমাঙ্গজার অঙ্গে তাপোপশমনার্থ সখীজনস্থাপিতা কমলিনী সন্তাপবশতঃ সঙ্কুচিত-পত্ররূপ-মুষ্টি দ্বারা যেন তাঁহার সন্তাপ দূরীকরণার্থ বা পরাভবার্থই চেষ্টা করিয়াছিল, অর্থাৎ অতি উত্তাপবশাৎ পদ্মিনীদল অতীব সঙ্কুচিত হইয়াছিল॥ ৩২॥ এবং ঐ দময়ন্তী অনঙ্গশরপরম্পরারূপ-পন্নগদংশনে অতি প্রসারি বিয়োগবিষে একান্ত অবশা হইয়া

স্মরহুতাশনদীপিতয়া তয়া বহু মুহুঃ সরসং সরসীরুহং।
শ্রয়িতুমর্দ্ধপথং কৃতমন্তরা শ্বসিতনির্ম্মিতমর্ম্মরমুক্ষিতং॥ ২৯॥
প্রিয়করগ্রহমেবমবাপ্স্যতি স্তনযুগং তব তাম্যতি কিম্বিতি।
জগদতুর্নিহিতে হৃদি নীরজে নবপুরুকুট্মলনেম পৃথুস্তনীং॥ ৩০॥
ত্বদিতরো ন হৃদাপি ময়া ধৃতঃ পতিরতীব নলং হৃদয়স্থিতং।
স্মরহবির্ভুজি বোধয়তি স্ম সা বিরহপাণ্ডুতয়া নিজশুদ্ধতাং॥ ৩১॥
বিরহতপ্ততদঙ্গনিবেশিতা কমলিনী নিমিষন্দলমুষ্টিভিঃ।
কিমপনেতুমচেষ্টত কিং পরা ভবিতুমৈহত তজ্জ্বরথুং পৃথুং॥ ৩২॥

আদিত্যকিরণার্দ্দিতা শশিকলার ন্যায় কোন্ অকরুণ জনকে কারুণ্য-জলধিতে নিমগ্ন না করিয়াছিলেন ? অবশ্য অতি অদয়কেও সদয় করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, অর্থাৎ যেমন সূর্য্যকিরণকৃশা চন্দ্রকলা দেখিয়া সকলেরই দয়া জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ বিকলা ভূপবালাকে দেখিয়া অতি নির্দ্দয়েরও দয়োদ্রেক হইয়াছিল, অন্য পন্নগদংশিত জনও বিষজ্বালাবিহ্বলতায় সকলকেই সকরুণ করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ আর মন্মথবেদনায় ব্যথিত নিজ হৃদয়ে তাপোপশমনার্থ ভৈমী কর্ত্তৃক স্থাপিতা অতিস্নিগ্ধা মৃণাললতা স্ববিজেতা ভৈমীভুজদ্বয় সমীপে যেন লজ্জা জন্যই অতি মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অন্য পরাজিত জনও স্বজয়ীর সহিত একত্রাবস্থান জন্য অতীব মলিন-মুখ হইয়া অবস্থিতি করে, ফলতঃ অতি সরসা মৃণাললতাও ভৈমীর তাপিতহৃদয়স্পর্শমাত্রেই তাপাধিক্য জন্য অতীব নীরসা হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥ এবং কোকিলকলধ্বনি শুনিয়া ঐ ধনীর হৃদয় কম্পিত হওয়ায় তাপোপশান্তি জন্য পূর্ব্বস্থাপিত শৈবালসকলও কম্পিত হইয়া একান্ত শোভিত হইয়াছিল, এবং এরূপও বোধ হইয়াছিল যেন নিরন্তর ভৈমীর হৃদয়শায়ি মীনকেতনের ধ্বজরূপ মীন স্বতনু ঘন ঘর্ষণ করত ঐ শৈবালে অতীব আঘাত করিয়াছিল, কেননা মীন-গণও সদাই শৈবালে স্বশরীর সংলগ্ন করিয়া আঘাত করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাপোপশমনার্থ শৈবাল হৃদয়স্থাপিত হইলেও কোকিল-

---

ইয়মমন্মথশরাবলিপন্নগক্ষতবিসারিবিয়োগবিষারণা ।
শশিকলেব খরাংশুকরার্দ্দিতা করুণনীরনিধৌ নিদধৌ ন কং ॥ ৩৩ ॥
জ্বলতি মন্মথবেদনয়া নিজে হৃদি তয়ার্দ্র মৃণাললতার্পিতা ।
স্বজয়িদোর্জ্জপয়া সবিধস্থয়োর্মলিনতামভজন্নু জয়োর্দ্ধ শং ॥ ৩৪ ॥

কলরব শুনিয়া ভৈমী আরও বিহ্বলা হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ আর্দ্র নলান্তঃকরণ সেই অতি কমনীয় ভৈমীবদনকে উন্মাদ বশতঃ কি চন্দ্রকান্ত অর্থাৎ চন্দ্রবৎ কমনীয় অথচ চন্দ্রকান্তমণিবিশেষ বলিয়া বোধ করে নাই? অবশ্যই চন্দ্রকান্তস্বরূপেই বোধ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কেননা যদি তাহাই না হইবে তবে চন্দ্রোদয়ে ভৈমীবদন হইতে কেনইবা অবিরত অশ্রুময় বাষ্পবারি ক্ষরিত হইয়াছিল, চন্দ্রকান্তমণির চন্দ্রোদয়েই জলক্ষরণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই ভৈমী-দিবায় কথঞ্চিৎ সুস্থতায় অবস্থিতি করিতে সমর্থা ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বরীতে সর্ব্বরীশ্বরকে দেখিয়া সাতিশয় রোদন করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ এবং মদনের পঞ্চবাণ যেমন বিজয়াস্ত্র হইয়া জয়ী হয়, সেই-রূপ ভীমসুতাও জয়যুক্তা হউন, সেই নিমিত্তই যেন মদন সেই দমযন্তীকে আত্মবাণসদৃশ পঞ্চত্বে অর্থাৎ পঞ্চত্বসংখ্যায় অথচ মরণব্যবসায় যোজনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ফলতঃ ভৈমীকে বিরহযাতনায় মৃতপ্রায়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পঞ্চতাপদে শ্লেষ হেতুক শব্দচ্ছলমূলা প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা ॥ ৩৭ ॥ আর বিরহ-কৃশা সেই ভীমদুহিতা অনঙ্গের পূর্ণশশাঙ্করূপ দহনাস্ত্রকে অর্থাৎ অগ্নিবাণকে উদিত রূপে তর্ক করিয়া নয়নাশ্রুচ্ছলে ঐ অগ্নিবাণনিবারণ-যোগ্য বারুণাস্ত্র অর্থাৎ জলরূপ প্রতিশস্ত্র ঝটিতি গ্রহণ করিয়াছিলেন,

---

পিকরবশ্রুতিকম্পিনি শৈবলং হৃদি তয়া নিহিতং বিচলদ্বভৌ।
সততকম্পতরঞ্চুরকেতুনা হৃতমিব স্বতনূঘনঘর্ষিণা ॥ ৩৫ ॥
ন খলু মোহবশেন তদাননং নলমনঃ শশিকান্তমবোধি তৎ।
ইতরথা শশিনোঽভ্যুদয়ে ততঃ কথমসুস্রবদশ্রুময়ং পয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
রতিপতের্বিজয়াস্ত্রমিষূর্যথা জয়তি ভীমসুতাপি তথৈব সা।
স্ববিশিখানিব পঞ্চতয়া ততো নিয়তমৈহত যোজয়িতুং স তাং ॥ ৩৭ ॥

অর্থাৎ ভৈমী বিরহবেদনায় চন্দ্রোদয়ে আরও অতিশয় রোদন করিয়াছিলেন, অন্য যোদ্ধাও প্রতিপক্ষক্ষিপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র বারুণাস্ত্রে নিবারণ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ এবং অতনু কর্ত্তৃক অর্থাৎ মদন কর্ত্তৃক নবজলধররূপ অম্বুদাস্ত্র উৎক্ষিপ্ত দেখিয়া সেই সুতনু দময়ন্তী দীর্ঘনিশ্বাসচ্ছলে অম্বুদাস্ত্র-নিবারণ-যোগ্য বায়ব্যাস্ত্র মদনের প্রতি মোচন করিয়াছিলেন, অম্বুদাস্ত্রও বায়ব্যাস্ত্রে নিবারিত হয়, অর্থাৎ জলদের উদ্দীপকতা হেতুক তদ্দর্শনে ভৈমীর ভয়ানক দীর্ঘনিশ্বাস জন্মিয়াছিল, অন্যত্র সংগ্রামেও অতনু কর্ত্তৃক (ক্ষীণশরীর কর্ত্তৃক) ক্ষিপ্তাস্ত্র সুতনু অর্থাৎ স্থূলশরীর জন অনায়াসেই নিজক্ষিপ্তাস্ত্র দ্বারা নিবারণ করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ এবং ঐ শোভনদন্তা দময়ন্তী মলয়ানিলকে মদনপ্রক্ষিপ্ত বায়ব্যাস্ত্র বিবেচনা করিয়া অনঙ্গতাপোপশমনার্থ গৃহীত মৃণালকেই যেন ভুজগাস্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বায়ব্যাস্ত্রও ভুজগাস্ত্রে নিবারিত হয়, অর্থাৎ মলয়ানিলের উদ্দীপকতায় সঞ্জাততাপবাহুল্য নিবারণার্থই ভৈমী সুস্নিগ্ধ মৃণাল ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ আর স্বয়ং স্মর ভৈমীহৃদয়ে যেন বিরহ ও জীবন এ উভয়কে প্রবল শল্য তুল্যই আরোপিত করিয়াছিলেন, বিরহের অতি দুঃসহত্ব হেতুক এবং ঐ বিরহানুভবের প্রধান হেতু জীবনের অধার্য্যত্ব নিমিত্ত শল্যসাম্যই বলিতে হইল, এবং হৃদয়োপরি শল্যদ্বয় স্থাপনানন্তর স্তনরূপ অতি কঠিন বিল্বযুগ দ্বারা যেন অতিশয় আঘাত

শশিময়ং দহনাস্ত্রমুদিত্বরং মনসিজস্য বিমৃশ্য বিয়োগিনী।
ঝটিতি বারুণমশ্রুমিষাদসৌ তদুচিতং প্রতিশস্ত্রমুপাদদে ॥ ৩৮ ॥
অতনুনা নবমম্বুমদাম্বুদং সুতনুরস্ত্রমুদস্তমবেক্ষ্য সা।
উচিতমায়তনিশ্বসিতচ্ছলাৎ শ্বসনমস্ত্রমমুঞ্চদমুং প্রতি ॥ ৩৯ ॥
রতিপতিপ্রহিতানিলহেতিতাং প্রতিযতী সুদতী মলয়ানিলে।
তদুরুতাপভয়াত্তমৃণালিকাময়মিদং ভুজগাস্ত্রমিবাদিত ॥ ৪০ ॥

করিয়াই শৈথিল্য নিরাস নিমিত্ত হৃদয়ে গাঢ়রূপে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, অর্থাৎ বিরহযাতনায় ভৈমীর জীবন অতি দুঃখে অতিবাহিত হইয়াছিল, অন্য কোন সূত্রধরও শল্য রোপণ করিয়া শৈথিল্য নিবারণার্থ তদুপরি লৌহময় বিল্ব স্থাপন করিয়া মুদ্গর দ্বারা আঘাত করত অতি গাঢ়রূপে প্রবেশ করাইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ আহা! স্বয়ং স্মর আপনার সমস্ত কুসুমশর দ্বারা ভৈমীহৃদয় জর্জ্জরিত করিয়াও কি সন্তোষলাভ করেন নাই? বৃক্ষের সমস্ত পুষ্পরূপ বাণ ব্যয় করিয়া পরিশেষে কি তৎসন্নিহিত ফল পর্য্যন্তও প্রক্ষেপ করত সেই ভৈমীর হৃদয়ে স্তনরূপ তালফলদ্বয় আরোপিত করিয়াছেন? অর্থাৎ ভৈমীহৃদয়োপরি উহা স্তনযুগ নয়, কাম কর্ত্তৃক গৌর তালফলদ্বয়ই আরোপিত আছে, স্তনের পীনত্ব হেতুক এইরূপ উৎপ্রেক্ষা, অন্য ধানুষ্কও বাণাভাবে সম্মুখবর্ত্তি লোষ্ট্রাদি দ্বারাও বৈরীকে প্রহার করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ এইরূপ বিরহ প্রকার কহিয়া সম্প্রতি কবি তৎসময়োচিত সখীর প্রতি ভৈমীর বচনোপক্রম কহিতেছেন। অনন্তর কামজনিত সন্তাপরূপরোগে একান্ত নিমগ্না ভৈমী বিরহিণীপীড়ক বিধুকে মুহুর্ম্মুহুঃ সাতিশয় কতই নিন্দা করিলেন, এবং বিধুন্তুদকে অর্থাৎ বিরহিণীশত্রু যে চন্দ্র তৎপীড়ক রাহুকেই বা কতই স্তব করিলেন, পরিশেষে সন্তাপদর্শনে অশ্রুবিমিশ্রমুখী সখীকে বক্ষ্যমাণ বাক্য পরম্পরা কহিয়াছিলেন, অন্য রোগীও অসাধুকে নিন্দা ও সাধুকে স্তব

ন্যধিত তদ্ধৃদি শল্যমিব স্বয়ং বিরহিতাঙ্ক তথাপি চ জীবিতং।
কিমথ তত্র নিহত্য নিখাতবান্রতি পতিঃ স্তনবিল্বযুগেন তৎ ॥ ৪১ ॥
অতিশরব্যয়তা মদনেন তাং নিখিলপুষ্পময়স্বশরব্যয়াৎ।
স্ফুটমকারি ফলান্যপি মুঞ্চতা তদুরসি স্তনতালযুগার্পণা ॥ ৪২ ॥

করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ বিরহের অতি দুঃসহত্ব উক্ত হইতেছে। হে সখি! নরগণ, সুরগণ ও কমলাসন ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার যৎপরিমিত সময়ে যেরূপ যুগ হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিয়োগিস্ত্রীপুরুষসম্বন্ধি যুগ রতিযুক্ত যুবক যুবতীর ক্ষণত্বে পরিমিত হইয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রে কেননা উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন ব্রহ্মার কতিচিৎক্ষণপরিমিতকাল দেবগণের যুগ, এবং দেবগণের কতিচিৎবৎসরপরিমিত কাল মানবগণের যুগ, গণিতশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ সুখসম্ভোগিদিগের ক্ষণপরিমিত কাল বিরহিগণের যুগসংজ্ঞায় উক্ত শাস্ত্রে কেননা উক্ত হইল? অর্থাৎ সুখসম্ভোগি জনগণ যে সময়কে ক্ষণত্বরূপে বোধ করিয়া থাকে, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগীরা সেই কালকেই যুগত্বরূপে অনুভব করে, ফলতঃ যেমন সম্ভোগিগণের সময় শীঘ্র যায় সেইরূপ বিরহিগণেরও শীঘ্র যাউক ॥ ৪৪ ॥ আর শুন সখি! সেই প্রসিদ্ধা সতী দাক্ষায়ণী স্মরতাপিতা হইয়াই হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নতুবা দেবস্বরূপ হিমগিরির গৌরবে জাতাদরা হইয়া কখনই জন্মগ্রহণ করেন নাই, অর্থাৎ উক্ত গিরির হিমময়ত্ব হেতুক স্মরতাপের উপশমনার্থই সতী জন্ম অঙ্গীকার করিয়াছেন, নতুবা দেবত্ব জন্য কখনই নয়, তথা ভবভালতলে বিধিলিখিত সতীবিরহই মূর্ত্তিমান্ হইয়া জ্বলিতেছে, নতুবা উহা তৃতীয় লোচন কখনই নয়, অতএব শঙ্কর শঙ্করীরও যখন এতাদৃশী বিরহজ্বালা তখন কামকিঙ্করী অস্মদাদির হওয়া বিচিত্র নয়

অথ মুহুর্বহুলনিন্দিতচন্দ্রয়া স্তুতবিধুন্তুদয়া চ তয়া পুনঃ ।
পতিতয়া স্মরতাপময়ে গদে নিজগদেহত্রপবিনম্রমুখী সখী ॥ ৪৩ ॥
নরসুরাব্জভুবামিব যাবতা ভবতি যস্য যুগং যদনেহসা ।
বিরহিণামপি তদরতবদ্যুবক্ষণমিতং ন কথং গণিতাগমে ॥ ৪৪ ॥

॥ ৪৫ ॥ এবং দেখ সখি! হুতাশনজাতা তাপপীড়া কখনই প্রবলা নয়, কিন্তু বিরহসম্ভূতা তাপপীড়াই অত্যন্ত অসহ্যা সন্দেহ নাই, যদি ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত না হইবে, তবে সাধ্বী রমণীরা সমুৎসুকা হইয়া মৃতপতির উপাসনার্থ কেনই আশু হুতাশনে স্বশরীর সমর্পণ করিবে, ফলতঃ বিরহব্যথার অসহ্যতা বিবেচনা করিয়াই অনলব্যথা অঙ্গীকার করিয়া থাকে সন্দেহ নাই, সেই হেতুক অনলযাতনা অপেক্ষাও বিরহযাতনা একান্তই অসহ্যা ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর সপ্তবিংশতিবার চন্দ্রের প্রতি আক্ষেপ করিতেছেন ॥ হে সখি! এই বিধুর অবিনয় অবলোকন কর, দেখ দেখি বিরহিণীবধজনিত পাপে কলঙ্কিতা কলাপরম্পরা নিতান্তই হৃদয়ে লুণ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু প্রকাশকত্ব হেতুক কুমুদ সহ সখ্যকারিণী কলাপরম্পরা বিরহিণীর দুর্ভাগ্যবশতঃ বহির্ভাগেই বসতি করিতেছে, অতএব পাপাত্মার রক্ষণ ও পরোপকারীকে পরিত্যাগ ইহা অতি দুর্বিনয়ীর কার্য্য সন্দেহ নাই ॥ ৪৭ ॥ এবং হে সখি! তুমি বিধুকে ইহা প্রশ্ন কর যে হে বিধো! তুমি কোন্ গুরুর উপদেশ হইতে দাহদাতৃত্ব পরিশুদ্ধরূপে শিক্ষা করিয়াছ? হে অনুচিতাভ্যাসকারিন্ মন্দবুদ্ধে! তুমি কি দূষিত শিবগল গরল হইতে অর্থাৎ শম্ভুগলদেশের প্রানিকর কালকূট হইতে শিক্ষা করিয়াছ? না সাগরাভ্যন্তরগত বড়বানল হইতে অভ্যাস করিয়াছ? অর্থাৎ হরমস্তকে অবস্থিতি জন্য তাঁহার কণ্ঠদেশস্থ গরল হইতে কি

অনুরধস্ত সতী স্মরতাপিতা হিমবতো ন তু তন্মহিমাদৃতা।
জ্বলতি ভালতলে লিখিতঃ সতীবিরহ এব হরস্য ন লোচনং ॥ ৪৫ ॥
দহনজা ন পৃথুর্দবথুর্ব্যথা বিরহজৈব পৃথুর্যদি নেদৃশং।
দহনমাশু বিশন্তি কথং স্ত্রিয়ঃ প্রিয়মপাসুমুপাসিতুমুৎসুকাঃ ॥ ৪৬ ॥
হৃদি লুঠন্তি কলা নিতরামমূর্বিরহিণীবধপঙ্ককলঙ্কিতাঃ।
কুমুদসখ্যকৃতস্তু বহিষ্কৃতাঃ সখি বিলোকয় দুর্বিনয়ং বিধোঃ ॥ ৪৭ ॥

এরূপ দাহদাতৃত্ব অভ্যাস করিয়াছ, না সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করায় তদন্তর্গত বাড়বানল হইতে অভ্যাস করিয়াছ? কেননা অন্য গুরু হইতে ঈদৃশ দাহাভ্যাস অতীব অসম্ভব, ফলতঃ অতিতীব্রদাহকত্ব হেতুক এইরূপ বিতর্ক॥ ৪৮॥ এবং হে সখি! বিরহিণীবধূবধজনিত মহাপাতক, এই দুরাত্মা চন্দ্রকে অনবরত ভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে স্বর্গ হইতে কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রিরূপ শিলায় নিক্ষেপ করেন, কেননা দৃঢ় শিলায় পাতন জন্য বিদীর্য্যমান উদ্গত কণাগণ দ্বারাই অম্বর সাতিশয় তারকিত হইয়া শোভা পায়, অর্থাৎ শুক্লপক্ষে পরিপূর্ণতা হেতুক উদিত বিধু বিরহিণী-বধূগণকে কতই যাতনা দেন, এবং তারাগণও বিলুপ্তপ্রায় হয়, কৃষ্ণ-পক্ষে শশাঙ্কের তিরোধান জন্য বিরহিণীগণেরও যাতনার লাঘব হইয়া থাকে, তারাগণও স্পষ্ট প্রকাশিত হয়, ফলতঃ মণিগণ চূর্ণিত হইলেও স্বভাবের অভাব হয় না। অন্য পাতকীকেও পাতক ভ্রমণ করাইয়া স্বর্গ হইতে শিলায় পাতিত করে, কণাসমস্তও ঊর্দ্ধ্বগত হয়॥ ৪৯॥ এবং হে সখি! তুমি মদ্বাক্যে এই অসদ্বিধুকে বল দেখি, যে হে অনার্য্য নিশানাথ! তুমি এরূপ বিরহিণীবধরূপ কার্য্য কেনই অবধার্য্য করিলে? ফলতঃ বিশিষ্ট কুলোদ্ভব হইয়া তোমার এরূপ করা যুক্তিযুক্ত নয়, ভাল যদি জলধিজন্মই না গণনা কর তথাপি শম্ভুশিরে বসতিস্থান জন্য উত্তম সংসর্গও কি বিস্মৃত হইলে? যদ্যপি লোকগণ বাল্যাবস্থায় অপরিচিত জন্মস্থানের গুণ বিস্মৃত হয় তথাপিও জ্ঞানাবস্থায় পরিচিতত্ব হেতুক শিষ্টসমাজবাসগুণ অবশ্যই স্মরণ করিয়া থাকে, কিন্তু

অয়ি বিধুং পরিপৃচ্ছ গুরোঃ কুতঃ স্ফুটমশিক্ষ্যত দাহবদান্যতা।
গ্লপিতশম্ভুগলাদ্গরলাত্ত্বয়া কিমুদধৌ জড় বা বড়বানলাৎ॥ ৪৮॥
অয়মযোগিবধূবধপাতকৈর্ভ্রমিমবাপ্য দিবঃ খলু পাত্যতে।
শিতিনিশাদৃষদি স্ফুটমুৎপতৎকণগণাধিকতারকিতাম্বরঃ॥ ৪৯॥

তুমি এমনই মেধাবী যে এ উভয়ই ভুলিয়া গিয়াছ ॥ ৫০ ॥ এবং হে কলঙ্কিন্ চন্দ্র! তুমি পয়োরাশিবাসী হইয়াও সাগরমন্থনসাধন মন্দর ভূধর দ্বারা চূর্ণিত হও নাই, তথা পয়োধিপায়ী সেই প্রসিদ্ধ অগস্ত্য মুনির জঠরানলজ্বালাতেও জীর্ণ হও নাই, কি পরিতাপের বিষয়! বিরহিণীগণের দৌর্ভাগ্য বশতঃ এই ত্রিবিধ প্রবল বিনাশকারণ সত্ত্বেও তোমার বিনাশ হয় নাই, এ অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫১ ॥ তথা হে জড় মন্দবুদ্ধে চন্দ্র! মৃতজনের মনঃ চন্দ্রে লীন হয়, এই শ্রুতি আছে বলিয়া কি ইহাই নিশ্চয় করিয়াছ যে গতপ্রাণা ভৈমীর মনঃ আমাতে নিমগ্ন হউক, ফলতঃ প্রাণবিয়োগ হইলে ভৈমী-মনঃ আমাতে লীন হইবে এরূপ প্রকার মনোমধ্যে নিশ্চয় করা কখনই উচিত নয়। যদি বল শ্রুতিবাক্য কেননা মানিব, দেখ যেহেতুক বিবুধ অর্থাৎ দেব অথচ পণ্ডিত বেদব্যাখ্যানকর্ত্তা সেই স্মর মৃতব্যক্তির মনঃ চন্দ্রে লীন হয় এই বাক্য প্রতিপাদিকা শ্রুতি আমার সম্বন্ধে নলবদনরূপচন্দ্রবিষয়িকা বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব তাদৃশ শ্রুতি দ্বারা বাস্তবিক অর্থ না জানিয়া কেবল যথাশ্রুতার্থ লইয়া বিবাদ করায় সুতরাং তোমার জড়ত্বই প্রকাশ হইতেছে, যাহাই বা হউক অতি পীড়াপ্রদান করিলেও আমি তোমার অধীনা কখনই হইব না, কিন্তু সেই প্রিয় নলের অধীনাই হইব সন্দেহ নাই ॥ ৫২ ॥ এবং হে মৃগাঙ্ক! তুমি ইদানী নিজ কীর্ত্তির নববাদ্য বিশেষ বিশেষরূপে বাদন

স্বমভিধেহি বিধুং সখি মদ্গিরা কিমিদমীদৃগধিক্রিয়তে ত্বয়া।
ন গণিতং যদি জন্ম পয়োনিধৌ হরশিরঃস্থিতিভূরপি বিস্মৃতা ॥ ৫০ ॥
নিপততাপি ন মন্দরভূভৃতা ত্বমুদধৌ শশলাঞ্ছন চূর্ণিতঃ।
অপি মুনের্জঠরার্চিষি জীর্ণতাং বত গতোঽসি ন পীতপয়োনিধেঃ ॥ ৫১ ॥
কিমসুভির্গলিতৈর্জ্জড় মন্যসে ময়ি নিমজ্জতু ভীমসুতামনঃ।
মম কিল শ্রুতিমাহ তদর্থিকাং নলমুখেন্দুপরাং বিবুধঃ স্মরঃ ॥ ৫২ ॥

কর, অর্থাৎ অস্মদাদির প্রতি অকারণ বৈরপ্রকাশ করিয়া জগতে মহতী কীর্ত্তি বিশেষরূপে বিস্তার কর, তথা স্বজনক অকুলজলনিধির কুল সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল কর, অর্থাৎ এতাদৃক্ অনপরাধজনপীড়নজনিতপুণ্যবান্ পুত্র হইয়া তুমি পিতার কুল প্রকাশিত কর, আর অবাধে বধূবধেও আত্মপৌরুষ গ্রহণ কর, অর্থাৎ মদ্বধে তোমার অকীর্ত্তি, কুলনিন্দা ও অপৌরুষ এ সমস্তই জনগণ মুখে সদাই জল্পন করিতে থাকিবেক সন্দেহ নাই, অতএব এরূপ যাতনাদান অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত হইতেছে॥ ৫৩ ॥ এবং হে শশকলঙ্কিন্ চন্দ্র! ভুল করিয়া রজনী যোগে সুযোগে সূর্য্যত্ব ভজনা করিতেছ কর, তথা হে দুরাত্মন্! দিবাকরের অবিদ্যমানে আমাকেও যথোচিত তাপপ্রদান কর, ভাল পুনর্ব্বার দিবায় দিনমণি কর্ত্তৃক তোমার এরূপ দর্পও নিরাকৃত দেখিতে পাইব, দিনমণির অভাবে যামিনীতে তদীয় দাহকতা অবলম্বন করিয়া আমাতে যথেচ্ছ সন্তাপ প্রদান কর, এক্ষণে কিছুই বলিব না, কিন্তু দিবসে সূর্য্যোদয় হইলে তোমার এতাদৃক্ দৌরাত্ম্য কখনই থাকিবেক না ॥ ৫৪ ॥ তথা হে বিরহিণীভয়ঙ্কর মৃগাঙ্ক! যামিনীতে ভূতপতিকে অর্থাৎ পৃথিব্যাদির শ্রেষ্ঠ আকাশকে আশ্রয় করত বিরহিগণকে যেহেতুক জ্বালায়তন কর, সেই হেতুক অমৃত অর্থাৎ পীযূষময় যে তুমি তোমার ঈশ্বরশভূতত্তা অর্থাৎ বিরহিজনদাহকস্বরূপতা ও পরমস্তকের কম্পনসম্পাদিনী শক্তি অতি অদ্ভুতকরী অর্থাৎ চমৎকারজনিকা, কেননা অমৃতের দাহকত্ব অতি আশ্চর্য্যই বলিতে হইবে। দগ্ধ ব্যক্তির

মুখরয় স্বযশোমবড়িড্ডিমং জলনিধেঃ কুলমুজ্জ্বলয়াধুনা।
অপি গৃহাণ বধূবধপৌরুষং হরিণলাঞ্ছন মুঞ্চ কদর্থনাং ॥ ৫৩ ॥
নিশি শশিন্ ভজ কৈতবভানুতামসতি ভাস্বতি তাপয় পাপ মাং।
অহমহন্যবলোকয়িতাস্মি তে পুনরহর্পতিনির্ধুতদর্পতাং ॥ ৫৪ ॥

পীড়াতিশয় হেতুক মস্তক কম্পায়মান হয়, অথচ ভূতপতিকে অর্থাৎ পিশাচাধ্যক্ষকে আশ্রয় করত রজনীতে যে প্রদীপ্ত হও, সেই হেতুক অমৃত অর্থাৎ জীবিত যে তুমি তোমার পরমস্তককম্পনসম্পাদিনী ঈদৃশভূততা অর্থাৎ এতাদৃক্ পিশাচতা অতি অদ্ভুতকরী আশ্চর্য্য-জনিকা, মৃতব্যক্তিরই ভূতত্ব শুনিয়াছি, জীবিত ব্যক্তির তদসম্ভব, কিন্তু তুমি জীবিত হইলেও তোমার ভূততাপ্রাপ্তি দেখিতেছি এ অতীব আশ্চর্য্য, পিশাচও যন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তাহার মস্তকও কম্পিত হইয়া থাকে ॥৫৫॥ যাহা হউক হে সখি! তুমি কর্ণপূরীকৃত তমালতরুর দলাঙ্কুরচয় শশিকুরঙ্গমুখে সদাই অর্পণ কর, কেননা তাহা হইলে যদি ঐ কুরঙ্গের অঙ্গ তমালপত্রাঙ্কুর ভোজনে স্থূলীকৃত হইয়া ঐ উদিত বিধুকে কিঞ্চিৎও আচ্ছাদিত করে, তবে আমি ক্ষণৈককাল কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে পারি, অর্থাৎ তমালপত্রাঙ্কুরভোজনপুষ্ট মৃগ দ্বারা যদি সুধাকর তিরোহিত হয় তবে তদ্দর্শনাভাবে আমিও ক্ষণমাত্র বাঁচিতে পারি ॥ ৫৬ ॥ আহা সখি! বুদ্ধি নিশ্চয় অসময়েই স্ফুরিত হয়, নতুবা হস্তগতা অমাবস্যাকে কেনই যাইতে দিলাম, যদি সময়ে বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইত তবে হস্তে পাইয়া অমাবস্যাকে কখনই যাইতে দিতাম না, তাহা হইলে দুরাত্মা নিশানাথ আর কখনই নয়নপথে পতিত হইত না, ভাল যদি বারান্তরে উহার আগমন হয় দেখি তবে (তুমি এস্থান হইতে আর কখনই যাইতে পারিবে না) এই বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গমন রোধ করিব, হে সখি! বিধুর বদন যেন আমাকে পুনর্ব্বার

শশকলঙ্ক ভয়ঙ্কর মাদৃশাং জ্বলসি শর্ব্বরি ভূতপতিং শ্রিতঃ।
তদমৃতস্য ভবেদৃশভূততাদ্ভুতকরী পরমূর্দ্ধবিধূননী ॥ ৫৫ ॥
শ্রবণপূরতমালদলাঙ্কুরং শশিকুরঙ্গমুখে সখি নিক্ষিপ।
কিমপি তুন্দিলিতঃ স্থগয়ত্যমুং স যদি তেন সমুচ্ছ্বসিমি ক্ষণং ॥ ৫৬ ॥

আর না দেখিতে হয় ॥ ৫৭ ॥ এবং হে সখি! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি আমার এই বিহঙ্গবিশেষ চকোরশিশু কি জলধিপায়ি অগস্ত্য ঋষির শিষ্য হইতে পারে না? কেননা, তাহা হইলে এই চকোরশিশু সমুদ্র-পান অধ্যয়ন করত তৎসমর্থ হইয়া সুকর বোধে কতিপয়শীকর চন্দ্র-কর অবাধেই সমূলে পান করিতে সমর্থ হইবে, যেহেতুক যাহার জলধি-পানসামর্থ্য থাকে তাহার পক্ষে চন্দ্রকিরণপান অতীব সুকর হয় সন্দেহ নাই, ফলতঃ ইহা হইলে আর কোন ক্রমেই চন্দ্রাবলোকনের সম্ভব থাকে না ॥ ৫৮ ॥ আর হে সখি! আমি অতি কাতরভাবেই কহিতেছি সত্বর একগুরুতর লৌহমুদ্গর করে ধারণ কর, এবং আমার এই ভবনাভ্যন্তর হইতে একখানি দর্পণ লইয়া বাসগৃহের বহির্ভাগে অর্পণ কর, পশ্চাৎ যখন দেখিবে দুরাত্মা চন্দ্র মুকুরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তুমি অমনি ঐ মুহূর্ত্তেই অনায়াসে ঐ অহিতকর নিশাক-রকে চূর্ণ করিবে, তাহা হইলে আমার এ প্রবলপীড়ার অবশ্যই শান্তি হইবার সম্ভাবনা ॥ ৫৯ ॥ আহা সখি! রত্নাকর এই বিষম অর্থাৎ দুঃসহ অথচ বিষসদৃশ নিশাকরকে বাড়বানলবৎ স্বীয় উদরাভ্যন্তরে কেনইবা না ধারণ করিয়া রাখিলেন, অর্থাৎ যেমন লোকগণের সন্তাপসাধন বাড়বহুতাশনকে বারিধি দয়া প্রকাশ করিয়া নিজাভ্য-ন্তরেই স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন সেইরূপ এই বিরহিতাপক বিধু-কেও বহির্গত না করিয়া অন্তর্গত কেনন্য রাখিলেন, এবং লোকের

অসময়ে মতিরুন্মিষতি ধ্রুবং করগতৈব গতা যদিয়ং কুহূঃ।
পুনরুপৈতি নিরুধ্য নিবাস্যতে সখি মুখং ন বিধোঃ পুনরীক্ষ্যতে ॥ ৫৭ ॥
অপি ময়ৈব চকোরশিশুর্মুনেরজনি সিন্ধুপিবস্য ন শিষ্যতাং।
অশিতুমব্ধিমধীতবতোঽস্য বা শশিকরাঃ পিবতঃ কতিশীকরাঃ ॥ ৫৮ ॥
কুরু করে গুরুমেকময়োঘনং বহিরিতো মুকুরঞ্চ কুরুষ্ব মে।
বিশতি তত্র যদৈব বিধুস্তদা সখি সুখাদহিতং জহি তং দ্রুতং ॥ ৫৯ ॥

উপকার-করণসমর্থ স্মরহর অর্থাৎ বিরহি-বৈরিমদনবিনাশক মহাদেব সমুদ্রপরিত্যক্ত শশাঙ্ককে গরলবৎ কেননা ভোজন করিলেন, অর্থাৎ যেমন আশুতোষ অর্ণবোত্থিত কালকূটকে লোকবিনাশক জানিয়া দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছেন, সেইরূপ এই দুরাত্মা বিধুকেও কেননা ভোজন করিলেন, ফলতঃ এরূপ হইলে আমাদিগের এতাদৃক্ দুঃখ কখনই থাকিত না ॥ ৬০ ॥ আহা দেখ সখি! বহু নয় এক সেই কেবল আশুতোষ কর্ত্তৃক অশিত অর্থাৎ ভক্ষিত অসিত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ যে আর্ণব কালকূট তাহার আর কৈ পুনরুদয় নাই কিন্তু এই চন্দ্ররূপ বিষদ অর্থাৎ শুভ্র অথচ বিষবর্ষক অর্ণবজাত বিষ দেবৈক বা দেবদ্বয় কর্ত্তৃক নয় মিলিত সমস্ত-সুরগণ কর্ত্তৃক নিপীত হইয়া বিনাশিত হইলেও পুনর্ব্বার নবীন হইয়া স্বয়ং উদিত হয়, অতএব বুঝিতেছি চন্দ্ররূপ বিষের এ অতীব আশ্চর্য্য সামর্থ্য ॥ ৬১ ॥ এবং হে সখি! বিরহিস্ত্রীপুরুষবর্গের বধরূপ ব্যসনাসক্ত পূর্ণ বিধুকে পাপগ্রহ বলিয়াই জানিও, কেননা অকারণ বিরহিজনমারণ জন্য একান্ত পাপাত্মাই বলিতে হইবে, এবং সুরনিপীতসুধ বিধুকে অর্থাৎ দেবগণ কর্ত্তৃক পীতপীযুষ ক্ষীণ চন্দ্রকে বিরহিমারণরূপ পাপকর্ম্মে বিরত দেখিয়া অপাপক অর্থাৎ শুভগ্রহ বলিয়াই জানিও, কিন্তু জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ কেনই বিপরীত কহিয়া থাকেন, তাঁহারা কহেন পূর্ণচন্দ্র শুভগ্রহ আর ক্ষীণচন্দ্র পাপগ্রহ, ফলতঃ ইহা কখনই যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ ইন্দুমণ্ডলের উদ্দীপকতায় এইরূপ

উদর এব ধৃতঃ কিমুদন্বতা ন বিষমো বড়বানলবদ্বিধুঃ।
বিষবদুজ্ঝিতমপ্যমুনা ন স স্মরহরঃ কিমমুং বুভুজে বিভুঃ ॥ ৬০ ॥
অসিতমেকসুরাশিতমপ্যভূন্নপুনরেব বিধুর্বিষদং বিষং।
অপি নিপীয় সুরৈর্জনিতক্ষয়ং স্বয়মুদেতি পুনর্নবমার্ণবং ॥ ৬১ ॥

বিতর্ক ॥ ৬২ ॥ আর শশাঙ্কের ক্ষীণতাজন্য যে পক্ষ বিরহিজনকর্ত্তৃক সাতিশয় সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহলোকে সেই কৃষ্ণপক্ষ বিরহিবর্গ হইতে বহুমান গ্রহণ জন্য বহুলনামেই বিখ্যাত আছে, আর যে তিথির প্রতি সেই সমস্ত বিরহিগণ চন্দ্রের অত্যন্ত অদর্শনজন্য সেই বহুমানের অমিতি অর্থাৎ অপরিমিততা বলিয়াছেন, পণ্ডিতগণ সেই জন্যই কি ঐ অমাবস্যা তিথির অমা নামটি প্রদান করিয়াছেন? অর্থাৎ বিরহিগণের কৃষ্ণপক্ষে যাদৃশ স্বাস্থ্য বোধ হয় অমাবস্যায় তদতিরেক হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৬৩ ॥ আর সেই প্রসিদ্ধ বিধুন্তুদ অর্থাৎ রাহু বর্ত্তুলত্বসাম্য হেতুক নিজবৈরি নারায়ণের সুতীক্ষ্ণ সুদর্শনচক্রভ্রমে কি নিশাকরকে গ্রাস করেন? কেননা যদি বিধুবুদ্ধিতে গ্রাস করিতেন তবে বদনে নিপতিত পূজা নিমিত্ত দধিমিশ্রিত শক্তু সদৃশ ঐ বিধুকে কেনই পরিত্যাগ করেন, ফলতঃ চন্দ্রত্বপ্রকারবুদ্ধিতে গ্রাস করিলে কখনই ত্যাগ করিতেন না, কিন্তু যাহার পরাক্রম পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছেন নারায়ণের সেই সুদর্শন হইতে পুনর্ব্বদনচ্ছেদশঙ্কায় ঐ শশাঙ্ককে ত্যাগ করিতে বাধিত হন সন্দেহ নাই ॥৬৪॥ হে সখি! রাহু মুখমধ্যে প্রাপ্ত চন্দ্রকে নিঃসন্দেহ নিজেচ্ছায় কখনই পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু ঐ রাহুকর্ত্তৃক ভক্ষিত ঐ শশী রাহু ছিন্নমস্তক বলিয়া জঠরানলের অভাব জন্য নাশাভাবে কণ্ঠের নাড়ী-

---

বিরহিবর্গবধব্যসনাকুলং কলয় পাপমশেষকলং বিধুং ।
সুরনিপাতসুধাকমপাপকং গ্রহবিদো বিপরীতকথাঃ কথং ॥ ৬২ ॥
বিরহিভির্বহুমানমবাপি যঃ স বহুলঃ খলু পক্ষ ইহাজনি ।
তদমিতিঃ সকলৈরপি যত্র তৈর্ব্যরচি সা চ তিথিঃ কিমমাকৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥
স্বরিপুতীক্ষ্ণসুদর্শনবিভ্রমাৎ কিমু বিধুং গ্রসতে স বিধুন্তুদঃ ।
নিপতিতং বদনে কথমন্যথা বলিকরম্ভমিতং নিজমুজ্ঝতি ॥ ৬৪ ॥

রন্ধ্ররূপ পথ দ্বারা নির্গলিত হয়েন সন্দেহ নাই ॥ ৬৫ ॥ আর যথা-
দৃষ্টগ্রাহি পুরাণবেত্তা পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই মধুসূদনকে বিরহিশি-
রশ্ছেত্তা না কহিয়া রাহুর মস্তকচ্ছেত্তাই কহিয়া থাকেন, কিন্তু দেখ
সখি! যদি সেই রাহুর জঠরানল থাকিত তবে কি বিরহিগণের আর
চন্দ্রদর্শন হইত? কখনই নয়, অবশ্যই সেই রাহুর জঠরানলে জীর্ণ
হইয়া ঐ নিশাকর বিনাশই প্রাপ্ত হইতেন, রাহুর শিরশ্ছেদ
হেতুক জঠরানলের অভাব জন্যই চন্দ্রের বিদ্যমানতা, সুতরাং
নারায়ণ বিরহিগণেরই মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৬৬ ॥
এবং দেখ সখি! কান্তিসাম্যে সেই স্মরসখা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনী-
কুমার যেরূপ স্মরবৈরি শিব কর্ত্তৃক ছিন্ন মখমৃগের মস্তক তৎক্ষণেই
সংযোজিত করিয়াছেন সেইরূপ রাহুর ছিন্নমস্তককে কে সংযোজিত
করিবেক? কেননা যেমন কামশত্রু কর্ত্তৃক ছিন্ন যজ্ঞরূপ মৃগমস্তক মদন-
মিত্র অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে সেইরূপ বিরহিশত্রু বিষ্ণু-
কর্ত্তৃক ছিন্ন রাহুমস্তককে কে সংঘটিত করিবেক? কেননা বিরহিগণের
নিতান্তই মিত্রাভাব বলিতে হইবেক, অর্থাৎ ত্রিজগতে অসহায়ি
বিরহিগণের কেহই সহায় হইতে সম্মত নহেন, পূর্ব্বকালে শিবকর্ত্তৃক
ছিন্ন যজ্ঞমৃগমস্তক অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক সংযোজিত হয় এই পৌরা-
ণিকী বার্ত্তা উক্ত আছে ॥ ৬৭ ॥ অথবা রণে নলকর্ত্তৃক ছিন্নমস্তকীকৃত
অতএব মরণশঙ্কায় একান্ত ঊর্দ্ধ্বগামী রিপুর মস্তকশূন্য ক্রিয়াযুক্ত

বদনগর্ভগতং ন নিজেচ্ছয়া শশিনমুজ্ঝতি রাহুরসংশয়ং।
অশিত এব গলত্যয়মত্যয়ং সখি বিনা গলনালবিলাধ্বনা ॥ ৬৫ ॥
ঋজুদৃশঃ কথয়ন্তি পুরাবিদো মধুভিদং কিল রাহুশিরশ্ছিদং।
বিরহিমূর্দ্ধভিদং নিগদন্তি ন ক্ব নু শশী যদি তজ্জঠরানলঃ ॥ ৬৬ ॥
স্মরসখৌ রুচিভিঃ স্মরবৈরিণা মখমৃগস্য যথা দলিতং শিরঃ।
সপদি সংদধতুর্ভিষজৌ দিবঃ সখি তথা তমসোঽপি করোতু কঃ ॥ ৬৭ ॥

কণ্ঠের সহিত রাহুগ্রহের মস্তক কি মিলিত হয় না? অবশ্যই মিলিত হইবার সম্ভাবনা, এবং ঐ মস্তকশূন্য ক্রিয়াযুক্ত কণ্ঠের রুধির দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধও হইতে পারিবে, আহা! তাহা হইলে রাহুর বদন-পতিত চন্দ্র গিলিত হইলে জঠরানল দ্বারা অবশ্যই জীর্ণ হইবে, সুতরাং তাহা হইলে আমাদিগের এতাদৃক্ দুঃখ আর কথনই থাকিবেক না ॥ ৬৮ ॥ হে সখি! তুমি জরানাম্নী রাক্ষসীকে ইহা জিজ্ঞাসা কর, যে তিনি মগধরাজশরীরের খণ্ডদ্বয়ের ন্যায় মস্তক-শূন্য কলেবরধারি কেতুগ্রহের সহিত রাহুমস্তককে কি হেতু না সংযো-জিত করিতেছেন? অর্থাৎ যেমন তিনি কৃপা করিয়া মগধরাজবপুর খণ্ডদ্বয় সংযুক্ত করিয়াছেন সেইরূপ বিরহিবর্গের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া রাহুমস্তককে কেতুকলেবরসহ কেননা সংঘটিত করিতেছেন? সখি! জরা রাক্ষসীর প্রতি তোমার ইহা প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক হই-তেছে ॥ ৬৯ ॥ এবং হে সখি! তুমি মদ্বাক্যে এই মৃদু রাহুকে এই কথা বল দেখি, যে হে রাহো! তুমি কি দ্বিজরাজ বুদ্ধিতে অর্থাৎ এই বিধু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এই বিবেচনা করিয়া উপেক্ষা করিতেছ? দেখ চন্দ্র নাম-মাত্রেই দ্বিজরাজ, নতুবা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নহেন, অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে ইঁহাকে নাশ কর, কেননা যদি এই চন্দ্র যথার্থই দ্বিজরাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইতেন তবে বারুণী অর্থাৎ মদিরা অথচ পশ্চিমা দিক্ সেবা করিয়া অর্থাৎ পান করিয়া অথচ পাইয়া পতিত অর্থাৎ পাতি-ত্যযুক্ত অথচ অস্তগত হওত দিব অর্থাৎ স্বর্গে অথচ অন্তরীক্ষে

মলবিমস্তকিতস্য রণে রিপোর্মিলতি কিন্ন কবন্ধগলেন বা।
মৃতিভিন্না স্থুণমুৎপতভস্তমোগ্রহশিরস্তদসৃগ্ দৃঢ়বন্ধনং ॥ ৬৮ ॥
সখি জরাং পরিপৃচ্ছ তবঃশিরঃসমমসৌ দধতাপি কবন্ধতাং।
মগধরাজবপুর্দলযুগ্মবৎ কিমিতি ন ব্যতিসীব্যতি কেতুনা ॥ ৬৯ ॥

কখনই পুনরাগত হইতেন না, যেহেতুক পতিত শ্রোত্রিয়ের স্বর্গ-গমনে অনধিকার, সেই হেতুক এই বিধু নাম মাত্রেই দ্বিজরাজ, অতএব অবশ্যই হন্তব্য সন্দেহ নাই ॥ ৭০ ॥ আর যদি বল বারুণী-সেবনে ব্রাহ্মণত্বের তারতম্যই হইয়া থাকে, এককালে তাহার লোপ কখনই হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মণমাত্রই হন্তব্য নয় এইরূপ শাস্ত্রে উক্ত আছে, তবে কিরূপে ইঁহাকে হনন করি, কিন্তু দেখ এ আশঙ্কা বৃথা। এই চন্দ্র একান্তই কণ্ঠদাহন করেন এই জন্যই কি তুমি গরুড়ের ন্যায় ইঁহাকে গ্রাস করিয়াও ব্রাহ্মণ বোধে ত্যাগ করিতে বাধিত হও, অর্থাৎ যেমন গরুড় নিষাদপুর অশন করত নিষাদী-সংসর্গি কোন দ্বিজকেও কবল করায় ঐ ব্রাহ্মণ কণ্ঠ অতীব দাহন করিতে লাগিলেন বলিয়া সুতরাং পরিশেষে যেরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও কি কণ্ঠদাহকতা নিমিত্ত ব্রাহ্মণত্ব অনুমান করিয়া চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া থাক? ফলতঃ চন্দ্র ব্রাহ্মণ নয় অতএব গরুড়বৎ কেন পরিত্যাগ করিতে বাধিত হও, যদি বল কণ্ঠদাহকতার কারণ কি, কিন্তু দেখ বিধুন্তুদ! বিধুর প্রকৃতিই এবম্বিধ, যে অকারণে বধূবধেও বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া দাহদান করিয়া থাকেন, অতএব এ দাহকতা ব্রাহ্মণ্য জন্য কখনই নয়, নতুবা দেখ দেখি আমি অনপরাধা আমাতে এরূপ বিপ্রতা প্রকাশের কারণ কি? ॥ ৭১ ॥ এবং চন্দ্রের দ্বিজরাজ এই নাম হইবারই বা কারণ কি, যদি ইহাই প্রশ্ন কর, কিন্তু দেখ বিধুন্তুদ! সকল কলারূপ দ্বিজ দ্বারা অর্থাৎ ষোড়শ-

---

বদ বিধুন্তুদমালি মদীরিতৈস্ত্যজসি কিং দ্বিজরাজধিয়া বিধুং।
কিমু দিবং পুনরেতি যদীদৃশঃ পতিত এষ নিষেব্য হি বারুণীং ॥ ৭০ ॥
দহতি কণ্ঠময়ং খলু তেন কিং গরুড়বদ্দ্বিজবাগমরোজ্ঝিতঃ।
প্রকৃতিরস্য বিধুন্তুদ দাহিকা ময়ি নিরাগসি কা বদ বিপ্রতা ॥ ৭১ ॥

সংখ্যক রেখারূপ দন্ত দ্বারা সম্যক্ যোজনা করিয়া যমের নিমিত্ত বিরহিণীগণের চর্ব্বণসাধন বিধুকে বিধি বিধিপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহা দ্বারাই যম বিরহিণীগণ চর্ব্বণ করুন এই অভিপ্রায়েই চন্দ্র বিধিকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত দ্বিজ দ্বারা অর্থাৎ দন্ত দ্বারা বিরাজিত বলিয়াই চন্দ্রের নাম দ্বিজরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ, নতুবা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বলিয়া দ্বিজরাজ নামটি কখনই প্রসিদ্ধ নয়। সখি! তুমি এই সমস্ত মর্ম্ম বিশেষরূপে বিধুন্তুদকে অবগত করাও ॥ ৭২ ॥ কিম্বা বিধি হরনয়নহুতাশন হইতে দহ্যমান এই দৃশ্যমান কন্দর্পমুখরূপ চন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়াছেন, নতুবা ইহা চন্দ্রনামা অতিরিক্ত পদার্থ নয়, অর্থাৎ বিধাতা নিজ নির্ম্মিত রমণীয় বস্তুর অপচয় জন্য ব্যাকুলিতান্তঃকরণ হইয়া হরনয়নানল হইতে দহ্যমান কন্দর্পবদনই আকর্ষণ করিয়াছেন। যদি বল শশরূপ কলঙ্ক থাকিবার কারণ কি; দেখ বহুবিধ বিয়োগিবধূবধ জন্য অপরাধে শশকলঙ্কচ্ছলে কালিকা দ্বারাই অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, অন্য অপরাধিজনের মুখও মসী দ্বারা অঙ্কিত করিয়া রাখে ॥ ৭৩ ॥ এইরূপে চন্দ্রকে বিশেষরূপে নিন্দা করিয়া কন্দর্পকে ভৎর্সনা করিবার উপক্রম করিতেছেন। অতি প্রগাঢ়বিরহজ্বরতাপিনী সেই নৃপকুমারী দুরন্ত বিধুর এবম্প্রকার বিবিধোক্তি দ্বারা নিন্দা বৃথা বিবেচনা করিয়া স্বীয়তাপিত হৃদয়ে বিরাজিত অনঙ্গকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, কেননা নিন্দ্যমানজনশ্রূয়মাণা নিন্দাই নিন্দকের হিত নিমিত্ত হয়, অতএব

সকলয়া কলয়া কিল দংষ্ট্রয়া সমবধায় যমায় বিনির্ম্মিতঃ।
বিরহিণীগণচর্ব্বণসাধনং বিধুরতো দ্বিজরাজ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৭২ ॥
স্মরমুখং হরনেত্রহুতাশনাজ্জ্বলদিদং চকৃষে বিধিনা বিধুঃ।
বহুবিধেন বিয়োগিবধাগসা শশমিষাদথ কালিকয়াঙ্কিতঃ ॥ ৭৩ ॥

সেই দময়ন্তী দূরস্থিত চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া সমীপবর্ত্তি মদনকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৪ ॥ এক্ষণে পঞ্চবিংশতি প্রকারে মদনের প্রতি আক্ষেপ করিতেছেন। হে অনঙ্গ! যদি মদীয় হৃদয় আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছ তবে ঐ আশ্রয়ভূত হৃদয়কে এরূপ প্রকারে কেনই দগ্ধ করিতেছ? কেননা হে অনালোচিতভাবি-ক্লেশ! তুমি স্বয়ং পরিশেষে হুতাশনবৎ কোথায় অবস্থিতি করিবে? ফলতঃ বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই, অর্থাৎ যেমত বহ্নি আপনার আশ্রয়ভূত কাষ্ঠকে মুহূর্ত্তমাত্রে দগ্ধ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়, সেই-রূপ তুমিও আমার হৃদয়রূপ আশ্রয়কে দগ্ধ করত পরিণামে আপ-নিও নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই, অতএব দাহদান না করিয়া আশ্রয়ভূত আমার হৃদয়কে রক্ষা করা উচিত হইতেছে ॥ ৭৫ ॥ এবং মহাদেব আপনার ত্রিনয়নত্বের অপগমশঙ্কায় (অর্থাৎ আমার এই অসাধা-রণ ত্রিনয়নত্বরূপ ধর্ম্ম যদি অন্য কেহ প্রাপ্ত হয়) এই ভয়েই তোমাকে অদৃশ্য করিয়াছেন, নতুবা নয়নানল দ্বারা তোমার শরীরে দাহদানই করিতেন, এককালীন বিনাশ কখনই করিতেন না, কেননা হে অকা-রণপরাপকারিন্ মদন! তুমি জনগণকর্ত্তৃক অবলোকিত হইলে কোন্ জনের অমনি ত্রিনয়ন না নির্গত হইবে? সকলেরি ত্রিনয়ন নির্গত হইবে সন্দেহ নাই, অর্থাৎ সর্ব্বজনই অতি দুর্ব্বিনীত তোমার প্রতী-কারার্থ তপস্যা দ্বারা অবশ্যই ত্রিনেত্র হইবে, যেহেতুক যে দুর্ব্বিনীত জন যে কোন উপায় দ্বারা পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতি-

---

ইতি বিধোর্ব্বিবিধোক্তিবিগর্হণং ব্যবহিতস্য বৃথেতি বিমৃষ্য সা।
অতিতরাং দধতী বিরহজ্বরং হৃদয়ভাজমুপালভত স্মরং ॥ ৭৪ ॥
হৃদয়মাশ্রয়সে যদি মামকং জ্বলয়সীত্থমনঙ্গ তদেব কিং।
স্বয়মপি ক্ষণদগ্ধনিজেন্ধনঃ ক ভবিতাসি হতাশ হুতাশবৎ ॥ ৭৫ ॥

কৃত হয় অপর ব্যক্তিগণ সেই উপায় দ্বারাই তাহাকে দমন করিয়া থাকে, ফলতঃ তোমার দৌরাত্ম্য স্বয়ং ভগবান্ ভবও অনুভব করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥ এবং হে পঞ্চশর! তুমি রতির অর্থাৎ স্বপ্রিয়ার অথচ প্রীতির সহচর বলিয়াই প্রথিত, তুমি সেই রতি বিনা একাকী কুত্রাপিও অবস্থিতি কর না, এইরূপ যে তোমার খ্যাতি সে অতীব অলীক পদার্থই বলিতে হইবে, অর্থাৎ রতিব্যতিরেকেও অবস্থিতি কর সন্দেহ নাই, যেহেতুক তুমি আমাতে বিদ্যমান থাকিতেও কৈ আমার রতি অর্থাৎ প্রীতি জন্মাইতেছ? যদি তুমি যথার্থই রতিসহচর হইতে তবে তুমি আমাতে বিদ্যমান্ থাকিতে, অবশ্যই রতিও আমাতে অবস্থিতি করিতেন সন্দেহ নাই, সুতরাং তোমার ও অলীক উপাধিই বলিতে হইবে, অথবা সংপ্রতি অনঙ্গতাবস্থায় তোমাদিগের উভয়ের একত্র অবস্থিতি নাই, কেননা সেই রতি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া অনুমৃতা হন নাই ॥ ১৭ ॥ এবং হে অনাত্মপরজ্ঞ! অর্থাৎ বৈষয়িক বুদ্ধিশূন্য রতিপতি তুমি রতিরহিতা আমার ন্যায় রতিরহিত আত্মাকেও কিহেতু সন্তাপিত করিতেছ? যদি বল আমিই বা ইহা কিরূপে জানিলাম, দেখ যদ্যপি তুমি নিজ আত্মাকেই না সন্তাপদান করিবে তবে সন্তাপরহিত তোমার সঙ্গমে আমার হৃদয় কেন স্বয়ং দহ্যমান হইতেছে? ফলতঃ সন্তপ্তসঙ্গমেই দাহ জন্মিয়া থাকে সন্দেহ নাই, যাহা হউক পরতাপার্থ তুমি আত্মাকেও উত্তপ্ত করিতেছে, অতএব ভবৎসদৃশ পরাপ-কারক আর অন্য

পুরভিদাগমিতস্ত্বমদৃশ্যতাং ত্রিনয়নপরিপ্লুতিশক্তয়া ॥
স্মর নিরীক্ষ্যত কস্য চ নাপি ন বদি কিমঙ্গিগতে ময়ি নৈক্ষিতিঃ ॥ ১৬ ॥
সহচরোঽসি রতেরিতি বিশ্রুতিস্ত্বয়ি বসত্যপি মে ন রতিঃ কুতঃ ।
অথ ন সংপ্রতি সঙ্গতিরস্তি বামনুমৃতা ন ভবন্তমিয়ং কিল ॥ ১৭ ॥

আমার নয়নগোচর হয় না॥ ৭৮ ॥ এবং হে রতিকান্ত! অতি প্রথিতা সেই পতিব্রতা তোমার প্রিয়া রতি তোমাকে মৃত দেখিয়া কেননা অনুমরণ অঙ্গীকার করিলেন? কেননা পতিব্রতার পত্যনুমরণ অত্যাবশ্যকই বলিতে হইবেক, কিন্তু স্বয়ং রতি যখন তাহা করেন নাই ইহাতে আমি অনুমান করি তোমার অতিপ্রিয়া সেই রতি তোমাকে বিরহিণীশতঘাতনপাতকী জানিয়াই পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন, কেননা অতি পাতকী পতির দাহ নিষেধ হেতুক নারীও তৎসহগমনে বিরতা হয়, যাহা হউক স্বীয় সহধর্ম্মিণীও যখন তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন ভবৎসদৃশ দুরাত্মা এই ভবে একান্তই অসম্ভব বলিতে হইবেক সন্দেহ নাই ॥ ৭৯ ॥ ফলতঃ হে কুসুমশর! তুমি জিতেন্দ্রিয়দলের নিকট একান্তই অকিঞ্চিৎকর, কেননা প্রথমতঃ সেই প্রসিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধ তোমাকে পরাভব করিয়া তোমার মহতী কীর্ত্তি রূপ তনু বিনষ্ট করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ সেই প্রসিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় উমাপতিও অবশিষ্টা পাঞ্চভৌতিকী তনু নষ্ট করিয়াছেন, অতএব হে অতনু! আমায় আর জ্বালাতন করিলে তোমার কি ফলোদয় হইবে? ॥ ৮০ ॥ এবং হে অনঙ্গ! কুসুম দ্বারা বিষমনেত্র হরকে প্রহার করত স্বশরীরনাশরূপ যে ফল লাভ করিয়াছ, আহা কি আশ্চর্য্য! ঐ ফললাভ দর্শনেই কি ভীতিলাভ করিয়া নীতিশাস্ত্রে কহিয়াছেন যে শস্ত্রাদির কথা দূরে থাকুক, সুকোমল কুসুম দ্বারাও যুদ্ধেচ্ছা কর্ত্তব্যা-

---

রতিবিযুক্তমনাত্মপরজ্ঞ কিং স্বদপি স্মরবিশ্ব তাপিতবানসি।
কথমতাপভৃতস্তব সঙ্গমাদিতরথা হৃদয়ং মম দহ্যতে ॥ ৭৮ ॥
অনুমমার ন মার কথং নু সা রতিরতিপ্রথিতাপি পতিব্রতা।
বিরহিণীশতঘাতনপাতকী পরিতয়াপি তয়াসি কিমুজ্ঝিতঃ ॥ ৭৯ ॥
সুগত এব বিজিত্য জিতেন্দ্রিয়স্তদুরুকীর্ত্তিতনুং মদনাগ্নয়ৎ।
তব তনূমবশিষ্টবতীং ততঃ সমিতি ভূতময়ীমহরদ্ধরঃ ॥ ৮০ ॥

নয়, অথচ অঙ্গীই বিগ্রহ অঙ্গীকার করে, কিন্তু তুমি স্বয়ং অনঙ্গ, আর সেই বিষমনেত্র মহাদেব প্রতিদ্বন্দ্বী, অতএব তাদৃশ প্রবলের সহিত দ্বন্দ্ব করায় তোমার মহন্মূর্খত্বই প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ৮১ ॥ আর অন্যদেবগণ সদৃশ তুমিও ত পীযূষপায়ী, তবে কেন ত্রিনেত্র হইতে অনঙ্গতারূপা অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, অমৃত পান-বলে ইন্দ্রাদির ন্যায় কেনই অমর হইলে না, অথবা স্বপ্রিয়া রতির অধররসাস্বাদনে গাঢ়ানুরাগ হেতুক ঘৃণা জন্যই অমৃতপানে বিরত হইয়াছ বল, যাহা হউক হে অধরমাধুর্য্যলম্পট! তুমি অমরত্বসাধন অমৃতপান অনঙ্গীকার করিয়াই অনঙ্গতা প্রাপ্ত হইয়াছ সন্দেহ নাই ॥ ৮২ ॥ এবং হে মৃত! ত্রিভুবনের মোহসম্পাদনজনিত পাপেই কি তোমার পিশাচতা জন্মিয়াছে? কেননা অধুনা বিরহজনিত মানসব্যথায় মলিনা আমাকে বিবিধ পীড়া দান করত তুমি ভ্রমণ করিতেছ, অন্য কোন ব্যক্তিও ভুবনাপকারজনিত পাতকে পিশাচতা প্রাপ্ত হইয়া মলিনা অবলাকে বলে অভিভব করিয়া থাকে, যাহা হউক ভবৎসদৃশ ভুবনাপকারী এই ত্রিভুবনে অন্য আর কেহ নাই ॥৮৩॥ হাহা কি কষ্ট! হে স্মর! তোমার কৃপায় আমার মৃত্যুও হই-তেছেনা, ভাল উপকারকরণের আবশ্যকতা নাই ঝটিতি আমার মরণও ঘটাইতেছ না, আর তোমার মুষ্টি হইতে ধনুর্যষ্টিও স্খলিত হইতেছে না, হাহা! তাহা হইলে এতাদৃশী পীড়া কখনই হইত না,

---

কলয়ন্নত্যত যৎ কুসুমৈস্ত্বয়া বিষমনেত্রমনঙ্গ বিগৃহ্যতা।
অহহ নীতিরবাগুভয়া ততো ন কুসুমৈরপি বিগ্রহমিচ্ছতি ॥ ৮১ ॥
অপি ধয়ন্নিতরামরবৎ সুধাং ত্রিনয়নাৎ কথমাপিথ তাং দশাং।
তৎ রতেরধরস্য রসাদরাদমৃতমাত্তঘৃণঃ খলু নাপিবং ॥ ৮২ ॥
ভুবনমোহনজেন কিমেনসা তব পরেত বভুব পিশাচতা।
যদধুনা বিরহাধিমলীমসামভিভবন্ ভ্রমসি স্মর মদ্বিধাং ॥ ৮৩ ॥

অথবা হে পঞ্চশর! তুমি পঞ্চত্বই প্রাপ্ত হইয়াছ, না তাহা হইলেই বা কর হইতে শরাসনের পতনাভাব কেন হইতেছে, কিম্বা মৃতজনের দৃঢ়ীকৃত মুষ্টির মোচন অতীব দুরূহ বলিয়াই ধনুঃস্খলন হইতেছে না ॥ ৮৪ ॥ এবং হে মদন! ভবদ্ভিন্ন দেবগণের উপাসকেরা নয়নান্ধতা, অপমৃত্যু, কুষ্ঠাদি দ্বারা শরীরবৈরূপ্য প্রভৃতির সমতা অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ভবদীয় উপাসকের অতিশয় প্রতিপত্তিরাহিত্য, নেত্ররাহিত্য, শরীরকার্শ্য, আকস্মিক মৃত্যু, ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে সমুৎপন্ন হয়, ভবদ্ভিন্ন দেবোপাসকের অনর্থপাত কদাপিও হয় না, বরং পূর্ব্বসম্ভূত বিনষ্টই হইয়া থাকে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমার উপাসকের অনর্থ নিবারণ দূরে থাকুক, তুমি এমনই দেবশ্রেষ্ঠ যে তোমার উপাসনার মাহাত্ম্যে ঝটিতি উহা উৎপন্নই হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥ এবং হে মদন! তুমি নিতান্তই হিংস্র, এই হেতুক বিধি কুসুমজাতিকেই তোমার অস্ত্র করিয়া দিয়াছেন, যদি তোমার ধনুঃকাণ্ড কঠিন করিতেন বা শরচয়কে লৌহময় করিতেন, তবে এই ত্রিজগৎ নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িত। ফলতঃ তুমি অতি দুর্ম্মনস্ বলিয়াই বিধি তোমার অস্ত্রকে সুমনস্ (পুষ্প) করিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৮৬ ॥ আর যেরূপ স্মরহরের বাণাগ্নি ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ তোমার বাণাগ্নি ত্রিজগৎ দগ্ধ না করুক, বিধি এই বিবেচনায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া কি পুষ্পময় তোমার বাণচয়ের

বত দদাসি ন মৃত্যুমপি স্মর স্খলতি তে কৃপয়া ন ধনুঃ করাৎ।
অথ মৃতোঽসি মৃতেন চ মুচ্যতে ন কিল মুষ্টিরূঢ়ীকৃতবন্ধনঃ ॥ ৮৪ ॥
দৃগুপহত্যপমৃত্যুবিরূপতাঃ শময়তেঽপরনির্জ্জরসেবিতা।
অতিশয়ান্ধ্যবপুঃকৃতিপাণ্ডুতাঃ স্মর ভবন্তি ভবন্তমুপাসিতুঃ ॥ ৮৫ ॥
স্মর নৃশংসতমস্ত্বমতো বিধিঃ সুমনসঃ কৃতবান্ ভবদায়ুধং।
যদি ধনুর্দ্দৃঢ়মাশুগমায়সং তব সৃজেৎ প্রলয়স্ত্রিজগদ্ভবেৎ ॥ ৮৬ ॥

অত্যন্তর মধু দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছেন? যাহা হউক তোমার মধুসিক্তশরেরও ঈদৃক্ প্রাখর্য্য; যদি কেবল হইত, তাহা হইলে কীদৃক্ হইত বলিতে পারি না ॥ ৮৭ ॥ এবং হে কন্দর্প! বিধি জনগণের অন্তঃকরণ নিরবয়ব জন্য অভেদ্য নিশ্চয় করিয়াই কি তোমার বেধ্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন? ফলতঃ যদি সেই বিধি তোমার লক্ষ্যকে বজ্র নির্দ্দিষ্ট করিতেন তবে ঐ অতি কঠিন বজ্রও ভবদীয় শর দ্বারা বিদীর্ণ হইত সন্দেহ নাই, অতএব পূর্ব্বেই সুবিচক্ষণ বিধি তোমার ও ত্বদীয় শরচয়ের ক্রূরতা বিচার করিয়াই অভেদ্য লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥৮৮॥ তথা হে স্মর! বিধি অতি কোমল কুসুমকলাপকেও তোমার বাণাস্ত্র নির্দ্ধারিত করিয়া সুস্থতা লাভ করেন নাই, অর্থাৎ অতি হিংস্র কন্দর্প কুসুমময় বাণ দ্বারাও জগৎ অস্থির করিবে, এই বিবেচনায় নিশ্চিন্ততা প্রাপ্ত হয়েন নাই, কেননা বিধি নিয়ম করিয়া পঞ্চসংখ্যক শরমাত্র তোমাকে প্রদান করিয়াছেন, অধিক প্রদান করেন নাই, কি আক্ষেপের বিষয়! তথাপি সেই পঞ্চমাত্র শর দ্বারাও জগৎ জর্জ্জরিত করিতেছ, সুতরাং ত্বৎসদৃশ হিংস্র অতি সুদুর্লভ সন্দেহ নাই ॥ ৮৯ ॥ আর দেখ দেখি মন্দার প্রভৃতি পঞ্চসংখ্যক দেবতরুগণ কোন্ সুরবরকে অসংখ্য কুসুম উপহার না প্রদান করিয়া থাকে? অবশ্য সমস্ত দেবগণকে প্রচুর পুষ্পই প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি সুরস্বরূপ হইলেও অপকৃষ্টতা নিমিত্ত ঐ

স্মররিপোরিব রোপশিখী পুরাং দহতু তে জগতামপি মা ত্রয়ং।
ইতি বিধিস্তদিষূ ন কুসুমানি কিং মধুভিরন্তরসিক্তমনির্মিতঃ ॥ ৮৭ ॥
বিধিরনঙ্গমভেদ্যমবেক্ষ্য তে জনমনঃ খলু লক্ষ্যমকল্পয়ৎ।
অপি স বজ্রমদাস্যত চেত্তদা ত্বদিষুভির্ব্যদলিষ্যদসাবপি ॥ ৮৮ ॥
অপি বিধিঃ কুসুমানি তবাশুগান্ স্মর বিধায় ন নির্বৃতিমাপ্তবান্।
অদিত পঞ্চ হি তে স নিয়ম্য তানপি তৈর্ব্বত জর্জ্জরিতং জগৎ ॥ ৮৯ ॥

পঞ্চ বৃক্ষ প্রত্যেকে কেবল এক এক মাত্র কুসুম তোমাকে প্রদান করিয়াছে, অতএব হে পঞ্চশর! এরূপ অপমান সহ্য করিয়াও তোমার শরীর ধারণ কি নিন্দনীয় নয়? অবশ্য অনঙ্গ হইলেও তোমার এতাদৃক্ তিরস্কার-লাভে অঙ্গান্তর ধারণ অতি নিন্দনীয়ই বলিতে হইবেক সন্দেহ নাই॥ ৯০॥ এবং বিধি তোমাকে পুষ্পময় ধনুর্ল্লতা প্রদান করিয়াও কি অতি অনিষ্টকারী জানিয়া আবার পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন? ফলতঃ তাহা হইলেইবা ঐ বিধি অস্মদাদির কি উপকার করিয়াছেন? কিছুই নয়, যেহেতুক ইদানী তোমার সেই এক ধনুঃ স্থানে আমার হৃদয়বল্লভ নলের ভ্রূলতারূপ ধনুর্ল্লতাদ্বয় সমুদিত হইয়াছে, যাহা হউক জগতের উপকারার্থ পুষ্পময় এক ধনুর পুনর্গ্রহণপ্রবৃত্ত বিধি বিলক্ষণ নলভ্রূ নির্ম্মাণ দ্বারা ধনুর্দ্বয় স্থাপন করিয়া অতিশয় অপকারই করিয়াছেন সন্দেহ নাই॥ ৯১॥ এবং ইহা কি ঘৃণার বিষয়! এক সময়ে নন্দনোদ্যানবাসি হেমন্তাদি ষড়্ঋতু দেবত্বানুরোধে নয় কেবল কৃপা করিয়া তোমাকে, স্বীয় যে এক এক কুসুম প্রদান করিয়াছেন, তুমি সেই কুসুমষট্ক পাইয়া এক কুসুম দ্বারা ধনুর্নির্ম্মাণ করিয়াছ, আর পঞ্চকুসুম দ্বারা বাণ নির্ম্মাণ করিয়াছ, যাহা হউক তুমি দেবগণের মধ্যে অতি দরিদ্র সন্দেহ নাই, যেহেতুক ষড়্ঋতু হইতে ভিক্ষা দ্বারা কুসুমষট্ক লাভ করত উপভোগ না করিয়া ধনুর্ব্বাণ করিয়াছ, অতি দরিদ্রব্যক্তিও যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য পাইলে বিভাগ করিয়া নানাবিধ করিয়া থাকে, ভাল যদি ঋতুগণ কৃপা করিয়া কুসুমষট্ক না প্রদান করিত,

---

উপহরন্তি ন কস্য সুপর্ব্বণঃ সুমনসঃ কতি পঞ্চ সুরদ্রুমাঃ।
তব তু হীনতয়া পৃথগেকিকাং ধিগিয়তাপি ন তেঽঙ্গবিধারণা॥ ৯০॥
কুসুমমপ্যতিদুর্নয়কারি তে কিমু বিতীর্য্য বিধির্দ্ধনুরগ্রহীৎ।
কিমকৃতৈব তবৈকতদাস্পদে দ্বয়মমুষ্য ধনুর্নলভ্রূবৌ॥ ৯১॥

তবে তোমার ধনুর্ব্বাণ কিরূপে হইত? আহা! তাহা হইলে তোমার এতাদৃশ দৌরাত্ম্য কখনই সহ্য করিতে হইত না ॥৯২॥ এবং হে কাম! তুমি যে অনঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গহীন অথচ কৃশ হইয়াছ ইহাতে জগতের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, কেননা যদি তুমি স্থিরতর করে শ্রবণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া শরমোচনে সমর্থ হইতে, তবে কোন বশীকৃতেন্দ্রিয় ঋষিও তোমার শরপ্রহার সহনে সমর্থ হইতেন না; তুমি অনঙ্গ হইলেও অধুনা তোমার বাণপ্রহার অতীব দুঃসহ বোধ হইতেছে, কিন্তু অঙ্গী হইলে আমাদিগের কথা দূরে থাকুক জিতেন্দ্রিয় মুনিগণও অবশেন্দ্রিয় হইয়া অবসন্ন হইতেন সন্দেহ নাই, অতএব আমাদিগের ভাগ্যবলেই ভগবান্ আশুতোষ তোমাকে অনঙ্গ করিয়াছেন ॥৯৩॥ এবং হে মদন! তুমি পশুপতির প্রতি যে ইষু গ্রহণ করিয়াছিলে, সেই ইষুর সহিত ধক্ এই অব্যক্ত শব্দ করত ভস্মীভূত হইয়াছ, কিন্তু অধুনা তুমি অনঙ্গ হইলেও পিকস্বরই তোমার সেই প্রসিদ্ধ পঞ্চম শর অর্থাৎ পঞ্চের পূরক বাণ বিরাজিত রহিয়াছে, অর্থাৎ তোমার শরীর গত হইয়াছে কিন্তু শর বিদ্যমান আছে, অথচ কোকিলস্বরই পঞ্চম বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৯৪ ॥ এবং হে মদন! মহাদেবের সেই প্রসিদ্ধ ভবদ্দহনশ্রম মৎপাতকজন্যই বিফলীকৃত হইয়াছে, কেননা সুরগণের হিতার্থ আত্মতনু হুতাশনে ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণেই আবার তুমি স্বর্গে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছ, ফলতঃ তোমার

যক্তবঃ কৃপয়া স্বকমেককং কুসুমসংক্রমসন্দিতমন্দনাঃ ।
দদতি যন্তবতে কুরুতে ভবান্ ধনুরিবৈকমিষূনিব পঞ্চ তৈঃ ॥ ৯২ ॥
যদতনুস্ত্বমিদং জগতে হিতং ক স মুনিস্তব যঃ সহতে হতীঃ ।
বিশিখমাশ্রবণং পরিপূর্য্য চেদবিচলন্তনুমুজ্ঝিতুমীশিষে ॥ ৯৩ ॥
সহ তয়া স্মর ভস্ম ধগিত্যভূঃ পশুপতিং প্রতি যামিষুমগ্রহীঃ ।
ধ্রুবমতুন্দধুনা বিতনোঃ শরস্তব পিকস্বর এব স পঞ্চমঃ ॥ ৯৪ ॥

পরোপকারিত্ব ও আমার দৌর্ভাগ্য এ উভয়ই তোমার জন্মান্তরপ্রাপ্তির প্রধান হেতু হইয়াছে সন্দেহ নাই, নতুবা হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া তো বিলুপ্তই হইয়াছিলে, কেন আবার পুনর্ব্বার জন্মপ্রাপ্তি হইল? ॥৯৫॥ আর হে মদন! পূর্ণ বিধূদয়ে বিমুখ অর্থাৎ দুঃখিত যে বিরহিজন তাহার পক্ষে শমনদিগ্‌ভব পবন অর্থাৎ মলয়ানিল কখনই দক্ষিণ অর্থাৎ অনুকূল হয় না, কেননা শমনদিগ্‌ভবত্ব হেতুক একান্তই দুঃখদ বোধ হয়, অর্থাৎ প্রথম পূর্ণচন্দ্রোদয়ই বিরহিগণের অসহ্য, মলয়ানিল আরও তদপেক্ষা অসহ্য বোধ হয় সন্দেহ নাই, অথচ সম্পূর্ণমণ্ডল-বিধূদয়ে বিমুখ অর্থাৎ পশ্চিমাভিমুখ যে বিরহিজন তাহার সম্বন্ধে মলয়ানিল কখনই দক্ষিণ অর্থাৎ দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী হয় না, অবশ্যই বামদিগ্বর্ত্তী হইয়া থাকে, যদি বল মলয়ানিলের প্রসিদ্ধ দক্ষিণত্ব কি হেতুক অন্যথা কর, কিন্তু দেখ মদন! এই মলয়পবনকে যদি দক্ষিণত্ব রূপেই স্থিরীকৃত কর, তবে পুষ্পময় ধনুর অগ্রকে নম্রীভূত করে বলিয়া ইহাকে তোমার দক্ষিণ বাহু বলাই উচিত হইল, নতুবা অনুকূল কখনই বলা যাইতে পারে না, তোমার দক্ষিণ বাহুও পীড়কত্ব হেতুক বিরহিগণের প্রতিকূল বলিয়াই খ্যাত আছে, মলয়পবনও পুষ্পাগ্র নম্রীভূত করিয়া থাকে। দক্ষিণপক্ষে শ্লেষ হেতুক এইরূপ উক্তি ॥ ৯৬ ॥ আর স্বয়ং মহাদেব মদজনিত হর্ষে অন্ধক অর্থাৎ বিমোহক তথা বিরহিজনের বিনাশক এক কেবল তোমাকে যে জয় করিয়াছেন সেই হেতুক জনগণ কি ঐ মহাদেবকে মদনান্ধকমৃত্যুজিৎ বলিয়া আহ্বান

স্মর স মদ্ভুরিভৈর্বিফলীকৃতো ভগবতোঽপি ভবদহনশ্রমঃ।
স্থিরহিতায় হুতাশতনুঃ পুনর্মদ্ভু জনুর্দ্দিবি তৎক্ষণমাপিথ ॥ ৯৫ ॥
বিরহিণো বিমুখস্য বিধূদয়ে শমনদিকপবনঃ স ন দক্ষিণঃ।
সুমনসো নময়ন্নটনৌ ধনুস্তব তু বাহুরসৌ যদি দক্ষিণঃ ॥ ৯৬ ॥

করে না? অবশ্য কেবল এক তোমাকে জয় করায় মদনজিৎ অন্ধক-জিৎ মৃত্যুজিৎ ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিয়াই তাঁহাকে গান করিয়া থাকে, নতুবা মদন ও অন্ধক নামক অসুরবিশেষ এবং মৃত্যু এই ত্রিতয়ের পৃথক্ পৃথক্ জয় নিমিত্ত কখনই ভগবানের নামত্রয় প্রকাশিত হয় নাই, কেননা কেবল এক তোমাতেই মদজনকত্ব, অন্ধকারিত্ব ও অন্তকারিত্ব এই ধর্মত্রয় বিশেষরূপে বিদ্যমান আছে, অতএব তুমি এক অতি প্রসিদ্ধ দুর্দ্ধর্ষ বলিয়াই গণ্য হইয়াছ সন্দেহ নাই ॥ ৯৭ ॥ এবং হে মন্মথ! পরের অপকার বিষয়ে ত্বৎসদৃশ কৃতী কৈ কুত্রাপিও দেখি নাই, ও কদাপিও শুনি নাই, যদি বল কেনই একথা বলি, কিন্তু দেখ তমি জগৎ আলিঙ্গন করিয়া জ্বলনশীল আত্মা দ্বারা দগ্ধ করিবে বলিয়া হর-নয়নানলে আত্মাকেও দগ্ধ করিয়াছ, দেখ এবম্ভুত কোন জন কোন জনের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর কদাপিও হয় নাই। অন্য অপকারকেরা আত্মাকে রক্ষা করিয়াই পরাপকরণে প্রস্তুত হয়, কিন্তু তুমি পরের দাহনিমিত্ত আত্মদেহের দাহ পর্য্যন্তও অঙ্গীকার করিয়াছ, অতএব তুমি পরাপকার বিষয়ে এরূপ কৌশলেই কুশল হইয়াছ, সুতরাং ধন্যবাদের যোগ্য বট ॥ ৯৮ ॥ এবং হে স্মর! শম্ভু স্বীয় নেত্রাগ্নিশিখায় যে তোমাকে ত্রিভুবনশান্তিপ্রয়োজনক হোমকার্য্যে হবিঃ স্বরূপ করিয়াছেন ইহা অতি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে, অর্থাৎ আশুতোষ তোমাকে দগ্ধ করিয়াই ত্রিভুবনের শান্তি করিয়াছেন, নতুবা যদি তুমি শরীরী থাকিতে তবে অবশ্যই ভুবনত্রয়

কিমু তবন্তমুমাপতিরেককং মদমুদান্ধমযোগিজনান্তকং।
মদজয়ন্তত এব ন গীয়তে স ভগবান্ মদনান্ধকমৃত্যুজিৎ॥ ৯৭ ॥
ত্বমিব কোঽপি পরাপকৃতৌ কৃতী ন দদৃশে ন চ মন্মথ শুশ্রুবে।
স্বমদহো দহনাজ্জ্বলতাত্মনা জ্বলয়িতুং পরিরভ্য জগন্তি যঃ ॥ ৯৮ ॥

অবসন্ন হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা কি আক্ষেপের বিষয়! তোমার বয়স্য মধুকে (বসন্তকে) ত্যাগ করিয়া মধু নামক দৈত্য বিশেষের বিনাশ-কারী হরি কি করিয়াছেন? ফলতঃ ইহাতে কিছুই উপকার হয় নাই, অর্থাৎ জগতের শান্তি নিমিত্ত অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণ মধুনামক দৈত্য বিনাশ দ্বারা যাদৃশী শান্তি সম্পাদন করিয়াছেন তদপেক্ষায় মধুনামক বসন্তবিনাশে অতিতরা শান্তি হইত সন্দেহ নাই, অতএব বিষ্ণু বিশ্বসংসারের কোন বিশেষ প্রত্যুপকার করিতে পারেন নাই ॥ ৯৯ ॥ এইরূপ কহিতে কহিতে ভৈমীর মুখশোষ উপস্থিত হইল। অনন্তর প্রিয় নলের অধরপিপাসু ভীমতনয়ার অতি সুকোমল মুখ-কমল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কিয়দ্বচন বিন্যাস দ্বারা যে আশু সাতিশয় শুষ্ক হইয়া উঠিল, ইহাতে বোধ হয় যেন নানা অপ্রিয়োক্তি প্রয়োগ দ্বারা অতি ক্রুদ্ধ রতিপতির শোষণ নামক শর দ্বারাই শুষ্ক হইয়াছিল, ফলতঃ দময়ন্তী আর সাকল্যে কহিতে সমর্থা হইলেন না ॥ ১০০ ॥ অনন্তর সেই রূপবালা প্রিয়সখীসমূহের সহিত সখী-ভাষিত পূর্ব্বার্দ্ধের প্রত্যুত্তর দ্বারা উত্তরার্দ্ধ পরিপূরণরূপ বচনপরম্পরা রচনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রথমে সখীজন অর্দ্ধেক প্রস্তাব করিতে লাগিল, পশ্চাৎ দময়ন্তী তদর্দ্ধেক পরিপূরণ করিতে লাগিলেন, কারণ দময়ন্তী মদনের শায়ক প্রহারে হৃদয়রূপ মর্ম্মবেদনায় একান্ত অধীরা হইয়া সমগ্র কথনে নিতান্তই অসমর্থা ছিলেন ॥ ১০১ ॥ অষ্টপ্রকারে

অমুচিতং ময়নার্জ্জিবি শম্ভুনা ভুবনশান্তিকহোমহবিঃ কৃতঃ।
তব বয়স্যমপাস্য মধুং মধুং হৃতবতা হরিণা বত কিং কৃতং ॥ ৯৯ ॥
ইতি কিয়দ্বচসৈব ভৃশং প্রিয়াধরপিপাসু তদাস্যমযাশু তৎ।
অজনি পাংশুলমপ্রিয়বাগ্জ্বলন্মদনশোষণবাণহতেরিব ॥ ১০০ ॥
প্রিয়সখীনিবহেন সহাথ সা ব্যরচয়দ্গিরমর্দ্ধসমস্যয়া।
হৃদয়মর্ম্মণি মন্মথশায়কৈঃ ক্ষততমা বহু ভাষিতুমক্ষমা ॥ ১০১ ॥

পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত উক্ত হইতেছে। হে ভৈমি! অতি নির্দ্দয় কুসুমশর হইতে এতাদৃশ আপৎকালে স্বাভাবিক আত্মধৈর্য্য দ্বারা প্রাণরক্ষা কর, কেননা বিপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, অতএব ধৈর্য্যই অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষা কর, সখীজন এইরূপ কহিলে, ভৈমী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সখি! অদ্য আমার প্রাণই দুঃখানুভবের প্রধান হেতু বলিয়া একান্ত বৈরিস্বরূপই হইয়াছে, অতএব কি বিবেচনায় আমাকে শত্রুরক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছ বুঝিতে পারি না, কেননা শত্রুকে সর্ব্বথা বিনাশ করাই কর্ত্তব্য, যদি প্রাণ না থাকিত তবে দুঃখও অনুভব করিতে হইত না, অতএব ইহা আমার পক্ষে কখনই হিতবাক্য বোধ হইতেছে না ॥ ১০২ ॥ এবং হে বচনকারিণি ভৈমি! তুমি কেন হিতকর বচন না গ্রহণ করিতেছ? তুমি সর্ব্বদাই আমাদিগের কথা শুনিয়া থাক, আর আমরাও তোমাকে অহিতবাক্য কখনই কহি নাই, সুতরাং আমরা যাহা কহিতেছি, তাহাতে তোমার অনুরাগ প্রদর্শন যুক্তিযুক্ত বটে, যদি বল হিতকর বাক্যই কি, দেখ এই শ্রুতি আছে যে সর্ব্ব প্রকারেই আত্মাকে রক্ষা করিবেক, অতএব বলি, তুমি বলপূর্ব্বক আত্মজীবন রক্ষা কর। ভৈমী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সখি! তুমি যদি আমার অনুকূলা হও, তবে বিরহদুঃখানুভবের প্রধান হেতুভূত আমার শত্রু স্বরূপ জীবনকে তুমি কি বলিয়া ইচ্ছা করিতেছ? সুতরাং কখনই তুমি আমার হিতাভিলাষিণী নও, তাহা হইলে আমার জীবন-

---

অকরুণাদিব সুমশরাদসূন সহজয়াপদি ধীরতয়াত্মনঃ।
অসব এব মমাদ্য বিরোধিনঃ কথমরীন সখি রক্ষিতুমাত্থ মাং ॥ ১০২ ॥

ধারণের প্রার্থনা কখনই করিতে না ॥ ১০৩ ॥ এবং হে দময়ন্তি! তুমি সম্মুখে যাঁহাকে সমুদিত দেখিতেছ, ইনি অমৃতদীধিতি, তীক্ষ্ন-দীধিতি নহেন, অতএব ইঁহার সুধাময় কিরণ দ্বারা কি হেতুক তুমি দাহানুভব করিতেছ, এই চন্দ্রোদয়ে বরং তাপশান্তিই হইবেক, তাপবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কি? ভৈমী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সখি! যদি চন্দ্রের চন্দ্রিকাচয় মৃত হইত, তবে তিনি কোন্ জনে তাপ বিতরণ করিতে সমর্থ হইতেন? অবশ্য কাহাকেও উত্তপ্ত করিতে পারিতেন না, অমৃত পদে শ্লেষ হেতুক এইরূপ ছলোক্তর। অমৃত অর্থাৎ সুধাময় অথচ মরণপ্রতিযোগিতাশূন্য দীধিতি অর্থাৎ কিরণ যাঁহাতে বিদ্যমান আছে তিনিই অমৃতদীধিতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১০৪ ॥ এবং হে নৃপকুমারি! তুমি সযত্নে ধৈর্য্যলাভ কর, নিষ্কারণ ভয় করিবার আবশ্যকতা কি, যেহেতুক এই দৃশ্যমান শীতকিরণই সমুদিত হইতেছেন, ভাস্করভ্রমে কখনই ভয় করিও না। ভৈমী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সখি! আতপরূপ তুষানল দ্বারা আমাকে যথোচিত সন্তাপ দান করিতেছেন অত-এব তুমি বচনমাত্রে আমার প্রত্যক্ষানুভব কেন খণ্ডন করিতেছ? ফলতঃ চণ্ডমরীচিই উদিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ১০৫ ॥ এবং হে ভৈমি! যদি তুমি বিধুরুচি বিষয়ে অর্থাৎ চন্দ্রকিরণ বিষয়ে স্বান্তঃকরণে কোন সন্দেহ করিয়া থাক, তবে আমি তোমার হৃদয়ের সন্তোষার্থ

হিতগিরং ন শৃণোষি কিমাশ্রবে প্রসভমপ্যব জীবমমাত্মনঃ।
সখি হিতা যদি মে ভবসীদৃশী মদরিমিচ্ছসি বা মম জীবিতং ॥ ১০৩ ॥
অমৃতদীধিতিরেষ বিদর্ভজে ভজসি তাপমমুষ্য কিমংশুভিঃ।
যদি ভবন্তি মৃতাঃ সখি চন্দ্রিকাঃ শশভৃতঃ ক তদা পরিতাপ্যতে ॥ ১০৪ ॥
ভজ ধৃতিং ত্যজ ভীতিমহেতুকাময়মচণ্ডমরীচিরুদঞ্চতি।
জ্বলয়তি স্ফুটমাতপমুর্ম্মুরৈরনুভবং বচসা সখি লুম্পসি ॥ ১০[illegible] ॥

শপথ করিয়া কহিতেছি, চন্দ্রেরি উদয় হইয়াছে, আমি সত্যই কহিতেছি মদ্বাক্যে অবিশ্বাস করিও না। কিন্তু দময়ন্তী রুচিশব্দার্থ প্রীতি গ্রহণ পূর্ব্বক ছলে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, হে সখি! রুচিফল অর্থাৎ প্রীতিফল আমি বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি, কেননা এই বিধুরুচিস্পর্শে আমার স্পর্শেন্দ্রিয় অমনিই দগ্ধ হইতেছে, আর প্রাণও একান্ত ব্যাকুল হইতেছে, অতএব শরীর জ্বলন ও প্রাণ ব্যাকুলীকরণ প্রভৃতিকেও প্রীতিফল বলিতে হইল। সখি! তুমি সত্যই কহিয়াছ, যাহা হউক প্রণয়ি ব্যক্তি কি এইরূপ কহিয়া থাকে? ॥ ১০৬ ॥ ভাল হে সখি! বিধুবিরোধি তিথির অভিধায়িনী অর্থাৎ কুহূ এই শব্দ দ্বারা অমাবস্যাবাদিনী কোকিলার প্রতি কেননা অনুরাগ রাখিতেছ। চন্দ্রোদয়ে তোমার যথোচিত সন্তাপ বোধ হইতেছে, অতএব কোকিলার মুখ হইতে বিধুবিরোধি অমাবস্যার উপস্থাপক কুহূ শব্দ শ্রবণ করিয়া ক্ষণৈককাল স্বাস্থ্য লাভ কর। ভৈমী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সখি! চন্দ্রবিরোধি অমাবস্যারূপ অর্থানুসন্ধানে কি প্রয়োজন, অর্থাৎ ও অর্থানুসন্ধান বৃথাই বলিতে হইবেক, কেননা সেই কোকিলাও আমার প্রতি অনর্থময়ী (অমাবস্যারূপ অর্থশূন্যা) বাণী নিক্ষেপ করিতেছে, অর্থাৎ কামপরিজনত্ব হেতুক উদ্দীপিকা কোকিলার অমাবস্যাহ্বানে কি প্রয়োজন, অতএব তদ্বচন অর্থশূন্যই বলিতে হইবেক, অথচ অনর্থময়ী (অতি দুঃসহা) বাণী নিক্ষেপ করিতেছে, অর্থগ্রহ দূরে থাকুক, উদ্দীপকত্ব হেতুক শব্দশ্রবণও অতি দুঃসহ বোধ

অয়ি শপে হৃদয়ায় তবৈব তদ্যদি বিধোর্ম্মি রুচেরসি গোচরঃ।
রুচিফলং সখি দৃশ্যত এব যজ্জ্বলয়তি ত্বচমুল্লয়ত্যসূন্ ॥ ১০৭ ॥

হইতেছে॥ ১০৭॥ আর হে দময়ন্তি! সেই প্রিয় নল তোমার হৃদয়েই অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপিও কি নিমিত্ত খেদ করিতেছ? ভৈমী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সখি! যেহেতুক সেই প্রিয় আমার হৃদয়েই অবস্থিতি করিতেছেন, ভ্রমে একবারও বহিরবস্থিতি করিতেছেন না, সেই হেতুক আমি একান্ত দুঃখানুভব করিতেছি, কেমনা বন্ধুজন সন্নিহিত থাকিয়া বহিরবস্থিতি করিলেই সুখানুভব হইয়া থাকে॥ ১০৮॥ হাহা, হে ভৈমি! তোমার মুখাদি তো পূর্ব্বেই অনলঙ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু অধুনা মদনজনিত বিয়োগানলসন্তাপে হারস্থিত নায়কমণি বিদীর্য্যমাণ হইলে অদ্য তোমার হৃদয়ও অনলঙ্কৃত হইবেক সন্দেহ নাই, অতএব ধৈর্য্যবারি অভিষেক করিয়া মদনহুতাশন নির্ব্বাপিত করা কর্ত্তব্য বটে। দময়ন্তী হৃদয়শব্দার্থ চিত্ত ও অনলশব্দার্থ নলশূন্যপরত্ব গ্রহণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সখি! দগ্ধ বিধি যদি আমার হৃদয়শায়ি অর্থাৎ মনোমধ্যবর্ত্তি প্রিয় নলকে অন্তর্হিত করেন তবে সুতরাং আমি তো জীবনাশা পরিত্যাগ করিলাম, কেননা অধুনা হৃদয়েও সেই নলসঙ্গম আমার জীবনধারণের কারণ হইয়াছিল॥ ১০৯॥ এইরূপ খেদোক্তি করণানন্তর ভৈমীর মোহ উপস্থিত হইল। মনোমধ্যে মন্মথপাবক নিতান্ত প্রবল হওয়ায় অতি দুঃখিতা সেই ভীমসুতা অর্থানুসন্ধান না করিয়াই পূর্ব্বপ্রস্তাবিত প্রশ্নের

বিধুবিরোধিতিথেরভিধায়িনীমপি ন কিং পুনরিচ্ছসি কোকিলাং।
সখি কিমর্থগবেষণয়া গিরং কিরতি সেয়মনর্থময়ীং ময়ি॥ ১০৭॥
হৃদয় এব তবাস্তি স বল্লভস্তদপি কিং দময়ন্তি বিষীদসি।
হৃদি পরং ন বহিঃ খলু বর্ত্ততে মম স তত এব বিষদ্যতে॥ ১০৮॥
স্ফুটতি হারমণৌ মদনোষ্মণা হৃদয়মপ্যনলঙ্কৃতমদ্য তে।
সখি হতাস্মি তদা যদি হৃদ্যপি প্রিয়তমঃ স মম ব্যবধাপিতঃ॥ ১০৯॥

উত্তর প্রদানমাত্র তন্মুহূর্ত্তেই অমনি মূর্চ্ছালাভ করিলেন, কেননা অতি দুঃখিত জন অপ্রিয় অলীক বচন শ্রবণ করিলেও বিচার না করিয়াই বিমোহিত হয় ॥ ১১০ ॥ সখীগণের উপচার দ্বারা ঐ মূর্চ্ছিতা ভৈমীর মূর্চ্ছাপনয়ন। কোন সখী সুতনু সেই ভৈমীর মুখকমলে সুশীতল জল নিক্ষেপ করিল, কোন সখী সরস কোমল কমলদল দ্বারা পয়োধর আচ্ছাদিত করিল, এবং কোন সখী সদয়ে হৃদয়ে সদাই তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল, কোন সখী শরীরে মৃণালাদি শীতল বস্তু অর্পণ করিতে লাগিল ॥ ১১১ ॥ সেই অগাধলাবণ্যযুতা রাজসুতা যাহাতে ত্বরায় কিঞ্চিৎ চেতনালাভ করেন, সেইরূপ সযত্নে প্রিয়সখীগণেরা অতি মৃদু ও সুশীতল কমল, নাল, মৃণাল, চন্দন, জলাদি দ্বারা ক্রম যোগে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুদীর্ঘকাল সেই দময়ন্তীকে সেবা করিয়াছিল ॥ ১১২ ॥ অনন্তর তৎসময়ে উপচারার্থ সখীগণের পরস্পরাহ্বান জন্য কোলাহল উক্ত হইতেছে। হে কলে সখি! তুমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখ দেখি, দময়ন্তী যেন জীবিতা আছেন বোধ হয়, কেননা ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ হইতেছে, হে চলে সখি! তুমি দেখ ভৈমীর পক্ষ্ম স্পন্দিত হইতেছে, হে মেনকে সখি! তুমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ভৈমীর অধর বিলক্ষণ স্ফুরিত হইতেছে, হে কল্পলতে সখি! তুমি ভৈমীর বদনসমীপে কর্ণপাত করিয়া শ্রবণ কর, যেন অতি মৃদুস্বরে

ইদমুদীর্য্য তদৈব মুমূর্চ্ছ সা মনসি মূর্চ্ছিতমন্মথপাবকা।
ক সহতামবলম্বলবচ্ছিদামনুপপত্তিমতীমতিদুঃখিতা ॥ ১১০ ॥
অধিত কাপি মুখে সলিলং সখী প্যধিত কাপি সরোজদলৈঃ স্তনৌ।
ব্যধিত কাপি হৃদি ব্যজনানিলং ন্যধিত কাপি হিমং সুতনোস্তনৌ ॥ ১১১ ॥
উপচচার চিরং মৃদুশীতলৈর্জ্জলজনালমৃণালজলাদিভিঃ।
প্রিয়সখীনিবহঃ স তথা ক্রমাদিয়মবাপ যথা লঘুচেতনাং ॥ ১১২ ॥

কোন কথা কহিতেছেন ॥ ১১৩ ॥ হে চারুমতি সখি! স্তনদ্বয় আবরণ করিয়া রাখ, হে কেশিনি সখি! কেশকলাপ মুক্তবন্ধন হইয়াছে ত্বরায় সংযত করিয়া দাও, হে তরঙ্গিণি সখি! নেত্রযুগলের জলঝর শীঘ্র প্রোচ্ছন করিয়া দাও। সমীপস্থিত জনগণ সখীগণের এইরূপ পরস্পর ভাষণ সকাতরে শ্রবণ করিয়াছিল ॥ ১১৪ ॥ পুর্ব্বোক্ত বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া নৃপতির কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ। সেই দময়ন্তীর সখী-জনগণের আনন হইতে অতি বিপুল কোলাহল সমুদ্ভূত হইল। বিদর্ভপুরন্দর ভীম ঐ কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতি ত্রাসের সহিত সুতান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১৫ ॥ মন্ত্রী ও বৈদ্যকে নৃপতির তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা। কন্যান্তঃপুরের বাধাশান্তি জন্য যাঁহাদিগকে নিয়োগ করিলে কোন দোষাশঙ্কা নাই, অর্থাৎ ব্যভিচারাদি বা বাত-পিত্তাদি বৈষম্যজনিত রোগাদি ঘটিতে পারে না, এবম্ভূত মন্ত্রিপ্রবর ও ভিষগ্বর উভয় মহাত্মা নৃপতিকে শব্দসাদৃশ্যে সমান বাক্য কহিয়াছিলেন। প্রথম, মন্ত্রী কহিলেন, হে রাজন্ শ্রবণ করুন, আমি সুশ্রুত (সুন্দররূপে আকর্ণিত) চরকের উক্ত দ্বারা অর্থাৎ মৎপ্রেরিত চরের কথিত দ্বারা অখিল গূঢ় বৃত্তান্ত জানিলাম, যে ভৈমীর তাপদলন বিষয়ে নলদব্যতিরেকে অর্থাৎ নলনামক রাজ্যপ্রদ পুরুষ বিনা আর কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহেন, এইরূপ চরমুখে আমি শুনিলাম, নলে জাতানুরাগা ভৈমীর পুর্ব্বরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে, মহারাজ! আপনি

অথ কলে কলয় শ্বসিতি স্ফুটং চলতি পক্ষ্ম চলে পরিভাবয়।
অধরকম্পনমুন্নয় মেনকে কিমপি জল্পতি কল্পলতে শৃণু ॥ ১১৩ ॥
রচয় চারুমতি স্তনয়োর্বৃতিং কলয় কেশিনি কৈশমসংযতং।
অবগৃহাণ তরঙ্গিণি নেত্রয়োর্জ্জলঝরানিতি শুশ্রুবিরে গিরঃ ॥ ১১৪ ॥
কলকলঃ স তদালিজনাননাদুদলসদ্বিপুলস্তু রিতৈরিতৈঃ।
যমধিগম্য সুতালয়মীযিবান্ দ্রুতদরঃ স বিদর্ভপুরন্দরঃ ॥ ১১৫ ॥

ইহা অবগত হউন। অনন্তর ভিষগ্বর কহিলেন, হে রাজন্! আমি সুশ্রুত দ্বারা (বৈদ্যকগ্রন্থবিশেষ দ্বারা তথা) চরকের উক্ত দ্বারা অর্থাৎ চরকাচার্য্যের কথিত দ্বারা অখিল গূঢ় বৃত্তান্ত জানিলাম, যে ভৈমীর তাপদলন বিষয়ে নলদব্যতিরেকে অর্থাৎ উশীর বিনা আর কোন কাথাদি সমর্থ নহে, অতএব ভৈমীর শরীর উশীর দ্বারা লিপ্ত করিলেই আশু সন্তাপশান্তি হইবেক সন্দেহ নাই॥ ১১৬ ॥ কিন্তু মন্ত্রী ও বৈদ্য উভয়ে এইরূপ কহিলেও উৎকণ্ঠাজন্য নৃপতি শ্রুতিগোচর করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে মন্ত্রি ও বৈদ্যকর্ত্তৃক যুগপৎ এক-রূপতায় উচ্চার্য্যমাণ হইলেও অর্থভেদহেতুক বিভিন্নতা দ্বারা পরস্পর একতারূপ বিরোধ অপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তনয়াবিষয়ে অমঙ্গল-শতশঙ্কায় অস্থিরচিত্ত ভীমভূপতির শ্রোত্রযুগল কিঞ্চিৎ শ্রব-ণেও সমর্থ হয় নাই ॥ ১১৭ ॥ অনন্তর ভূপতির তনয়াদর্শন। নুপাগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বয়স্যাগণ অমনি সত্বরে ভৈমীর বিরহানুমাপক মৃণালাদি অপসারিত করিল, কিন্তু তথাপিও নৃপতি পদাবনম্রা তন-য়াকে বিষমশরের শরপ্রহারে জর্জ্জরিতাঙ্গী জ্ঞান করিয়াছিলেন, কেননা সুধী জনেরা হেতু ব্যতিরেকেও পরাভিপ্রায় প্রায়ই হৃদয়-ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১১৮ ॥ ভীম নৃপতি সেই ভৈমীকে

কন্যান্তঃপুরবাধনায় যদধীকারান্ন দোষা নৃপং
দ্বৌ মন্ত্রিপ্রবরশ্চ তুল্যমগদঙ্কারশ্চ তাবূচতুঃ।
দেবাকর্ণয় সুশ্রুতেন চরকস্যোক্তেন জানেঽখিলং
স্যাদস্যা নলদং বিনা ন দলনে তাপস্য কোঽপি ক্ষমঃ ॥ ১১৬ ॥
তাভ্যামভূদ্যুগপদপ্যভিধীয়মানং ভেদব্যপাকৃতমিথঃপ্রতিঘাতমেব।
শ্রোত্রে তু তস্য পপতুর্ন পতের্ন কিঞ্চিৎ ভৈম্যামনিষ্টশতশঙ্কিতয়াকুলস্য ॥ ১১৭॥
ক্রুত্তাবগমিতবিপ্রয়োগাচিহ্নামপি তনয়াং নৃপতিঃ পদাবনম্রাং।
অকলয়দসমাশুগাধিমগ্নাং ঝটিতি পরাশয়বেদিনো হি বিজ্ঞাঃ ॥ ১১৮ ॥

অনঙ্গপীড়িতা নিশ্চয় করিয়া আশীর্ব্বাদ দ্বারা সান্ত্বনা করিতেছেন। অনন্তর পিতা ভীম, লজ্জায় নতমস্তকা সেই দুহিতার উত্তমাঙ্গ উত্তোলন পূর্ব্বক এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিলেন, যে হে ভৈমি! তুমি কতিপয় বাসরান্তে স্বয়ম্বর সভায় অতি গুণময় বাঞ্ছিত কান্ত অবাধেই লাভ কর॥ ১১৯॥ এক্ষণে ভৈমীর সখীগণকে প্রত্যুপদেশ প্রদান করিতেছেন। আশীর্ব্বাদানন্তর নৃপতি আত্মতনুজার সখীগণকে এই উপদেশ প্রদান করিলেন, যে হে ভৈমীসখীগণ! এই বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে এবম্বিধ কোমলাঙ্গীগণের অথচ নবানুরক্তাসমূহের শরীরে অতি কোমল কুসুমও শরবৎপীড়াকর হয়, অথচ কামবাণবৎ আচরণ করে, অতএব তোমরা এই ভৈমীর প্রতি বসন্তসময়োপযুক্ত শুশ্রূষা কর॥ ১২০॥ আর তোমাদিগের এরূপ দীর্ঘকালও শুশ্রূষা করিতে হইবেক না, তোমাদিগের বয়স্যা কতিপয় বাসরাবসানেই অভিলষিত বরীয়ান্ বর বরণ করিবেন, অতএব তোমরা অদ্যাবধি স্বল্পদিন সান্ত্বনা বচনে তোমাদিগের সখীর তুষ্টিসাধনে সদাই এরূপ যত্ন করিবে যে যাহাতে তাঁহার শরীরের কিঞ্চিন্মাত্রও কৃশতা না জন্মাইতে পারে॥ ১২১॥ ভূপাল সমস্তই অবগত হইয়াছেন, এই নিশ্চয় করিয়া সখীজনেরা হৃষ্ট ও লজ্জিত হইল, ইহাই উক্ত হইতেছে। ঐরূপ পূর্ব্বোক্ত জল্পনা করিয়া নৃপতি সলজ্জা তনয়াকে (তোমার এরূপ প্রবলতাপ কেন উপস্থিত হইল) ইহা যে জিজ্ঞাসা

ব্যতরদথ পিতাশিষং সুতায়ৈ নতশিরসে সহসোন্নময্য মৌলিং।
দয়িতমভিমতং স্বয়ম্বরে ত্বং গুণময়মাপ্নুহি বাসরৈঃ কিয়দ্ভিঃ॥ ১১৯॥
তদনু স তনুজাসখীরবাদীদুহিনখাতো গত এব হীদৃশীনাং।
কুসুমমপি শরায়তে শরীরে তদুচিতমাচরতোপচারমস্যাঃ॥ ১২০॥
কতিপয়দিবসৈর্ব্বয়স্যয়া বঃ স্বয়মভিলষ্য বরিষ্যতে বরীয়ান্।
কৃশিমশমময়ানয়া তদাপ্তুং রুচিরুচিতাথ ভবদ্বিধাভিধাভিঃ ১২১॥

করিলেন না, এবং শরীরের পাণ্ডুত্বতাপাদি নিমিত্ত মদনজনিত মোহও অনুমান করিয়াছেন, তথা ঐ মোহবিষয়ে যেরূপ সান্ত্বনা করা উচিত তাহাও আশীর্ব্বাদচ্ছলে সম্পন্ন করিলেন, এই সমস্ত জানিয়া সখীজন স্বীয় মনকে আহ্লাদলজ্জার জলধি স্বরূপ করিয়াছিল, অর্থাৎ ভৈমীর স্বয়ম্বর শীঘ্রই সম্পন্ন হইবেক ইহাতে অপার আনন্দোদয় হইল, এবং নৃপতি এই ভৈমীর মদনবিকার অবগত হইয়াছেন, ইহাতে যাহার পর নাই লজ্জাও জন্মিয়াছিল ॥ ১২২ ॥ কবিরাজরাজির মুকুটালঙ্কার-হীরস্বরূপ শ্রীহীর এবং মামল্লদেবী যে জিতেন্দ্রিয়চয় শ্রীহর্ষকে তনয়-লাভ করিয়াছিলেন সেই শ্রীহর্ষের চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফলস্বরূপ তথা স্থৈর্য্যবিচারের প্রকরণ যাহাতে বিদ্যমান ঈদৃশ গ্রন্থবিশেষের সোদর স্বরূপ অথচ শৃঙ্গাররসপ্রাধান্য জন্য অতি মনোহর নৈষধীয় কাব্যের চতুর্থ সর্গ গত হইল ॥ ১২৩ ॥

এবং যদ্বদতা নৃপেণ তনয়া নাপ্রচ্ছি লজ্জাস্পদং
যন্মোহঃ স্মরভূরকল্পি বপুষঃ পাণ্ডুত্বতাপাদিভিঃ।
যচ্চাশীঃকপটাদবাদি সদৃশী স্যাত্তত্র যা সান্ত্বনা
তন্মত্বালিজনোমনোঽক্বিমতনোদানন্দমন্দাক্ষয়োঃ ॥ ১২২ ॥
শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং।
তুর্য্যঃ স্থৈর্য্যবিচারণপ্রকরণভ্রাতর্য্যয়ং তন্মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ ॥ ১২৩ ॥

নৈষধচরিত।

পূর্ব্বভাগ।

১, ২, ৩, ৪, সর্গ।

মহাকবি শ্রীহর্ষদেব বিরচিত।

শ্রীজগচ্চন্দ্র মজমুদার কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

গৌড়ীয় যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সংবৎ ১৯১৯।

সন ১২৬৯/ইং ১৮৬৩

বিজ্ঞাপন।

দেবাদরণীয় সংস্কৃতভাষায় মহাকবি প্রণীত কাব্য সমূহে কতই সুস্বাদু শব্দ, ও গভীর সুমধুর ভাব, এবং যৌগিকপদলালিত্য, ও কতই অপূর্ব্ব কৌশল নিবদ্ধ আছে যে, পাঠসময়ে ঐ সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হইলে অধ্যাপক বা অধ্যেতার অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ জন্মায় সন্দেহ নাই। আর সেই সেই কাব্য নাটকাদি অধুনা ভাষান্তরিত হইয়াও সুচতুর সভ্যগণের সমাদরণীয় হইতেছে, কিন্তু উক্ত কাব্যাদির দোষ গুণ বিচার করিতে অস্মদাদির সামর্থ্য কোথায়? তবে ব্যক্তিমাত্রকেই ভিন্নরুচি বলিতে হইবে; সুতরাং এক বিষয়ে সাধারণের সমান আদর বা অনাদর কখনই হইতে পারেনা; তা যাহাইবা হউক, যেমন ইদানী গরীয়সী সাধুভাষা পর পর সাধারণের প্রিয়তমা হইয়া আসিতেছে, তেমনি আমিও আশা করি মহাকবি শ্রীহর্ষপ্রণীত নৈষধ কাব্যখানি বঙ্গভাষায় প্রচার করিলে তদন্তর্গত ভাবাদির কিয়দংশও যদি সুচতুর ভাবুকগণের হৃদয়ঙ্গম হয় তাহা হইলে একরূপ আনন্দলাভের সম্ভব বটে, কিন্তু সংস্কৃতভাষা হইতে ভাষান্তরিত অন্য অন্য পুস্তক পাঠ করিবামাত্র যেরূপ অবাধে বোধগম্য হয় উক্ত কঠিন কাব্যের অনুবাদ সেরূপ হওয়া কঠিন, কেননা মধ্যে মধ্যে এক এক শ্লোকে দ্বি, ত্রি বা ততোধিক ভাবের আবির্ভাব, ও শব্দশ্লেষ, এবং ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি নানা কৌশল বিদ্যমান থাকায় সুতরাং সেই সেই শ্লোকানুবাদ অবাধেই বোধগম্য হইবে ইহা কিরূপে বলিব, তবে স্থিরচিত্তে ভাবনা করিলে ভাব নাই বা লব্ধ হইবে কেন? কিন্তু যাঁহারা মনোনিবেশ পুর্ব্বক ভাবনা করিতে শ্রম বোধ করিবেন তাঁহারা বরং সেই সেই স্থল পরিহার পুর্ব্বক স্থলান্তর পাঠ করিবেন, কিন্তু অবজ্ঞা করিয়া একেবারে পাঠে বিরত হইবেন না। উক্ত কাব্যখানি পুর্ব্ব ও উত্তর এই দ্বিভাগে বিভক্ত আছে, তন্মধ্যে পুর্ব্বভাগের একাদশাধ্যায়কে অংশত্রয়ে বিভক্ত করিয়া প্রথমে চতুরধ্যায় অবলম্বন করত তদন্তর্গত সমগ্র শ্লোকের

সামান্যতঃ অনুবাদ ও তন্নিম্নে ঐ শ্লোক সকলও একত্রিত করিয়া এক খণ্ড প্রস্তুত করিলাম, আর এই রীত্যনুসারে অবশিষ্ট দুই খণ্ডও প্রস্তুত করিতে অভিলাষ থাকিল। অতএব পাঠক মহোদয়গণ ক্রমশঃ খণ্ড প্রাপ্ত হইলে যদ্যপি খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রয়াসের সহিত চর্ব্বণ করেন তবে বোধ হয় যে কোন একরূপ আস্বাদনের খণ্ডন না হইতে পারে, কিন্তু প্রীতিপ্রদ হইবে কিঁ না তাহার নিশ্চয় কি, কিন্তু বোধ হয় গুণজ্ঞগণ স্বীয় প্রীতিলাভের অপেক্ষা না করিয়াও প্রতিক্ষণে না হউক বরং প্রীতিক্ষণেও নির্ব্বিবাদে এ নলচরিতানুবাদে নেত্রপাত করিয়া আমাকে বাধিত করিতে পারেন, আর ঈদৃশ কাব্যে মাদৃশ ব্যক্তির করক্ষেপ অকর্ত্তব্য জানিয়াও যখন আমি অজ্ঞানাধীন ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন ঐ অজ্ঞান বা ভ্রমবশতঃ দোষদুষ্ট না হইবার সম্ভাবনা কি ? এবং মুদ্রাঙ্কণ সমযেও যে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিবে না ইহাও বলিতে পারি না, আর অনুবাদে অগত্যা অনেক 'অর্থাৎ' ব্যবহার করায়ও একরূপ নীরসতা হইয়া থাকিবেক ; তা যাহাই বা হউক. ইত্যাদি প্রচুর দোষদুষ্ট হইলেও কি বিচক্ষণগণ দোষানুসন্ধান করিবেন ? কখনই নয়, বরং ঔদার্য্যগুণে তাঁহারা মরালমণ্ডলীর নীরাভ্যন্তর হইতে ক্ষীরগ্রহণবৎ ব্যবহার করিয়া আমার শ্রম সফলও করিতে পারিবেন। আর আমি পূর্ব্বে কেবল শ্লোকের অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করিব এই সংকল্প করিয়া এক বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করি, পরন্তু বৃহস্পতীব মতিমান্ শ্রীযুক্ত মধুসূদন তর্কবাগীশ মহাশয় প্রস্তুত অনুবাদ পর্য্যবেক্ষণ করত হর্ষপ্রদর্শনপূর্ব্বক সাদরে শ্লোকগুলিও সন্নিবেশিত করিতে অনুমতি দেন, সুতরাং সেই অনুমত্যনুসারে শ্লোকগুলিও সন্নিবেশিত করিতে বাধিত হইয়াছি, কিন্তু এ ব্যয়বাহুল্য বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে স্বীয় সামর্থ্য কিছুই নাই, তবে যে সমস্ত সুবিজ্ঞ ভাগ্যধর মহাত্মগণের সাহায্যভরের উপর নির্ভর করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতে কেনই বা অবসন্ন হইতে হইবে ?।

কলিকাতা,
সংবৎ ১৯১৯
১০ ই ফাল্গুন

শ্রীজগচ্চন্দ্র মজমুদার।